পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 215 Friday, 5 July, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২১৫ সংখ্যা ❋ ২০ আষাঢ়, ১৪৩১, শুক্রবার, ৫ জুলাই, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ রোহিতদের

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাইঃ বার্বাডোজ থেকে দিল্লি। দীর্ঘ ১৭ বছর পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। সব মিলিয়ে ১১ বছর পর আইসিসি ট্রফি জয়। সকালেই দিল্লিতে পৌঁছেছে ভারতীয় দল। বৃষ্টি মাথায় সকাল সকালই দিল্লি বিমানবন্দরে রোহিত-বিরাট সহ চ্যাম্পিয়ন টিমকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন হাজারো ক্রিকেটপ্রেমী। দীর্ঘ ১৬ ঘণ্টার বিমানযাত্রা। যদিও সমর্থকদের নিরাশ করেননি রোহিতরা। ট্রফি উচিয়ে সেলিব্রেশন করেছেন, হোটেলে ফিরে ঢোলের তালে নাচ, কেক কাটা পর্ব শেষে পূর্বসূচি মতোই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান চ্যাম্পিয়ন টিমের সদস্যরা। সঙ্গে ছিলেন বোর্ড সভাপতি তথা ১৯৮৩ বিশ্বজয়ী দলের অন্যতম নায়ক রজার বিনি ও বোর্ড সচিব জয় শাহ। কয়েক মাস আগের ঘটনা। দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ। ওয়ান ডে ফরম্যাটে ২০১১ সালের পর ফের দেশের মাটিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ ছিল ভারতের সামনে। টানা দশ ম্যাচ জিতে ফাইনালে উঠেছিলেন রোহিতরা। যদিও ট্রফির ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হার। ভেঙে পড়া টিম ইন্ডিয়ার সদস্যদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভারতের ড্রেসিংরুমে ঢুকে বুকে টেনে নেন মহম্মদ সামিদের। কথা বলেন রোহিত, বিরাটদের মতো সিনিয়র প্লেয়ারদের সঙ্গে। ভেঙে না পড়ার কথা বলেন। এ বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরই রোহিত-বিরাট, কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। দিল্লি ফিরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। সেখানে দীর্ঘ সময় কথা হয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে নেন প্রধানমন্ত্রী। কোচ রাহুল দ্রাবিড়, বিরাট, রোহিত এবং বিশ্বজয়ী টিমের সঙ্গে একসঙ্গে। আমেদাবাদের হতাশা কাটিয়ে টিমের মতো মোদির মুখেও গর্বের হাসি। দ্রাবিড়, রোহিত, বিরাটদের সঙ্গে কথা বলেন। দেশকে গর্বিত করা বাকি সদস্যদের সঙ্গেও মজা করেন প্রধানমন্ত্রী। বেশ একটা খোলামেলা আলোচনা। ভাইস ক্যাপ্টেন হার্দিক পান্ডিয়ার সঙ্গেও কথা বলতে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীকে। ক্যাপ্টেন রোহিত, বিরাট কোহলি, জসপ্রীত বুমরাহ, হার্দিক পান্ডিয়া, সূর্যকুমার যাদব, ঋষভ পন্ত, দ্রাবিড়দের সঙ্গে দেখা করার পরে মোদি বলেন, ''আমাদের চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়টা দারুণ কাটল। ৭, লোক কল্যাণ মার্গে বিশ্বকাপজয়ী দলের সঙ্গে দেখা হল। পুরো টুর্নামেন্টে ওদের কীরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে, সেটা নিয়ে স্মরণীয় গল্প-গুজব হল।''

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে গণকনভেনশন!

২১ জুলাইয়ের আগেই হতে পারে এই কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুলাইঃ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে গণকনভেনশন হতে পারে। সূত্রের খবর, আগামী ২১ জুলাইয়ের আগেই তাঁর বিরুদ্ধে এই কর্মসূচি নিতে পারে দেশ বাঁচাও গণ মঞ্চ। এই প্রস্তাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহমত প্রকাশ করেছেন বলেও সূত্র মারফৎ জানা গেছে। তাঁর মন্তব্য গণপিটুনি আইন দীর্ঘদিন ধরে উনি (রাজ্যপাল) আটকে রেখেছেন। বিধায়কদের শপথ নিতেও দিচ্ছেন না। তাই এই কর্মসূচি করা যেতেই পারে। বৃহস্পতিবার দেশ বাঁচাও গণ মঞ্চের অনুষ্ঠান হয়। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সূত্রের খবর, সেই মঞ্চেই মুখ্যমন্ত্রী এই গণকনভেনশন প্রসঙ্গে বলেন, এই কর্মসূচি তাঁরা করতেই পারেন। তিনি (রাজ্যপাল) গণপিটুনি আইন দীর্ঘদিন ধরে আটকে রেখেছেন। বিধায়কদের শপথ নিতেও দিচ্ছেন না। তবে আদতে এই কর্মসূচি কবে হবে এবং কীভাবে করা হবে সে ব্যাপারে কিছুই স্পষ্ট জানা যায়নি। আলিপুরের 'সৌজন্য' প্রেক্ষাগৃহে বৃহস্পতিবার বিদ্বজ্জনদের একাংশের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর চা-চক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসুরা মিলে 'দেশ বাঁচাও গণমঞ্চ' বলে একটি সংগঠন তৈরি করেছেন। তাতে রয়েছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের কৃতীরা। সেই সংগঠনই সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সময় চেয়েছিল বলে জানা যায়। সময় দিয়েছিলেন মমতা। বৃহস্পতিবার তাঁদের সঙ্গে আলাপচারিতায় গণপিটুনির প্রসঙ্গ ওঠে। সম্প্রতি রাজ্যে গণপিটুনির ঘটনা বেড়ে গিয়েছে। সে প্রসঙ্গেই ওই আইন নিয়ে আক্ষেপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার আলিপুরের চা-চক্রে কবীর সুমন, নচিকেতা চক্রবর্তী, ইন্দ্রনীল সেন এবং প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীরা গান গেয়েছেন। কবিতা পাঠ করেছেন জয় গোস্বামী। সব মিলিয়ে সাংস্কৃতিক আবহ তৈরি হয়েছিল ওই আলাপচারিতায়। বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে রাজ্যরাজ্যপাল সংঘাত আরও তীব্র হয়েছে। কারণ নবনির্বাচিত দুই বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রেয়াত হোসের সরকারের শপথগ্রহণ আটকে রয়েছে। রাজভবনের বক্তব্য, তাঁদের রাজ্যপালের কাছেই শপথ নিতে হবে। অন্যদিকে সায়ন্তিকারা নিজেরা জানান তাঁরা বিধানসভায় স্পিকার

বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেই শপথ নিতে চান। এই নিয়ে জটিলতায় শপথগ্রহণ হচ্ছে না। এসবের মাঝে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ওঠা শ্লীলতাহানির অভিযোগ নিয়েও নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বিধায়কদের শপথগ্রহণ ইস্যু নিয়েই মন্তব্য করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যপালকে আক্রমণ করেছেন। রাজভবনে মেয়েরা যেতে ভয় পাচ্ছে বলে দাবি তাঁর। এই মন্তব্যের পরই মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছেন রাজ্যপাল। তাঁর দাবি, এই ধরনের মন্তব্য করে তিনি তাঁর সম্মানহানি করেছেন। এরই মধ্যে আবার রাজ্যে একাধিক গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে। তা নিয়েও রাজ্যের সরকারকে নিশানা করেছেন রাজ্যপাল। তাঁর অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলেই এই হিংসার ঘটনা বেড়েছে রাজ্যে। মহিলারাও সুরক্ষিত নন। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলারও অবনতি হয়েছে। সেই নিয়েও পাল্টা তাঁর বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল।

আতঙ্ক তৈরি করতেই বিস্ফোরণ ঘটানো হয় ভূপতিনগরে! চার্জশিটে দাবি এনআইএ-র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুলাইঃ পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগর বিস্ফোরণকাণ্ডে চার্জশিট জমা দিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। ৩৫ পাতার ওই চার্জশিটে বলাইচরণ মাইতি এবং মনোব্রত জানা-সহ ছ'জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। এই বলাইচরণ এবং মনোব্রতকে গ্রেফতার করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন এনআইএ-র আধিকারিকেরা। চার্জশিটে এনআইএ দাবি করেছে, পরিকল্পনা করে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। এলাকায়

আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল বলে মনে করছে এনআইএ। তদন্তকারী দল এ-ও দাবি করেছে, ভূপতিনগরে বোমা তৈরি করা হচ্ছিল। কোনও একটি রাজনৈতিক কর্মসূচির আগে বোমা তৈরি করা হয়। ২০২২ সালের ২ ডিসেম্বর ভগবানপুর-২ ব্লকের ভূপতিনগর থানার অর্জুননগর পঞ্চায়েতের নায়ড়াবিলা গ্রামে রাত প্রায় ১১টা নাগাদ বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। সেই ঘটনায় তৃণমূলের বুথ সভাপতি রাজকুমার মান্না, তাঁর ভাই দেবকুমার মান্না ও বিশ্বজিৎ গায়েনের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে এলাকায় যায় পুলিশ। স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে পুলিশ তদন্তও শুরু করে। পরে আদালতের নির্দেশে গত বছরের জুনে ঘটনার তদন্তভার হাতে নেয় এনআইএ। সেই বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্তে গিয়ে চলতি বছর এপ্রিল মাসে হামলার মুখে পড়ে এনআইএ-র তদন্তকারী দল। বলাইচরণ এবং মনোব্রতকে গাড়িতে তুলে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় কেন্দ্রীয় এজেন্সির গাড়ি ঘিরে ধরেন উত্তেজিত গ্রামবাসীরা। তাঁরা বলাই এবং মনোব্রতকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়ার দাবি করতে থাকেন বলে সূত্রের দাবি। এর পরেই এনআইএ-র গাড়ির কাচ ভেঙে দেওয়া হয়। এক আধিকারিক আহত হন।

বেআইনি খাদান রুখতে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুলাইঃ বেআইনি খাদান রুখতে এবার বড় নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। বীরভূমে বিভিন্ন জায়গায় বেআইনি খাদানের অভিযোগ উঠে এসেছে বিগত দিনগুলিতে। বৃহস্পতিবার এক মামলার শুনানি চলাকালীন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম নির্দেশ দিয়েছেন, বীরভূমে বেআইনি খাদান আটকাতে স্পেশাল টিম গঠন করতে হবে জেলাশাসককে। সেই স্পেশাল টিমকে মাঝেমধ্যেই সারপ্রাইজ ভিজিট করতে হবে। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আরও জানিয়েছেন, ওই স্পেশাল টিম যখন অভিযানে যাবে, তখন পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তার বন্দোবস্ত রাখতে হবে। সেটি নিশ্চিত করতে হবে পুলিশ সুপারকে। আদালত জানিয়েছে, ওই দল পরিদর্শনের পর একটি করে রিপোর্ট জমা দিতে হবে জেলাশাসকের কাছে। সেই রিপোর্ট দেখার পর জেলাশাসক প্রয়োজন বোধ করে আইনি পদক্ষেপ করতে পারবেন বলে জানিয়েছে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের বেঞ্চ। উল্লেখ্য, রাজ্যে বেআইনি বালি-পাথরের খাদানকে কেন্দ্র করে অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এর আগেও কলকাতা হাইকোর্টে এই সংক্রান্ত মামলা হয়েছিল। ২০২১ সালে একটি মামলায় হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চ বেআইনি বালি-পাথরের খাদান বন্ধের জন্য রাজ্য সরকারকে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল।

কুণালের পর এবার সৌগত! গণপিটুনি নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কে দমদমের সাংসদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুলাইঃ শুক্র, শনি, রবি-গত সপ্তাহে গণপিটুনির ঘটনায় রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে পাঁচ জনের। সাম্প্রতিক অতীতে ছেলেধরা গুজবে আক্রান্ত হয়েছেন আরও একাধিক জন। কলকাতা থেকে জেলা, বাড়তে থাকা গণপিটুনির প্রবণতা ঠেকাতে কড়া হুঁশিয়ারি জারি করেছে নবান্নও। এমন পরিস্থিতিতে গণপিটুনি নিয়ে মন্তব্য করে বুধবার বিতর্কে জড়িয়েছিলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। বৃহস্পতিবার সেই একই পথে হাঁটলেন বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা সৌগত রায়ও। এদিন গণপিটুনি প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমকে সৌগত বলেন, ''বাংলায় হঠাৎ গণপিটুনি বেড়ে গেছে, এমনটা ঠিক নয়। এটা সারা দেশেই একটা সমস্যা। আগেও এই ধরনের ঘটনা ঘটত। এগুলো দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু ব্যতিক্রমী নয়।'' প্রসঙ্গত, গণপিটুনির ঘটনার মোকাবিলায় বুধবারও রাজ্য পুলিশের তরফে কড়া নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। তারই মাঝে দমদমের সাংসদের মন্তব্য নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্কও। ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা। অভিযোগ, পুলিশ প্রশাসনের ব্যর্থতাকে ছোট করে দেখাতে এই মন্তব্য করেছেন সৌগত। এর আগে বুধবার গণপিটুনি নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। সিপিএম জমানায় বিজন সেতুর উপর ১৭ জন আনন্দমার্গী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীকে গণপিটুনি দিয়ে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠেছিল। ওই প্রসঙ্গ টেনে কুণালের দাবি, সত্যিকারের গণপিটুনি হয়েছিল সিপিএম আমলে। এখন গণপিটুনি বাড়ছে, এই ধরনের কথা একদমই ঠিক নয়। কোথাও মারপিট হলেও গণপিটুনি দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বুধবার রাজ্য পুলিশের তরফে জারি করা নির্দেশিকায় অবশ্য গণপিটুনির প্রসঙ্গে প্রতিটি থানার পুলিশ কর্মী তো বটেই সিভিক ভলান্টিয়ার এবং ভিলেজ পুলিশকেও বাড়তি নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, কোথাও এই ধরনের ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। সাম্প্রতিককালে 'গণপিটুনি' বাংলার একাধিক জায়গায় সংক্রমণ ব্যধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। ছেলেধরা গুজবে আক্রান্ত হতে হয়েছে মানসিক ভারসাম্যহীন যুবক থেকে শুরু করে এক সন্তানের মাকেও। দত্তপুকুর লোকালে নিজের সন্তানকেই কোলে নিয়ে যাওয়ার সময়ে 'চোর' অ্যাখ্যা পেতে হয়েছে এক মহিলাকে। গত সপ্তাহের শুক্র, শনি, রবি-পরপর তিন দিন বাংলায় গণপিটুনিতে মৃত্যু হয়েছে পাঁচ জনের। গোটা পরিস্থিতি উদ্বিগ্ন প্রশাসনও। অনেক জায়গাতেই মাইকিং করে সতর্ক করছে পুলিশ। চলছে গ্রেফতারিও। গণপিটুনিতে শাস্তির বিল নিয়েও চলছে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত। তার মধ্যেই সাংসদ-নেতা-মন্ত্রীদের মুখে এই ধরনের কথায় স্বাভাবিকভাবেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

চুক্তিভিত্তিক শিক্ষাকর্মীদের জন্য সুখবর! অবসরকালীন ভাতার পরিমাণ বাড়ল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুলাইঃ রাজ্যের চুক্তিভিত্তিক শিক্ষাকর্মীদের জন্য সুখবর। চলতি বছরের ১ এপ্রিল থেকে তাঁদের অবসরকালে এককালীন ভাতার পরিমাণ বাড়িয়ে পাঁচ লাখ টাকা করা হয়েছে। এক্স হ্যান্ডেলে (অতীতে টুইটার নামে পরিচিত ছিল) তা পোস্ট করে জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের অধীন সমস্ত চুক্তিভিত্তিক শিক্ষাকর্মীদের জন্য সুখবর! মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই বছরের ১ এপ্রিল থেকে তাদের অবসরকালে এককালীন ভাতার পরিমাণ এখনকার থেকে বাড়িয়ে পাঁচ লাখ করা হল।' কারা এই সুবিধা পাবেন তাও নিজের পোস্টে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, ''এই সুবিধা প্যারা টিচার, অ্যাকাডেমিক সুপারভাইজার, চুক্তিভিত্তিক উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষক এবং এসএসকে, এমএসকে-র শিক্ষাকর্মীরাও পাবেন।'' শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, এর আগে প্যারা টিচার, এসএসকে এবং এমএসকে-র শিক্ষকশিক্ষিকাদের অবসরকালীন ভাতা ছিল দুই লাখ টাকা। অন্যদিকে, অ্যাকাডেমিক সুপারভাইজারদের ক্ষেত্রে অবসরকালীন ভাতার মেয়াদ ছিল এক লাখ। এবার তাঁদের সকলের ক্ষেত্রে এই ভাতা বৃদ্ধি করে পাঁচ লাখ করা হল। এর ফলে রাজ্যের বহু চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী উপকৃত হতে চলেছেন বলে জানাচ্ছে শিক্ষা দফতর। স্বাভাবিকভাবেই খুশি অ্যাকাডেমিক সুপারভাইজার থেকে শুরু করে চুক্তিভিত্তিক উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষকরা। অবসরকালীন ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি হলে প্রবীণ চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীরা অবসরের পর অনেকটাই চিন্তামুক্ত হতে পারবেন বলে মনে করছেন তাঁদেরই একাংশ। প্রসঙ্গত, এর আগে একটি কর্মসূচিতে রাজ্যের সরকারি কর্মীদের নিজেদের পরিবার বলে উল্লেখ করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছিলেন, ''সরকারি কর্মীরা আমার পরিবারের সদস্য। তাঁদের উন্নতির জন্য সমস্ত পদক্ষেপ করা হবে।'' চলতি অর্থবর্ষের বাজেট পেশের দিন রাজ্যের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের সরকারি কর্মীদের ডিএ আরও চার শতাংশ বাড়ানো হবে। পরবর্তীতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন মে নয়, রাজ্যের সরকারি কর্মীদের ডিএ এপ্রিল থেকেই বৃদ্ধি করা হবে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে বড়দিনের আগে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে রাজ্যের সরকারি কর্মীদের ডিএ চার শতাংশ বৃদ্ধি করার কথা ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অর্জুনের বিস্ফোরক দাবি

'জয়ন্তর জন্য মদন মিত্রের বাড়ি থেকে জেলে খাবার যেত'

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ৪ জুলাইঃ চারদিন ধরে বেপাত্তা ছিল আড়িয়াদহকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত জয়ন্ত সিং। পুলিশ তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল। কিন্তু নাগালে পায়নি। অবশেষে বুধবার রাতে আত্মসমর্পণ করে সে। কার মদতে কোথা লুকিয়ে ছিল জয়ন্ত সিং সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশ কেন তাকে খুঁজে পেল না তাই নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে বিস্ফোরক দাবি করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর দাবি, ''জয়ন্ত সিং আসলে মদন মিত্রের ভীষণ ঘনিষ্ট ব্যক্তি। জায়েন্ট সিংয়ের বাড়বাড়ন্ত মদন মিত্রের জন্য হয়েছে। এর আগেও জয়ন্ত সিং যখন গ্রেফতার হয়েছিল, সেবার মদন মিত্রের বাড়ি থেকে জেলে ওর জন্য খাবার যেত। এখন চাপে পড়ে মদন মিত্র যতই অস্বীকার করুন, যে ছবিগুলো মিডিয়াতে দেখানো হচ্ছে কোনওটা মিথ্যে নয়। এখন সাংসদ সৌগত রায়ের দিকে ভিড়িয়ে দিলে হবে না।'' এই গণপিটুনির ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরে পুলিশ ধরপাকড় শুরু করে। তখন জয়ন্ত গাড়ি চালিয়ে উত্তরবঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। ওড়িশা পালানোর ছকও কষে ছিল সে। তার বিরুদ্ধে ব্যারাকপুর কমিশনারেটে ১০টি মামলা রয়েছে। সেই মামলাগুলির মধ্যে ৭টি দক্ষিণেশ্বরে ও বেলঘরিয়া থানায় ৩টি মামলা রয়েছে। মারধর, খুনের চেষ্টা-সহ একাধিক ধারায় অভিযোগ রয়েছে। আড়িয়াদহের বাসিন্দা কলেজ ছাত্র সায়নদীপ ও তাঁর মাকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে জয়ন্ত সিং ও তার দলবলের বিরুদ্ধে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুজনেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে মূল অভিযুক্তকে আড়াল করার অভিযোগ এনে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন স্থানীয়রা। অভিযুক্ত জয়ন্ত সিংয়ের সঙ্গে মদন মিত্র ও তাঁর পুত্র বধূর কিছু ছবি ভাইরাল হওয়ায় বিতর্ক সৃষ্টি হয়। তবে মদন মিত্র অবশ্য জানিয়ে দেন, তিনি অনেকের সঙ্গে ছবি তোলেন। জয়ন্তও সেরকমই একজন। বৃহস্পতিবার জয়ন্তকে ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হয়েছিল। তাকে ৪ দিনের পুলিশ হেফাজতে

রাখার নির্দেশ দেন বিচারক। বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেন, ''আমি তো আগেই বলেছিলাম। জয়ন্ত সিং নিজেই এসে আত্মসমর্পণ করবে। এর মধ্যে কোনও রকেট সায়েন্স নেই। এটা ডেলি ইস্যু। যাঁরা মাঠে ময়দানে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা প্রত্যেকেই জানেন, অপরাধীর টাইপটা কী, পুলিশের সঙ্গে তাঁদের নেগোসিয়েশনটা কী? হয়তো তৃণমূলেরই কোনও নেতা তাঁদের আশ্বস্ত করেছেন, কয়েকদিন ভিতরে থাকতে।'' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, ''তৃণমূল রাজত্বে যা হওয়ার কথা, সেটাই হয়েছে, পুলিশের হিম্মত নেই জয়ন্ত সিং মার্কা লোককে গ্রেফতার করুক। সবাই বলছে মদন মিত্রের সঙ্গী, মদন মিত্র বলছে সৌগত রায়ের সঙ্গী। তাই গ্রেফতার করার হিম্মত নেই। তৃণমূল নেতা বলেছেন, জামাই আদর থানায় হাজিরা দাও, সেটাই দিয়েছে। তারপর গ্রেফতার হয়েছে।'' প্রাক্তন পুলিশ কর্তা অনিল জানাই বলেন, ''এখন আর কোনও উপায় নেই। পুলিশই প্রেসার দিয়েছে। এখনই আত্মসমর্পণ করো, না হলে আমাদের মান সম্মান থাকছে না।''

'আমাদের দুর্বল ভাবা ভুল', রাজ্যপালকে নিশানা বিমানের

শপথ জটিলতার মধ্যে আজ বিশেষ অধিবেশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুলাইঃ উপনির্বাচনে জয়ী তৃণমূল বিধায়কদের শপথ ঘিরে টানাপোড়েন অব্যাহত। সেই আবহেই ফের মুখ খুললেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। জানালেন, কেউ যদি তাঁদের অসহায় ভেবে থাকেন, তাহলে ভুল ভাবছেন। রাজ্যপালের উপর বিধানসভা নির্ভর করে না এবং জয়ী দুই প্রার্থী কবে শপথ নেবেন, তা শুক্রবারই জানা যাবে বলে জানালেন বিমান। আগামী কাল বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশন ডেকেছেন তিনি। লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে এবছর পশ্চিমবঙ্গের দুই বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন হয়। বরানগর থেকে জয়ী হন তৃণমূলে সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, ভগবানগোলায় জয়ী হন দলের প্রার্থী রেয়াত হোসেন সরকার। কিন্তু তার পর একমাস কেটে গেলেও এখনও বিধায়ক হিসেবে শপথগ্রহণ করতে পারেননি সায়ন্তিকা এবং রেয়াত। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে সেই নিয়ে সংঘাত চলছে রাজ্যের। সেই আবহে ফের একবার মুখ খুললেন বিমান। তাঁর বক্তব্য, ''আগামী কাল আমাদের বিধানসভার অধিবেশন ডাকা হয়েছে। মূলত স্ট্যান্ডিং কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য, যে মর্মে চিঠি এসেছে।'' সায়ন্তিকা এবং রেয়াত ওই অধিবেশনে থাকতে পারবেন কি না জানতে চাইলে বলেন, শপথ না হলে থাকতে পারবেন না ওঁরা। যা হবে কাল হবে। আজ কিছু বলা যাবে না। রাজ্যপাল সায়ন্তিকা এবং রেয়াতের নামেও মামলা করেছেন, কিন্তু কেন করেছেন, তা বুঝতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন বিমান। তাঁর কথায়, ''নবনির্বাচিত বিধায়কদের বিরুদ্ধেও মামলা

করেছেন। কী হচ্ছে বুঝতে পারছি না। আইন অনুযায়ীই সমাধান হবে, গায়ের জোরে কিছু হবে না। নিয়ম মেনেই সমাধান হবে। বিধানসভা রাজ্যপালের সামনে অসহায় নয়। যদি কেউ মনে করেন আমরা অসহায়, তাহলে সেটা তাঁর ভুল ধারণা।'' এ প্রসঙ্গে বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, ''রাজ্যপালের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে এই শপথগ্রহণ। তিনি নিজে চাইলে শপথবাক্য পাঠ করাবেন, কাউকে দিয়ে করাতে চাইলে সেই সিদ্ধান্তও ওঁরই হবে। স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার বা মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু এটার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না! এখানে যদিও সবকিছু সম্ভব। মুখ্যমন্ত্রীর কথায় স্পিকার চলেন, সংবিধান মানেন না। এর আগেও স্পিকার অধিবেশন ডেকেছিলেন কিন্তু রাজ্যপালকে ডাকা হয়নি। শপথটাও যদি সেভাবেই করে নেওয়া হয়, আমি অবাক হব না।'' শুক্রবার বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে রাজ্য বিধানসভায়। দুপুর ২টো থেকে শুরু হবে বিশেষ সেই অধিবেশন, তার আগে ১২টা নাগাদ উপদেষ্টা কমিটিরও বৈঠক রয়েছে। সেই মতো বৃহস্পতিবারই নোটিস দেওয়া হয়েছে। বিধানসভার স্পিকার হিসেবে বিধি বলেই এই অধিবেশন ডেকেছেন বিমান। বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলির মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। ৮ জুলাইয়ের পর কমিটিগুলি কাজ করতে পারবে না, তাতে সঙ্কট তৈরি হবে। সেই নিয়ে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় চিঠি দেন স্পিকারকে। এর পরই বিশেষ অধিবেশন ডাকা হল। অধিবেশনে দুই বিধায়কের শপথ নিয়েও আলোচনা হতে পারে খবর।'' এখনও পর্যন্ত বিধানসভার অম্বেডকর মূর্তির পাদদেশে ধর্নায় বসে রয়েছেন সায়ন্তিকা এবং রেয়াত। কী করে এই সমস্যার সমাধান হবে, সেই নিয়ে দোলাচল চলছে। কাল তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়েও সিদ্ধান্ত হতে পারে বলে খবর। তবে সরকারের তরফে সেই নিয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। কালকের অধিবেশনের দিকে তাকিয়ে সকলে।

হাইকোর্টে কেঁদেই ভাসালেন মানিক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুলাইঃ বারবার আদালতে জামিনের আর্জি জানিয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য। এবার হাইকোর্টে কেঁদে ফেললেন তিনি। স্ত্রী ও পুত্র জামিন পেলেও নিয়োগ দুর্নীতি মামলা থেকে কোনওভাবেই অব্যাহতি পাচ্ছেন না তৃণমূল বিধায়ক মানিক। এবার আদালতে মৃত্যু আশঙ্কা প্রকাশ করে জামিনের আর্জি জানালেন। বৃহস্পতিবার মানিক ভট্টাচার্য আদালতে জানান, চিকিৎসকরা তাঁকে বলে দিয়েছেন যে তাঁর আর বেশিদিন আয়ু নেই। তিনি বলেন, ''২০১৬ সালে অস্ত্রোপচার করানো হয়েছিল। সেই সময় চিকিৎসকরা বলেছিলেন, আমি আর ১০ বছর বাঁচব। ওই চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি আমার কাছে রয়েছে। অর্থাৎ, ২০২৬ সালে আমি মরে যাব। এর মধ্যে প্রায় দু'বছর জেলে খেটে ফেললাম। এ বার আমাকে জামিন দেওয়া হোক।''

স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণ করলেন মমতা

কলকাতা, ৪ জুলাই ঃ স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে স্মরণ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন মহান সাধক-দেশপ্রেমিককে আমার শ্রদ্ধা, যিনি আমাদের ধর্ম ও দেশকে সাম্প্রদায়িকতা বা বিভেদ ছাড়াই ভালবাসতে শিখিয়েছিলেন।স্বামী বিবেকানন্দ একজন বিশিষ্ট ভারতীয় সন্ন্যাসী, চিন্তাবিদ এবং সমাজ সংস্কারক ছিলেন। তিনি ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি কলকাতায় (বর্তমান কলকাতা) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত।স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত ও যোগের ভারতীয় দর্শণকে পশ্চিমা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি ১৮৯৩ সালে শিকাগো ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অফ রিলিজিয়নে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন ৪ জুলাই, ১৯০২ সালে, ৩৯ বছর বয়সে তিনি মারা যান। কিন্তু তার আদর্শ ও শিক্ষা আজও বেঁচে আছে।

প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিলেন যোগী

লখনউ, ৪ জুলাই ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে 'একটি গাছ মায়ের নামে' অভিযানের অঙ্গ হিসেবে চারাগাছ রোপণ করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বৃহস্পতিবার সকালে লখনউতে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে 'একটি গাছ মায়ের নামে' অভিযানের অঙ্গ হিসেবে চারাগাছ রোপণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।সমস্ত দেশবাসীর কাছে বৃক্ষরোপণের আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে নিজেদের রক্ষা করতে 'এক পে। মা কে নাম' প্রকল্পের অধীনে একটি গাছ লাগানোর জন্য গোটা দেশবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। আজ আমি একই প্রকল্পের অধীনে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে একটি চারাগাছ রোপণ করেছি... আমরা এই প্রকল্পের জন্য উত্তর প্রদেশের নার্সারিতে ৫৪ কোটি চারাগাছ তৈরি করেছি।

অমরনাথ যাত্রার ষষ্ঠদিন, সুষ্ঠুভাবেই চলছে বার্ষিক এই তীর্থযাত্রা

জম্মু, ৪ জুলাই ঃ কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা সুষ্ঠুভাবেই চলছে। বৃহস্পতিবার অমরনাথ যাত্রার পঞ্চম দিনে বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থী পবিত্র গুহা দর্শন করেছেন ও ভগবান শিবের পুজো করেছেন। তীর্থযাত্রীদের যাতে কোনও রকম সমস্যা না হয়, তাই সব ধরনের পরিষেবা পৌঁছে দিতে প্রশাসন তপর রয়েছে।চলতি বছর অমরনাথ যাত্রা শুরু হয়েছে ২৯ জুন থেকে, চলবে আগামী ১৯ আগস্ট পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল এবং সন্ধ্যায় তীর্থযাত্রীদের জন্য লাইভ টেলিকাস্টের (সরাসরি সম্প্রচার) ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ৩,৮৮০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত বরফে ঢাকা শিবলিঙ্গের গুহা দর্শনে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ভক্তরা ভিড় করেন অমরনাথে। এ বছরও অন্যথা হয়নি, ৫২ দিন ধরে পুণ্যার্থীরা অমরনাথ দর্শন করতে পারবেন।এদিকে, কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের আরেকটি দল বৃহস্পতিবার সকালে পান্থ চক যাত্রা বেস ক্যাম্প থেকে বালতাল এবং পহেলগাঁও রুটের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে।

আডবাণীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল, পর্যবেক্ষণে রয়েছেন চিকিৎসকদের

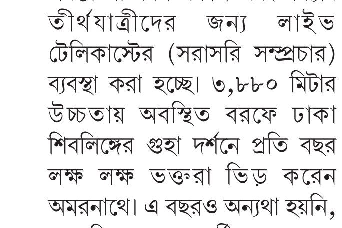

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই ঃপ্রবীণ বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আডবাণীকে এক সপ্তাহের ব্যবধানে ফের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বুধবার রাতে নতুন দিল্লির একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করানো হয়। বর্তমানে স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন তিনি। তাঁর শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর।উল্লেখ্য, গত ২৬ জুন বার্ধক্যজনিত সমস্যার কারণে ৯৬ বছর বয়সী এই নেতাকে এইমসে ভর্তি করা হয়। পরের দিনই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান তিনি। অল্প দিনের ব্যবধানে ফের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে লালকৃষ্ণ আডবাণীকে। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় তিনি ভুগছেন বলে জানা গিয়েছে।

ভ্রমের রাজনীতিকে হারিয়ে ভরসার রাজনীতিতে আস্থা রেখেছেন মানুষঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই ঃদেশের মানুষ ভ্রমের রাজনীতিকে পরাজিত করেছেন। আস্থা রেখেছেন ভরসার রাজনীতিতে। বুধবার রাজ্যসভায় এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এই লোকসভা ভোটের পরে দেশের মানুষের বিচারবুদ্ধির প্রতি আমার বিশ্বাস বেড়ে গিয়েছে। তাঁদের নিয়ে আমার গর্ব বেড়ে গিয়েছে। কারণ জনগণ 'প্রোপাগান্ডা'র রাজনীতিকে পরাস্ত করে দিয়েছেন। 'পারপরম্যান্সকে গুরুত্ব দিয়েছেন।'' প্রধানমন্ত্রী মোদী ঐদিন রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের ওপর ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, বিরোধী দলের এক নেতা একবার বলেছিলেন আমাদের এক দশকের সরকার। আমি বলব উনি চরম সত্য কথা বলেছেন। আমাদের সরকার এক দশক পূর্ণ হয়েছে। তবে এখনও দু'দশক বাকি আছে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, সংবিধান আমাদের জন্য কোনও আর্টিকেলের সমষ্টি নয়। যে কোনও সরকারের জন্য সংবিধান লাইট হাউসের কাজ করে যে লাইট হাউস সমুদ্রে দিশা দেখায়। সংবিধান আমাদের মার্গদর্শন অর্থাৎ পথ প্রদর্শন করে।''''

প্রশাসনিক বৈঠক থেকেই পুজো-প্রস্তুতির খোঁজ নেওয়ার নির্দেশ মমতার

কলকাতা, ৪ জুলাইঃপুজো আসতে এখনও বাকি কয়েকমাস। তবে এখন থেকেই পুজোর আগাম প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি গত বৃহস্পতিবার প্রশাসনিক বৈঠক ডেকেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পর্যটন সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী। তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, এবার পুজোয় কে কী করছে খোঁজ নাও। পরে যেন স্ট্যাম্পেডের মতো পরিস্থিতি না হয়। মাথায় রেখো, এবারও বাইরে থেকে প্রচুর লোক আসবে।বিগত কয়েকবছর ধরেই দুর্গাপুজোয় একাধিক মণ্ডপে থিমের টানে ব্যাপক ভিড় হয়েছে। দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর কালচারাল হেরিটেজ সম্মান পেয়েছে। তারপর থেকেই পুজোয় বিদেশিদের আনাগোনা বেড়েছে। ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, তাঁদের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তারজন্য অন্তত সাড়ে ৩ মাস আগে থেকেই পর্যটন সচিবকে তৎপর হওয়ার নির্দেশ দিলেন মমতা।

জিকা ভাইরাস নিয়ে রাজ্যগুলিকে সতর্ক করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই ঃ জিকা ভাইরাস নিয়ে রাজ্যগুলিকে সতর্ক করল কেন্দ্র। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সমস্ত হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। মহারাষ্ট্রে এই ভাইরাসের হদিস মেলার পর থেকেই এনিয়ে সতর্ক করা হয়েছে। বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলারা যাতে এই জিকা ভাইরাসে আক্রান্ত না হন, তার নিয়মিত খেয়াল রাখার কথা বলা হয়েছে।২০১৬ সালে প্রথম গুজরাটে এই জিকা ভাইরাসের সন্ধান মেলে। এরপর দেশের একাধিক রাজ্যে এই ধরনের ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। তার মধ্যে অন্যতম হল কেরল, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, দিল্লি ও মধ্যপ্রদেশ। ২ জুলাই পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে সব মিলিয়ে আটজন জিকা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সন্ধান মেলে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, যাতে এডিশ মশার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তার সমস্ত ব্যবস্থাকে পাকা করে রাখতে হবে। সমস্ত আবাসিক এলাকা, কর্মস্থল, স্কুল, নির্মীয়মাণ বাড়ি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিতে যাতে মশার বাড়বাড়ন্ত না হয় সেটা দেখার ব্যাপারে বলা হয়েছে।সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, মহারাষ্ট্রে এই জিকা ভাইরাসের হদিস মিলেছে। এই জিকা ভাইরাস গর্ভবতী মায়ের পেটের ভেতরে থাকা ভ্রূণকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে সেক্ষেত্রে সমস্ত রাজ্যকে এনিয়ে সতর্ক থাকার জন্য বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে গর্ভবতী মহিলাদের দিকে বাড়তি নজর রাখার জন্য বলা হয়েছে। এলাকাগুলিকে মশামুক্ত রাখার ব্যাপারেও বলা হয়েছে। তবে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জিকাতে আক্রান্ত হলেও তার লক্ষণ শরীরে বিশেষ দেখা যায় না।নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, জিকা মূলত এডিশ মশার মাধ্যমে ছড়ায়। এটা অনেকটা ডেঙ্গি ও চিকুগুনিয়ার মতো। তবে এই রোগ থেকে সেভাবে মৃত্যুর সম্ভাবনা কম। তবে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি হতে পারে। গর্ভস্থ শিশুর মাথার আকৃতি কমে যায়। এটা একটা বড় উদ্বেগের বিষয়।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল উধমপুরের লাইফলাইন, নতুন বিরমাহ সেতুর কাজ চলছে পুরোদমে

উধমপুর, ৪ জুলাই ঃপ্রায় ৪ বছর আগের কথা, ২০২০ সালে ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল উধমপুরের লাইফলাইন হিসেবে পরিচিত বিরমাহ সেতু। গুরুত্বপূর্ণ এই সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সমস্যায় পড়েছিলেন ওই অঞ্চলের মানুষজন। অবশেষে উধমপুরের লাইফলাইন

নতুন বিরমাহ সেতুর নির্মাণকাজ

চলছে জোরকদমে। ২০২০ সালে ভারী বৃষ্টি ও আকস্মিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বিরমাহ সেতু, অবশেষে নতুন বিরমাহ সেতুর নির্মাণকাজ চলছে পুরোদমে। বৃহস্পতিবার উধমপুরের ডেপুটি কমিশনার সালোনি রাই বলেছেন, বিরমাহ সেতু, যা ২০২০ সালে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তা নতুন করে নির্মাণের অনুমোদন মিলেছে। বর্তমানে কাজ চলছে পুরোদমে। এই প্রকল্পের জন্য আনুমানিক ১৫ কোটি টাকা খরচ হবে। আমরা আশা করছি এই বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে যাবে।

বেঙ্গালুরু এফসি প্লেয়ার এবং ভারত সরকার সান কিং এর সর্বশেষ সোলার সলিউশন প্রবর্তন করেছে

বেঙ্গালুরু, ৪ জুলাইঃ বাড়ি, ব্যবসা এবং প্রতিষ্ঠানে চব্বিশ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সক্ষম, পাওয়ারহাব ৩৩০০ এবং পাওয়ারপ্লে প্রো হল এমন মানুষদের জন্য সোলার সলিউশন্স যাদের বিদ্যুতের অ্যাক্সেস কম বা নেইএকটি যুগান্তকারী ইভেন্টে, কিংবদন্তি ফুটবল খেলোয়াড়, সুনীল ছেত্রী, শ্রেয়স কেতকার এবং বিনীত সঞ্জয় সহ বেঙ্গালুরু এফসি'র খেলোয়াড়রা, সান কিং-এর উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার সিস্টেমের নতুন পরিসরঃপাওয়ারহাব এবং পাওয়ারপ্লে সিরিজ উন্মোচন করেছেন।পাওয়ারহাব রেঞ্জের প্রথম, পাওয়ারহাব ৩৩০০, প্রায়শই অবিশ্বস্ত বৈদ্যুতিক গ্রিডের জন্য একটি ব্যাপক প্রতিস্থাপন হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে। পাওয়ারপ্লে প্রো, পাওয়ারপ্লে সিরিজে সান কিং-এর পোর্টেবল সোলার ইনভার্টারের মধ্যে প্রথম। এটি যারা চলাফেরা করছেন বা বাড়িতে ব্যাকআপ পাওয়ার সাপ্লাই খুঁজছেন তাদের জন্য আদর্শ।গত সেপ্টেম্বরে গ্রীন এনার্জি কোম্পানি সান কিং এবং বেঙ্গালুরু এফসির মধ্যে একটি অংশীদারিত্বের সূচনা হয়েছিল। ফুটবল ক্লাবের অফিসিয়াল লাইটিং পার্টনার হিসাবে, সান কিং বেঙ্গালুরু এফসি-র ফ্যানবেসকে বিভিন্ন শক্তি-দক্ষ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, যেমন বাল্ব, টর্চ, সোলার প্রোডাক্টস এবং অন্যান্য

বৈদ্যুতিক প্রোডাক্টসের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।সম্প্রতি রিটায়ারমেন্ট নিয়েছেন ভারতীয় ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন সুনীল ছেত্রীর সাথে, ইভেন্টে, সংগৃহীত দর্শকরা শুনেছিল যে কীভাবে সান কিং পাওারহাব ৩৩০০ এবং পাওয়ারপ্লে প্রো সোলার সিস্টেম বাড়ি এবং ব্যবসাগুলিকে বিদ্যুৎ দিতে পারে। ভারতীয় গ্রাহকরা সরাসরি সান কিং এর ডিস্ট্রিবিউশন পার্টনারদের কাছ থেকে এই প্রোডাক্টসগুলি কিনতে পারেন। তাদের প্রতিষ্ঠার পর থেকে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে, ২০০৯ সালে সান কিং এবং ২০১৩ সালে বেঙ্গালুরু এফসি যথাক্রমে সাস্টেনেবাল এনার্জি এবং ফুটবলে পরিবারের নাম হয়ে উঠেছে, বলেছেন সান কিং-এর সাউথ এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার জেনারেল ম্যানেজার, সাহিল খান্না। সান কিং-এর নতুন স্টার প্লেয়ার, দ্য পাওয়ারহাব ৩৩০০ এবং পাওয়ারপ্লে প্রো ভারতীয় বাড়ি এবং ব্যবসার জন্য সার্বক্ষণিক পাওয়ার ব্যাকআপ প্রদান করে। তারা সত্যিই আমাদের জন্য শক্তি, মৌলিকতা এবং রূপান্তরমূলক প্রভাবের আলোকবর্তিকা।পাওয়ারহাব কি ভাবে কাজ করে ?পাওয়ারহাব ৩৩০০ সোলার এনার্জি ব্যবহার করে এবং, যদি পাওয়া যায়, তাহলে বৈদ্যুতিক গ্রিডের সমতুল্য ৩৩০০ ওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুত জাকি গ্রিডের বাড়ি এবং ব্যবসার সরবরাহ করে। এই দ্বৈত কার্যকারিতা আবহাওয়া, দিনের সময়, বা গ্রিড স্থায়িত্ব নির্বিশেষে অবিচ্ছিন্ন অপারেশনের অনুমতি দেয়।লাইট, রেফ্রিজারেটর, এবং টেলিভিশন থেকে শুরু করে কম্পিউটার, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম এবং হালকা যন্ত্রপাতি, পাওয়ারহাব ৩৩০০ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিগুলিকে পাওয়ার দিতে পারে, সব সময় পাওয়ার সরবরাহ করে এবং রাতে বা বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময় পাঁচ ঘন্টা পর্যন্ত ব্যাকআপ পাওয়ার দিতে পারে। এর ব্যাটারির আনুমানিক ১০-বছরের জীবনকাল রয়েছে এবং পুরো সিস্টেমে তিন বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে।পাওয়ারপ্লে প্রো হল একটি কমপ্যাক্ট এবং পরিবহনযোগ্য সোলার এবং পাওয়ার সঞ্চয় করার সিস্টেম যা প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিকে শক্তি দিতে পারে। কর্মদক্ষতা, সামর্থ্য এবং সুবিধার এক অনন্য সমন্বয় অফার করে, পাওয়ারপ্লে গ্রাহকদের এসি অ্যাপ্লায়েন্সকে চলতে সাহায্য করে এবং নির্ভরযোগ্য বাড়ি বা ব্যবসায়িক ব্যাকআপ পাওয়ার সরবরাহ করে।২০০৭ সালে লঞ্চ হওয়ার পর থেকে, সান কিং বিশ্বব্যাপী শীর্ষস্থানীয় অফ-গ্রিড সোলার এবং পাওয়ার দক্ষ গ্লক্ক্ব লাইট কোম্পানি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, যা এখন পর্যন্ত ২০ মিলিয়নেরও বেশি বাড়িকে বিদ্যু দিচ্ছে। এটি অফ- এবং দুর্বল-গ্রিড পরিবেশের জন্য প্রকৌশলী অত্যাধুনিক পণ্যগুলি বিকাশে দক্ষতা অর্জন করে। সান কিং-এর প্রোডাক্টগুলি ৩০০ জন অংশীদারের একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গ্রাহকদের বাড়িতে পৌছায়ে ।

বিশ্ব মানের কবি লেখক সনেট শিল্পী উমাকিরণ শংকর ইতালিতে যাবার যোগ্য হয়েও তারপর...

নিজস্ব সংবাদদাতা,৪জুলাই ঃ এক একটা জীবনী আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য লাগে। বলা ভালো মহাপুরুষের মতো। অবস্থা সম্পন্ন পরিবারে জন্মেও পারিবারিক নানা কারণে সমস্যায় বিপন্ন হয় আজকের বিখ্যাত কবি উপন্যাসিক উমাকিরণ শংকরের জীবন। এগারো মাস বয়সে পিতৃহারা, তারপর মা তাঁর এক বছরের শিশুপুত্রকে নিয়ে লোকের বাড়িতে কাজে নিযুক্ত হন জীবন বাঁচানোর জন্য। শিশুর বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন মা তাকে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় কিনে দিয়েছিলেন পাঁচ আনা পয়সা দিয়ে। সেই পাঁচ আনা সেই অসহায় মা আয় করেছিলেন লোকের বাড়িতে কাঁথা কেচে। এরপর সেই মা দুরারোগ্য রোগে মারা যান সাড়ে পাঁচ বছরের শিশুপুত্রকে ফেলে। তারপর অনাথ শিশুটি লোকের বাড়িতে বারমেসে হয়ে কাজ করতো। এইভাবে জীবন শুরু। ছেলেটির বয়স যখন মাত্র সাত বছরের মতো, তখন একবার গোয়াল থেকে গরু বের করতে দেরি হবার জন্য মালিক রাগে ভাঙা ইটের টুকরো ছুঁড়ে দেয় শিশুটির দিকে। শিশুটি আচমকা মাথা সরাতে তখন সেই ইট ধাক্কা দেয় পিছনের দরজায়। ছোঁড়া ইটের গতি এত দ্রুত ছিল যে সেই দরজা ফেটে গিয়েছিল সামান্য। তাহলে সেটা শিশুটির মাথায় লাগলে আজকের এই উমাকিরণ শংকরকে পেতাম না। কী হতো ভাবুন সেই দৃশ্যটা। মালিক রাগে শিশুর বই নিয়ে গোবর জমা গর্তে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তবুও এইভাবে বড় হয়ে ওঠা। নানা লোকের দেওয়া ছেঁড়া পোষাক পরে স্কুল কলেজে পড়াশুনা করতে হয়েছে। পরে দুধ ও খবরের কাগজ পায়ে হেঁটে বাড়ি-বাড়ি বিক্রি করে অর্থ আয় করে পড়াশুনা ও পেট চালানো। পলিটেকনিকে ভর্তি হয়েও কাকার মৃত্যুর পরে মানসিক বিপন্নতায় পড়াশুনা বন্ধ করেন। ফুটবল খেলোয়াড় হবার স্বপ্ন নিয়ে দুরন্ত খেলতেন। ছাত্র জীবনে কলকাতার আই-এফ-এ থার্ড ডিভিশন ও দক্ষিন চব্বিশ পরগনার বারুইপুর এসোসিয়েশনে ফার্স্ট ডিভিশনে খেলতেন। পারিবারিক বিপন্নতায় সেই স্বপ্ন পূর্ণ রূপ পায়নি। তবে খেলোয়াড় হবার স্বপ্ন পূর্ণতা পেল লেখায়। তারপর বিভিন্ন কাজ ও বিপন্নতা অতিক্রম করে হলেন লেখক। একজন গীতিকার, কবি, সনেট লেখক, উপন্যাসিক। এই অবধি বাংলা ও হিন্দিতে চৌদ্দটি গান বেরিয়েছে। দুটি ভাষাতে সঙ্গীত লেখেন। অনেকগুলি গ্রন্থ বেরিয়েছে। বিস্ময়কর হাতের কাজ প্রথম প্রকাশ পেলো তৃতীয় পান্ডব কাব্যগ্রন্থ থেকে। কলকাতা বইমেলা উপলক্ষে এটি গ্রন্থরশ্মি প্রকাশনী থেকে বেরোয় ২০০৫ সালে। বিরাশি পৃষ্ঠা। পরেপরে অক্ষরবৃত্ত ৩৬ মাত্রার ৫৬টি সনেট। চৌষট্টি পৃষ্ঠা। সমীক্ষা প্রকাশন থেকে। এটি দুর্গাপূজা ২০১২, অক্টোবর মাসে বেরোয়। উপন্যাস জল তরঙ্গ, প্রথম খন্ড, নভেম্বর ২০১৪ সালে সমীক্ষা প্রকাশন থেকে। একশত সাত পৃষ্ঠা। সম্ভবত পৃথিবীতে বাংলাদেশ নিয়ে প্রথম একক কাব্যগ্রন্থ আটাত্তর পৃষ্ঠা বই সোনার বাংলা, ২০১৮ সালে বেরোয় Book Bengal Publisher থেকে। প্রথমের কয়েকটি বই উমা শংকর নামে বেরুলেও পরে উমাকিরণ শংকর নামে বইগুলি বেরুতে থাকে। আরো অনেক গ্রন্থ রয়েছে ও নতুন বইগুলি পরপর প্রকাশিত হচ্ছে। একবছর হল, বুক বেঙ্গল পাবলিশার থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে প্রকাশকের চাহিদা মত একটি উপন্যাস লিখছেন। সাধক-সাধিকাদের নিয়ে একটি দুরন্ত প্রেমের উপন্যাস, মর্মস্পর্শী প্রেম সহ জটিল জীবন বোধের উপন্যাস। উমাকিরণ শংকর সনেটে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন, সেই কাহিনী অনেক বড়। ইতালিতে সনেট এর আবিস্কার হয়েছিল প্রায় আটশত বছর আগে। চৌদ্দ লাইনের চৌদ্দ মাত্রার পংক্তি মানে কিন্তু সনেট নয়। সনেটে চৌদ্দ পংক্তি অনিবার্য ঠিকই, এবং প্রতি পংক্তিতে সম মাত্রার অক্ষর থাকবে বা চাপ (Stress) থাকবে, কিন্তু সেটা সনেটে প্রাথমিক শর্ত। সনেটের মূল সত্য আরো অনেক নিয়মে ধরা। এটা অনেকে জানেন না। উমাকিরণ শংকরের সনেট বিশ্বের সেরা সনেটের দলে পড়ে বলে সমালোচকদের মতামত। আরো অনেক সনেট লিখেছেন। বুক বেঙ্গল পাবলিশার সহ কোনো-কোনো প্রকাশনী নতুন করে এই কবির সাথে চুক্তি করতে চাইছেন আগের প্রকাশিত বই ও নতুন লেখা বইগুলি নিয়ে। এবং, এই কবির সনেটগুচ্ছ ইতালিতে পেলে আজকে উনি ইতালির নাগরিক হতেন হয় তো। নানা রকম পরিস্থিতির বিপন্নতা তাঁর অনেক সফলতাকে পিছিয়ে দিয়েছে। আমেরিকায় লাইভ শো হয়েছিল একটি গান, সেতু বন্ধন লাইভ শো-তে, ২০২১ সালে। সেটি প্রশংসিত হয়। সুর ও কন্ঠ তন্ময় চ্যাটার্জি। আমরা বুঝতে পারছি, উমাকিরণ শংকরের সনেট সমগ্র বেরুচ্ছে, যেটি বিশ্বের গবেষণায় আসতে চলেছে। নানা চাপ ও অসহায় সৃষ্টিকারি লোকেরা তাঁকে এমন অবস্থায় বছর-বছর ফেলেছিল যে ২০২০ ও ২০২১ সালে প্রায় সময় রাস্তায় সরকারি ৫ টাকার ডিম ভাত খেতেন। বাংলাদেশ এর উপরে কবিতার বই সোনার বাংলা আনন্দ পাবলিশর্স প্রাইভেট লিমিটেড এর অনেক পত্রিকার মধ্যে একটি পত্রিকা বইয়ের দেশ পত্রিকাতে খুব প্রশংসিত হয়েছিল। যদিওবা সেই সমালোচনা কবিকে এত গভীরে রোমাঞ্চিত করে যে সেই বইকে তিনি ২য় মূদ্রনে পরিমার্জিত ও অনেক অদলবদল করে নতুন আকার দিচ্ছেন। যেটা আরো বহুগুণ চমৎপ্রদ হচ্ছে। এই লেখকের দিকে সরকারি দৃষ্টি প্রার্থণা করি।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনতে নিরন্তর কাজ করছে কেন্দ্রীয় সরকারঃরাষ্ট্রপতি

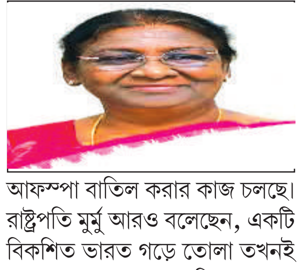

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাইঃ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনতে নিরন্তর কাজ করছে কেন্দ্রীয় সরকার। জোর দিয়ে বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বৃহস্পতিবার সংসদের উভয়কক্ষের যৌথ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য আমার সরকার গত ১০ বছরে (বাজেট) বরাদ্দ ৪ গুণ বাড়িয়েছে। সরকার অ্যাক্ট ইস্ট নীতির অধীনে এই অঞ্চলটিকে কৌশলগত প্রবেশদ্বার করার জন্য কাজ করছে। উত্তর-পূর্বে সব ধরনের যোগাযোগ বিস্তৃত করা হচ্ছে।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আরও বলেছেন, আমার সরকার উত্তর-পূর্বে শান্তি আনতে অবিরাম কাজ করছে। গত ১০ বছরে, বেশ কয়েকটি পুরানো সমস্যা সমাধান করা হয়েছে, বেশ কয়েকটি চুক্তি করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে আফস্পা বাতিল করার কাজ চলছে। রাষ্ট্রপতি মুর্মু আরও বলেছেন, একটি বিকশিত ভারত গড়ে তোলা তখনই সম্ভব, যখন দেশের দরিদ্র, যুবক, মহিলা এবং কৃষকদের ক্ষমতায়ন করা হবে। তাই আমার সরকার তাঁদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য তাঁদের প্রতিটি সরকারি প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করা। ভারত এই ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে কাজ করছে যে সরকারি প্রকল্প থেকে একজনকেও বাদ দেওয়া উচিত নয়, কারণ গত ১০ বছরে ২৫ কোটি ভারতীয় দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

হাথরাসের ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ যোগীর, বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ

হাথরাস, ৪ জুলাই ঃ উত্তর প্রদেশের হাথরাস ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণহানির ঘটনায় বিচার বিভাগী? তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। পাশাপাশি এই ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করার জন্য বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, আমরা এডিজি আগ্রার নেতৃত্বে একটি এসআইটি গঠন করেছি। সেটি একটি প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দিয়েছে। তাঁদের বিষয়টি গভীরভাবে তদন্ত করতে বলা হয়েছে। বেশ কয়েকটি দিক রয়েছে যা তদন্ত করা দরকার...রাজ্য সরকার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যার নেতৃত্বে হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি থাকবেন। প্রশাসন ও পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও এতে অংশ নেবেন।মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, কিছু লোকের এই ধরনের দুঃখজনক এবং বেদনাদায়ক ঘটনাকে রাজনীতি করার প্রবণতা রয়েছে। দেখা গেছে, বিগত দিনগুলোতে সমাবেশের সময় কে কোথায় ছিল এবং এর পেছনে কারা ছিল, এটা আমাদের জানা দরকার যারা নিরপরাধ মানুষের জীবন নিয়ে খেলছে তাদের জবাবদিহি করতে হবে। যোগী বলেছেন, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারও আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে। প্রত্যেক মৃতের পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে এবং যারা সামান্য আহত হয়েছেন তাদের ১ লাখ টাকা দেওয়া হবে।

অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি রাজ্যসভার অধিবেশন, ধনখড়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই ঃঅনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি হয়ে গেল সংসদ উচ্চকক্ষ রাজ্যসভার অধিবেশন। গত বুধবার রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের ওপর ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার পর অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি হয়ে গিয়েছে সংসদ উচ্চকক্ষ রাজ্যসভার অধিবেশন। এর আগে গত মঙ্গলবারই লোকসভার অধিবেশনও অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি হয়ে যায়।এদিন রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যাওয়ার পর উপ-রাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা ও অন্যান্য এনডিএ নেতারা।

উত্তর-পূর্ব ভারতে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, দেশের অন্যত্রও চলবে বর্ষণ

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই ঃ উত্তর-পূর্ব ভারতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করলো ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। এই বৃষ্টি চলবে আগামী রবিবার পর্যন্ত। আইএমডি জানিয়েছে, আগামী ৪-৫ দিন উত্তর-পূর্ব ভারতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। অরুণাচল প্রদেশ, অসম ও মেঘালয়ে বিক্ষিপ্তভাবে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।আইএমডি আরও জানিয়েছে, আগামী পাঁচ দিন কেরল, লাক্ষাদ্বীপ, উপকূলীয় কর্ণাটক, গোয়া, গুজরাট, মধ্য মহারাষ্ট্র, উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ, অভ্যন্তরীণ কর্ণাটক, তামিলনাড়ু এবং তেলেঙ্গানাতেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে। আইএমডি পূর্বাভাসে জানিয়েছে, আগামী রবিবার পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, হিমাচল প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ এবং হরিয়ানায়তও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

অন্যদিকে উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য ভারতে আগামী চার দিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। জম্মু-কাশ্মীর, লাদাখ, হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব এবং পূর্ব রাজস্থানে এই সপ্তাহভর ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, উত্তর প্রদেশেও এই সপ্তাহে ভারী এবং উত্তরাখণ্ড, অসম ও মেঘালয়ে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে মৌসম ভবন। এদিকে, রাজধানী দিল্লির বিভিন্ন জায়গায় বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া থেকে কিছুটা স্বস্তি মিলেছে।

আস্তানায় ওয়াং ইয়ের সঙ্গে বৈঠক জয়শঙ্করের, সীমান্ত-সহ নানা বিষয়ে হয়েছে আলোচনা

আস্তানা ও নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই ঃ কাজাখস্তানের আস্তানায় শাংহাই সহযোগিতা সংগঠন (এসসিও)-এর শিখর সম্মেলনের ফাঁকে চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ইয়ের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। উভয়ের মধ্যে সীমান্ত-সহ নানা বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয়েছে। বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকালে আস্তানায় সিপিসি পলিটব্যুরোর সদস্য এবং বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি।জয়শঙ্কর আরও জানিয়েছেন, সীমান্ত এলাকায় অবশিষ্ট সমস্যার দ্রুত সমাধান নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই লক্ষ্যে কূটনৈতিক ও সামরিক চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচেষ্টা দ্বিগুণ করতে সম্মত হয়েছে। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখাকে সম্মান করা এবং সীমান্ত এলাকায় শান্তি নিশ্চিত করা অপরিহার্য। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, পারস্পরিক সংবেদনশীলতা এবং পারস্পরিক স্বার্থ- এই তিনটি পারস্পরিক সম্পর্ক আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে পরিচালিত করবে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১৯ আষাঢ় ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার, ইংরেজীঃ৪ জুলাই ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৫, সৌরঃ২০ আষাঢ়, চান্দ্রঃ ২৮ বামন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২০ আষাঢ় ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৩ আষাঢ় ১৯৪৬, মৈতৈঃ২৮ ইঙা, আসামঃ১৯ আহার, মুসলিমঃ২৭-জ্বিলহজ্জ-১৪৪৫ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৪ঃ৫৯ঃ৩৩ এবং অস্তঃবিকাল ০৬ঃ২২ঃ২৮।চন্দ্র উদয়ঃশেষ রাত্রি ০৩ঃ৫৫ঃ১২(৪) এবং অস্তঃবিকাল ০৬ঃ১১ঃ ০২(৫)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃচতুর্দশী (রিক্তা) সকাল ঘ ০৪ঃ২৪ঃ৩৬ দং ৫৮৩১৩০ পর্যন্তনক্ষত্রঃ মৃগশিরা সকাল ঘ ০৪ঃ০৮ঃ০২ দং ৫৭৫০৫ পর্যন্ত পরে আর্দ্রা করণঃবিষ্টি বিকাল ঘ ০৪ঃ৫৩ঃ৪৪ দং ২৯৪৫১৫ পর্যন্ত পরে শকুনিযোগঃবৃদ্ধিঅমৃতযোগঃদিন ০৩ঃ৪১ঃ৫৯ থেকে - ০৬ঃ২২ঃ ৩৪ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ০৫ঃ ০২ থেকে - ০৯ঃ১২ঃ২৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০২ঃ২০ থেকে - ০২ঃ০৯ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ ৩৪ঃ৪২ থেকে - ০৪ঃ৫৯ঃ৩৮ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগঃদিন ০৪ঃ৫৯ঃ ৩৮ থেকে - ০৫ঃ৫৩ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ২৭ঃ১৭ থেকে - ১১ঃ১৪ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ০৯ঃ২৭ঃ১৭ থেকে - ১০ঃ ২০ঃ৪৮ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৯ঃ ১২ঃ২৭ থেকে - ০৯ঃ৫৪ঃ৫৫ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০৩ঃ০১ঃ ৫০ থেকে - ০৪ঃ৪২ঃ১২ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০৪ঃ৪২ঃ১২ থেকে - ০৬ঃ২২ঃ৩৪ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ ১১ঃ৪১ঃ০৬ থেকে - ০১ঃ০০ঃ ৪৪ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ২১৮৪৪৩৬ (৬) ৪ পদচন্দ্রঃ২৫৪১৪০ (৫) ৪ পদ মঙ্গলঃ০২১৫৩৩৮ (২) ৩ পদবুধঃ৩৭৫৫২২ (৮) ২ পদবৃহস্পতিঃ১১৫২৭৪ (৪) ২ পদশুক্রঃ২২৭২৯২৫ (৭) ৩ পদ শনিঃ১০২২২৮২২ (২৫) ১ পদরাহুঃ১১১৯৭২৪ (২৭) ১

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে, আবার কোনও কোনও জেলায় বৃষ্টির সতর্কতা নেই। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৯.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৪.০৩ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯৮শতকরা এবং ৯২শতকরা। জোয়ার- সকাল ৮টা ৪৯ মিনিট এবং রাত৮টা ৪৪মিনিট হবে। ভাটা- সকাল -৮টা ২০মিনিট। রাতে ৮টায়। সূর্য উদয় ৪ টে ৫৬ মিনটি এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ২০১ মিনিটে ।

রাশিফল

মেষরাশিঃ বিভিন্ন সূত্র থেকে অর্থাগম হতে পারে। অবিবাহিতদের বিবাহের পক্ষে সপ্তাহটি শুভ। সঙ্গীতশিল্পী, নৃত্যশিল্পী ও খেলোয়াড়রা তাঁদের কাজের সাফল্য দেখতে পাবেন।।

বৃষ রাশিঃ প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখুন। সন্তানের বিবাহ নিয়ে পরিবারে অশান্তি।।

মিথুন ঃ অর্থকষ্ট আসতে পারে। বাবার শরীর সামান্য খারাপ হলেও দুশ্চিন্তার ব্যবসায়ীদের বিগত সপ্তাহগুলির তুলনায় এই সপ্তাহে অর্থ উপার্জন ভালোই হবে।

কর্কট রাশি ঃ কর্মে ও ব্যবসায় বাধার মধ্যে অগ্রগতি। ব্যবসায়ীদের এই সময় বাড়তি চাপ থাকলেও পুরনো টাকা আদায়ের ফলে ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি। সম্পত্তি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমার ফল আপনার অনুকূলে আসতে পারে। ।

সিংহ রাশি ঃ জীবনে যে কোনও কঠিন পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করুন। সন্তানদের হাতে অতিরিক্ত অর্থ দেবেন না।

কন্যা রাশি ঃ নববিবাহিত দম্পতিরা বৈবাহিক জীবনে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। সন্তানদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে সাফল্য পাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

তুলারাশি ঃ স্ত্রীর স্বাস্থ্য এই সময় খুব একটা ভালো যাবে না। সন্তানের বদমেজাজি স্বভাবের জন্য সংসারে অশান্তি।

বৃশ্চিক রাশি ঃ স্ত্রীর স্বাস্থ্য এই সময় খুব একটা ভালো যাবে না।

ধনু রাশি ঃ রাজনীতিবিদরা সাংগঠনিক কাজে সুফল পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা নতুন বিনিয়োগের কথা বিবেচনা করতে পারেন।।

মকর রাশিঃখেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত জাতক-জাতিকারা কঠিন পরিস্থিতির থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন।

কুম্ভ রাশি ঃ বয়ঃসন্ধি সন্তানের অতিরিক্ত বন্ধুবান্ধব আপনার সন্তানকে কুপথে চালিত করতে পারে।

মীন রাশিঃ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা দোকানে ন্যায্যমূল্যের ফসল বিক্রি করার চেষ্টা করুন। সন্তানের কর্মপ্রাপ্তির খবরে সকলে আনন্দে থাকবেন।

বাঘের মুখ থেকে জীবিত অবস্থায় ফিরে এলো সুন্দরবনের এক মৎস্যজীবি

ভর্তি কলকাতার পি জি হাসপাতালে, সরকারি সাহায্যে ও ক্ষতিপূরণের আবেদন এপিডিআর-এর

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ৪ জুলাইঃ সুন্দরবনে বাঘের কামড়ে আহত ও নিহতের ঘটনা লেগেই আছে। এবারে মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ফিরলো সুন্দরবনের এক মৎস্যজীবি। গত রবিবার সুন্দরবনের কুলতলি থানার গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক মৎস্যজীবি হরিপদ দাস তিনজন সঙ্গীকে সাথে নিয়ে সুন্দরবনের সূর্যমনির জঙ্গলে যায় মাছ কাঁকড়া ধরতে।বুধবার জঙ্গল থেকে ফেরার পথে সামনে থেকে আচমকা একটি বাঘ হরিপদর মুখের ওপর পড়ে তাকে গভীর জঙ্গলে নিয়ে যেতে চাইলে তাঁর সাথে থাকা সঙ্গীরা বাঘের সাথে লড়াই করে বাঘের মুখ থেকে হরিপদ দাস (৩৫)কে জীবিত অবস্থায়ই ফিরিয়ে আনে। বাঘটি আচমকা আক্রমনের ভয়ে মুখের খাবার ফেলে পালিয়ে যায়। আর এদিকে গুরুতর আহত হরিপদকে নিয়ে এসে প্রথমে জয়নগর কুলতলি গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে কলকাতার পি জি হাসপাতালের ট্রমা কেয়ারে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে চিকিৎসা চলছে তাঁর। বৃহস্পতিবার হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, তাঁর অবস্থা সংকট জনক।হরিপদর বাড়িতে মা,বাবা,স্ত্রী ও একটি দশ বছরের সন্তান আছে। একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ বছর জানুয়ারি থেকে এখনো পর্যন্ত সুন্দরবনে বাঘের আক্রমনে মৃত্যু ও আহতের সংখ্যা ৯ জন। এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের এবং আহত

হয়েছে তিনজন। আর সুন্দরবনের বাঘের আক্রমনে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থেকে দীর্ঘ দিন ধরে লড়াই করে চলেছে এপিডিআর নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন। আর সেই সংগঠনের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল বৃহস্পতিবার বলেন, সুন্দরবনে বাঘের সাথে লড়াই করে জীবন জীবিকা চালিয়ে যাচ্ছে সুন্দরবনের বহু গরীব মানুষ। বিকল্প কর্মসংস্থান না থাকায় আজ জীবন হাতে নিয়ে তাঁরা জঙ্গলে যাচ্ছে।আর ক্রমাগত ক্ষতির মুখে পড়ছে। হরিপদ বর্তমান অবস্থা সংকট জনক।আমি নিজে বুধবার রাতে হাসপাতালে ছিলাম। আমাদের সংগঠন ওদের পাশে আছে। আমাদের দাবি -১) চিকিৎসার সমস্ত দায়িত্ব বিনামূল্যে সরকারি ভাবে করতে হবে। ২) গুরুতর আহতদের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের জয়েন্ট সেক্রেটারির ২০১৮ সার্কুলার অনুযায়ী ২ লক্ষ টাকা ক্ষতি পূরন দিতে হবে। ৩) আহতদের সম্পূর্ন সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত সংসার চালানোর সমস্ত দায়িত্ব সরকারি কে নিতে হবে। না হলে এদের পাশে থেকে আমাদের আন্দোলন চলবে।

ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতার বার্তা দিতে ফুটবলার, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীদের পদযাত্রা

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া হুগলি , ৪ জুলাই ঃ বর্ষা এসে গিয়েছে, এবার ডেঙ্গু নিয়ে সমাজে সচেতনতার বার্তা দিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের নির্দেশে বৃহস্পতিবার সকালে হুগলির উত্তরপাড়া অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠ বালক বিভাগের প্রাথমিক বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা ডেঙ্গু সচেতনতা নিয়ে ব্যানার প্ল্যাকার্ড নিয়ে এলাকায় পদযাত্রা করলেন। এই পদযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার ও মোহনবাগানের প্রাক্তন ফুটবলার সুদীপ চক্রবর্তী (ঝুমান দা) স্কুল সভাপতি তথা এলাকার কাউন্সিলর পুরসভার সিআইসি উৎপলাদিত্য ব্যানার্জি পিন্টু দা সহ অন্যান্যরা। এই পদযাত্রায় স্কুলের ছোট ছোট ছাত্র-ছাত্রীরা সামিল হয়েছিল সঙ্গে ছিল ডেঙ্গু সচেতনতার ব্যানার প্ল্যাকার্ড। এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠ বালক বিভাগের প্রাথমিক সেকশনের প্রধান শিক্ষক সুশান্ত ভট্টাচার্য বললেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের নির্দেশে আমরা শিক্ষক শিক্ষিকারা ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ডেঙ্গু সচেতনতার বার্তা দিতে পদযাত্রায় সামিল হয়েছি। সাধারণ মানুষদের

উদ্দেশ্যে বলি যেটা ছোট ছোট ছাত্র-ছাত্রীরা বলতে চেয়েছে ডাবের খোলা প্লাস্টিকের পাত্র বা বালতিতে বা কোন পাত্রে জল জমিয়ে রাখবেন না এতে ডেঙ্গুর লার্ভা জন্ম হয় সেইসব বার্তা নিয়ে পদযাত্রা। আমাদের সঙ্গে আছেন স্কুল সভাপতি উৎপলাদিত্য ব্যানার্জি পিন্টু দা প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার সুদীপ চক্রবর্তী।

প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার সুদীপ চক্রবর্তী বললেন ডেঙ্গু সচেতনতা করতে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা ছোট ছোট ছাত্র-ছাত্রীরা পদযাত্রায় বেরিয়েছেন আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আমি আনন্দ পেয়েছি। সবাইকে বলব ডেঙ্গু নিয়ে সচেতন হন সঙ্গে আছেন আমাদের কাউন্সিলর (পিন্টু দা) । এই পদযাত্রা নিয়ে স্কুল সভাপতি তথা পুরসভা সিআইসি উৎপলাদিত্য ব্যানার্জি বললেন সমাজে ডেঙ্গু সচেতনতার বার্তা দিতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীরা আজকের পদযাত্রায় শামিল হয়েছেন। একসময় চীনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সমাজে সচেতনতার বার্তা দিয়েছিল তাতে কাজ হয়েছিল। এখানেও এই ডেঙ্গু নিয়ে সমাজের সচেতনতার বার্তা দিয়ে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা পদযাত্রায় সামিল হয়েছে।

পুরসভা সব সময় পাশে আছে এই বিদ্যালয় সব সময় সমাজসেবামূলক কাজ করে। প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার সুদীপ চক্রবর্তী এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র।

জয়নগরে সোনার দোকানে লক্ষাধিক টাকার চুরির ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৪ জুলাই ঃ সোনার দোকানে চুরি ও ডাকাতির ঘটনা ইদানীং বেড়ে চলেছে। বজবজে দিনে দুপুরে সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনার পরে এবারে রাতের অন্ধকারে জয়নগরে সোনার দোকানে চুরির ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। গত সপ্তাহে জয়নগর থানার পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে জয়নগর রুপ অরুপ মঞ্চে এলাকার বিভিন্ন সোনার দোকানদার ও ব্যাংক কর্মীদের নিয়ে একটি সচেতনামূলক বৈঠক হয়। বারুইপুর এস ডি পি ওর তরফেও সোনার দোকানে চুরি ও ডাকাতি আটকাতে একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরা হয়। আর তাঁর পরে ও জয়নগরের মতন পৌরশহরে সোনার দোকানে চুরির ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, জয়নগর থানার অন্তর্গত জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের তিলিপাড়া বাজার এলাকায় সাহিল জুয়েলার্স নামে একটি সোনার দোকানে মঙ্গলবার গভীর রাতে বৃষ্টি চলাকালীন ভয়াবহ চুরির ঘটনা ঘটে। জানা যায়, দোকানের ছাদের দরজা ভেঙে দোকানে চুরি করতে ঢোকে একদল দূস্কৃতি। দোকানের কয়েক লক্ষ টাকার সোনা রুপার গহনা নগদ টাকা সহ কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক চুরি করে পালায় দূস্কৃতিরা। বুধবার বেলায় দোকানে এসে দোকান খুলে দোকানের মালিক গোলাম রুশুল মল্লিক দেখেন দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে জয়নগর থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ এসে সমস্ত কিছু খুটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করে তদন্তের কাজ শুরু করেছে বলে জানা গেল। এদিন এ ব্যাপারে ওই দোকানের মালিক গোলাম রুশুল মল্লিক বলেন, আমি আমার দোকানে প্রতিদিন রাতে থাকতাম। ছেলে অসুস্থ থাকায় মঙ্গলবার রাতে দোকানে না থেকে বাড়িতে ছিলাম। আর বুধবার বেলার দিকে দোকান খুলে দেখি আমার দোকানের সোকেস, ডয়ার থেকে সোনার ও রুপোর গহনা চুরি হয়ে গেছে। চুরি হয়ে গেছে নগদ সাত হাজার টাকা পর্যন্ত। আনুমানিক ৪-৫ লক্ষ টাকার জিনিস চুরি হয়েছে বলে আমার প্রাথমিক অনুমান। এছাড়া সিসিটিভির ফুটেজ নস্ট করার জন্য কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক চুরি করে নিয়ে গেছে তাঁরা। আমার দোকানের সিন্দুকটা ভাঙার চেষ্টা করে অবশ্য তাঁরা বিফল হয়েছে। সিন্দুকটা অক্ষত আছে। আমি এব্যাপারে জয়নগর থানায় অভিযোগ জানিয়েছি। আশাকরছি দ্রুত এই চুরির কিনারা করে দেবেন জয়নগর থানার তদন্ত কারী আধিকারিকগন।

ডোমজুড়ের সরস্বতী ব্রিজে দুটি বাসের সংঘর্ষ, আহত ১০

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ জুলাইঃ বৃহস্পতিবার সকালে হাওড়ার ডোমজুড়ের ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটে বাস দুর্ঘটনা। দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাসের পিছনে ধাক্কা মারে অন্য একটি বাস। ঘটনায় আহত হন ৮-১০ জন বাসযাত্রী। এদিন সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় ডোমজুড় গ্রামীণ হাসপাতালে। জানা গেছে, একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মীদের নিয়ে কোনা থেকে ধূলাগোড় যাচ্ছিল বাসটি। ধূলাগোড় ট্রাফিক গার্ড সূত্রে জানা গেছে, কমলপুর-বারাসাত রুটের বাসটি রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল। তার পিছনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে বেসরকারি সংস্থার বাসটি।

বাসের ৮-১০ জন যাত্রী আহত হন। সকাল ৮-৩০ মিনিট নাগাদ সরস্বতী ব্রিজে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ওই বাস দুর্ঘটনায় আহত এক মহিলা যাত্রীর স্বামী বলেন, গাড়ি চালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি প্রতিদিন বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালান। আমার স্ত্রী বাস দুর্ঘটনায় জখম হন। সেখানে আমাকে যেতে বলা হয়। যখন ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছে তখন দেখি সবাইকে হাসপাতালে নিয়ে চলে গেছে। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ ডোমজুড়ের সরস্বতী ব্রিজের উপরে ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে উলুবেড়িয়া হাসপাতালে যাই। সেখানে জানা যায় আহতদের ডোমজুড় গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

দক্ষিন বারাশতে এক গৃহস্থের বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি, এলাকার মানুষের আতঙ্কিত

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিন বারাশত, ৪ জুলাই ঃ জয়নগরে সোনার দোকানের চুরির ২৪ ঘন্টার মধ্যে দক্ষিন বারাশতের এক গৃহস্থের বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো জয়নগর থানা এলাকায়।জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাশতে এবার দুঃসাহসিক চুরি হয়ে গেল । বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে তান্ডব চালালো একদল দুস্কৃতী। চুরি করে নিয়ে যায় সোনার গহনা সহ মূল্যবান জিনিসপত্র।জয়নগর থানার অন্তর্গত হরিনারায়নপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ বারাশত রায়নগর গ্রামের বাসিন্দা রেনুকা মন্ডল। বয়স ৭৬ বছর,১৭ বছর আগে তিনি স্বামীকে হারিয়েছেন। একমাত্র ছেলে কর্মসূত্রে রাজ্যের বাইরে ব্যাঙ্গালোরে থাকেন। সপ্তাহ খানেক আগে তিনি বাড়িতে তালা চাবি লাগিয়ে মেয়ের বাড়িতে গিয়ে ছিলেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে বাড়িতে ফিরে দেখেন বাড়িতে ঢোকার মূল দরজা থেকে সমস্ত দরজা জানলা খোলা। অল্পক্ষণই তিনি বুঝতে পারেন কেউ বা কারা তাঁর বাড়িতে ঢুকেছিল।এরপর তিনি এক তলা ও দোতলার ঘরে ঢুকে দেখেন দুটি ঘরেরই আলমারির পাল্লা খোলা, তছনছ ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র।

দরকারি কাগজপত্র ফাইল ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। লুট হয়ে গেছে সোনা দানা থেকে শুরু করে টাকা পয়সা সব কিছুই।বাড়িতে এসেই জিনিসপত্র ওলটপালট দেখে নাতিকে ফোন করেন তিনি, খবর পেয়েই ছুটে আসেন রেনুকা দেবীর নাতি সৌম্যদীপ মন্ডল। দিদার কাছ থেকে সবকিছু শুনে তিনি সঙ্গে সঙ্গে জয়নগর থানার পুলিশ আধিকারিক দের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।আর খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে চলে আছে জয়নগর থানার পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান জানালার রড কেটে বাড়ির মধ্যে ঢোকে দুস্কৃতিরা।তারপরই দরজা খুলে জিনিস পত্র নিয়ে বেরিয়ে যায়।এদিনই বৃদ্ধার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তের কাজ শুরু করেছে জয়নগর থানার তদন্তকারি পুলিশ আধিকারিকরা।তবে জয়নগর থানা এলাকায় চুরির ঘটনা বেড়ে চলায় আতঙ্কিত এলাকার মানুষ।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে হাওড়া পুরসভা বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ জুলাইঃ হাওড়া পুরসভা ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে পুরসভা এলাকায় বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পরিকল্পনা করা হয়েছে শহরের ভ্যাট গুলি সাফাই করার জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অতিরিক্ত গাড়ি আনা হবে। যে গাড়ি গুলি ভ্যাট থেকে বা শহরের রাস্তা থেকে জঞ্জাল তুলতে যাবে । মূল রোডের ভ্যাট গুলো পরিস্কার করবে তারা। ক্লিনিংয়ের পর ভ্যাটের গেট যাতে বন্ধ থাকে তা দেখা হবে। যে ভ্যাট গুলোতে গেট নেই সেই ভ্যাট গুলোতে গেট বসানো হবে। ভ্যাট গুলোকে কালার ফুল করার জন্য সৌন্দর্যায়ন করা হবে। হাওড়া পুরসভার ১৪ নং ওয়ার্ডে ডোর টু ডোর কালেকশন শুরু হবে এই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে। ওয়ার্ড গুলি ভ্যাট ফ্রি ওয়ার্ড করা হবে। পুরসভার কনজারভেন্সি সিস্টেম ঢেলে সাজানো হবে। হাওড়া পুরসভার পক্ষ থেকে লিটল পিগ স্পেশাল দুটো গাড়ি কেনা হবে। হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্ত্তী এই প্রসঙ্গে বলেন, কিছু ক্ষেত্রে অনিয়মিত ক্লিনিংয়ের জন্য বিভিন্ন সময়ে ভ্যাট থেকে ময়লা বাইরের রাস্তায় চলে আসে। এই কারণে হাওড়া পুরসভার পক্ষ থেকে অতিরিক্ত গাড়ির ব্যবস্থা করা হবে। যে গাড়ি গুলি ভ্যাটে বা রাস্তার ধারে জঞ্জাল পড়ে থাকলে তা তুলতে তুলতে যাবে। গাড়ি গুলি ভর্তি হয়ে গেলে সেই জঞ্জাল বেলগাছিয়া ভাগাড়ে ফেলে আসবে। তারপর ফিরে এসে আবার সেই রুটে ঘুরবে এবং অন্য ভ্যাট গুলি থেকে জঞ্জাল তুলবে। তবে এই কাজের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় থাকবে না। তারা সব সময়েই ঘুরবে জঞ্জাল তোলার জন্য। এছাড়া জঞ্জাল তোলার জন্য আগে যে গাড়ি ব্যবহার করা হতো তারা যেমন কাজ করতো, তারা তেমনিই কাজ করবে। প্রথম ক্ষেত্রে বড় রাস্তাগুলিতে জঞ্জাল মুক্ত করার জন্য এই গাড়ি গুলি ব্যবহার করা হবে। আলোর কোনো ব্যবস্থা নেই বেলগাছিয়া ভাগাড়ে। ফলে বিকেলের পর ঐ ভাগাড়ে জঞ্জালের গাড়ি গুলি জঞ্জাল ফেলার জন্য যেতে পারে না। যে সব গাড়ি জঞ্জাল তুলে বেলগাছিয়া ভাগাড়ে তা ফেলতে যাবে সেই গাড়ি গুলি ভাগাড়ে পৌঁছেতে সন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে।

তাই আলোর সমস্যা সমাধানে বেলগাছিয়া ভাগাড়ে একটি হাই মাস্ক আলো লাগানো হবে। ভ্যাট পরিস্কারের পর ভ্যাটের গেট বন্ধ করে দিতে হবে। যে ভ্যাট গুলিতে গেট নেই বা ছাদ নেই সেই ভ্যাট গুলিতে গেট ও ছাদ তৈরি করে দেওয়া হবে। হাওড়া পুরসভার লক্ষ্য সমস্ত ভ্যাট গুলিতে ছাদ ও গেট থাকা। এর পাশাপাশি ভ্যাট গুলিকে সৌন্দর্য্যকরণ করা হবে।ভ্যাট গুলোর ঘরের দেওয়াল গুলিতে বিভিন্ন ছবি দিয়ে সুদৃশ্য করা হবে। শুধু তাই নয়,ভ্যাট পরিস্কারের জন্য ব্লিচিং পাউডার এবং সুগন্ধি তেল দিয়ে সেই জায়গায় স্প্রে করা হবে। হাওড়া পুরসভার মোট চোদ্দোটি ওয়ার্ডে ডোর টু ডোর জঞ্জাল কালেকশনের প্রসেস শুরু হবে।

এই বৎসরের সেপ্টেম্বরের পর থেকে এই কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে। লক্ষ্য হল হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ড গুলি ভ্যাট ফ্রি করা। ভ্যাট গুলোকে দ্রুত জঞ্জাল মুক্ত করার জন্য দুটো লিটল পিক গাড়ি আনা হয়েছে।

এই ধরণের গাড়ি দ্রুত ভ্যাট থেকে জঞ্জাল এবং নর্দমা থেকে আবর্জনা তুলে নিতে পারবে। অনেক সময় বহুতল আবাসন থেকে জঞ্জাল রাস্তায় ফেলা হয়। এছাড়াও হোটেলের বা কোনো অনুষ্ঠান বাড়ির খাবার ফেলে দেওয়া হয় ভ্যাটের সামনেই। সেই কারণে বহুতল আবাসনের মালিকদের সংগঠন, হোটেল মালিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসা হবে প্রয়োজনে বড় জিনিসের ব্যবস্থা করে জঞ্জাল ফেলতে হবে বলে হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্ত্তী জানালেন।

ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া নিয়ে অনিয়ম রুখতে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে রাজ্য সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুলাইঃ ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া নিয়ে অনিয়ম রুখতে রাজ্য সরকার কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে। এখন থেকে একমাত্র পরিবহন দফতরের নির্দিষ্ট পোর্টালে আবেদন জানিয়েই ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া যাবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের স্বীকৃত প্রায় সাড়ে পাঁচশ গাড়ি চালানোর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা ড্রাইভিং স্কুল-কে ওই পোর্টালে যুক্ত করা হচ্ছে। যদি কেউ নতুন গাড়ি চালানো শিখে লাইসেন্স পাওয়ার আবেদন করতে চান, তবে তাঁকে পরিবহণ দফতরের এই পোর্টালে গিয়ে নিজের নাম নথিভুক্ত করতে হবে। সঙ্গে জানাতে হবে তিনি কোন সংস্থা থেকে গাড়ি চালানো শিখছেন। তিনি কি ব্যক্তিগত কারণে না বাণিজ্যিক কারণে গাড়ি চালানো শিখেছেন আবেদনের সময় তাও উল্লেখ করতে হবে। সরকারের স্বীকৃত নয় এমন কোনও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে গাড়ি চালানো শিখলে তা লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না বলে জানানো হয়েছে। একাধিক মোটর ট্রেনিং স্কুলের বিরুদ্ধে নিয়ম ভেঙে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়ার অভিযোগ ওঠায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে পরিবহণ সূত্রে জানা গেছে।

ডোমজুড়ে সোনার দোকানে ডাকাতি, বিহার থেকে ধৃত ১

দুরন্ত বার্তা, ডোমজুড়, ৪ জুলাইঃ ডোমজুড়ে সোনার দোকানে ডাকাতি-কাণ্ডে বিহারের বেগুসরাই থেকে একজনকে গ্রেফতার করা হলো। হাওড়ায় সোনার দোকানের ডাকাতি ছাড়াও আরও অনেক ঘটনার সঙ্গে সে যুক্ত আছে বলে প্রমাণ মিলেছে গোয়েন্দা বিভাগের কাছে। ডোমজুড়ে সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনায় সে অন্যতম অভিযুক্ত। বিহারের বেগুসরাই থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। সূত্রের খবর, ডাকাতির অন্যতম মাস্টারমাইন্ড ছিল সে।

বিহার এসটিএফ ও হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দারা যৌথ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। কুখ্যাত অপরাধী সুবোধ সিং এর গ্যাংয়ের সঙ্গে ধৃতের যোগ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতকে হাওড়ায় নিয়ে আসা হচ্ছে।

পুলিশ ও হ্যাম রেডিওর সহায়তায় দুবছর পর মুর্শিদাবাদে মেয়ের বাড়ি ফিরে গেল এক মহিলা

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৪ জুলাই ঃ হ্যাম রেডিও, জয়নগর থানার পুলিশ প্রশাসন ও ধোষা এলাকার মানুষের সহায়তায় হারিয়ে যাওয়ার দীর্ঘ দু বছর পর নিজের মেয়ের বাড়িতে ফিরে গেলেন মানসিক ভারসাম্য হীন এক মহিলা। পুলিস প্রশাসন এবং অন্যান্য সামাজিক কাজের সাথে যুক্ত সংগঠন ও কিছু মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও

প্রচারের মধ্য দিয়ে মোবাইল চোর বা ছেলেধরা গুজব থেকে আপাতত মুক্তি পেয়েছে সমাজ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার ঢোষা চন্দনেশ্বর পঞ্চায়েতের ঢোষা এলাকায় এক মহিলাকে ইতস্তত ঘোরাফেরা করতে দেখে বহু মানুষ।প্রশ্ন করলে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে থাকেন ওই মহিলা। বোঝা যায় ওই মহিলা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন।স্থানীয় যুবক অতনু সরদার ও নস্কর বিল্ডার্স এর মালিক দ্রুত ঐ মহিলাকে নজরে রেখে স্থানীয় জয়নগর থানা ও হ্যাম রেডিওর ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের সাথে যোগাযোগ করেন । জানা যায় ঐ মহিলার নাম তাপসী ঘোষ । দুই মেয়ের বিয়ে দিয়ে স্বামী মনোজ ঘোষ কেরলে কোটেম এ রাজমিস্ত্রির কাজ করেছে। বৌ একাই থাকে বীরভূমের পাইকর থানার অন্তর্গত আমডোল গ্রামে। কেরলে মনোজ ঘোষ দুই বছর আগে জানতে পারেন তার বৌ বাড়ীতে নেই। দুই মেয়েরা ও তাদের জামাইরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাননি। তবে ঐ মহিলা তাঁর ঠিকানা বা নাম পরিচয় সঠিক বলতে পারেনি।ধোষা অঞ্চলের স্থানীয় মানুষই তাঁর খাবার ও দেখভাল করেন।ইতিমধ্যে হ্যাম রেডিও ঐ মহিলার ছবি তাদের বিভিন্ন সোর্স মারফত ছড়িয়ে দেয়।আর সেই সূত্র ধরে বৃহস্পতিবার ঐ মহিলার মেয়ে ঝিলিক এসে তাদের মাকে তাদের মুর্শিদাবাদের বাড়িতে নিয়ে যায়। এবং ধন্যবাদ জানান এলাকার মানুষ,পুলিশ ও হ্যাম রেডিওকে। এ ব্যাপারে ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের সম্পাদক অম্বরিশ নাগ বিশ্বাস বলেন,জয়নগর এলাকার মানুষকে ধন্যবাদ জয়নগর থানা ও আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য।আমারা ওই মহিলাকে তাঁর মেয়ের হাতে তুলে দিতে পেরে খুশি। ছেলেধরা গুজবের মাঝেই জয়নগর থানার ধোষা এলাকার মানুষ খুব ভালো কাজ করেছে।

কোন্নগর ট্রাফিক পুলিশদের তৎপরতায় আয়োজিত হল রক্তদান শিবির ও চক্ষু পরীক্ষার স্বাস্থ্য শিবির

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া, ৪ জুলাই ঃ চন্দননগর পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগির উপস্থিতিতে আয়োজিত হয় অনুষ্ঠান। যেখানে হেলমেট না পড়া কিছু বাইক আরোহীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়

হেলমেট একই সঙ্গে সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ নিয়ে সচেতনতা করার জন্য একটি বাইক রেলি ও একটি সুসজ্জিত ট্যাবলু বার করা হয় পুলিশের তরফে। প্রায় ৫০ জন্য রক্তদাতা রক্তদান করেন এই দিন এই স্বাস্থ্য-শিবিরের অধিক মানুষ চক্ষু পরীক্ষা করান এখান থেকে। এই বিষয়ে পুলিশ কমিশনার অমিতকে জাভাল কি তিনি জানান, নিত্যদিন যেভাবে বাইক দুর্ঘটনা বেড়ে চলেছে তার থেকে বাঁচার জন্য একাধিক পদক্ষেপ নিচ্ছে পুলিশ ও প্রশাসন তবে সবার আগে সজাগ হতে হবে জনগণকে।

দি ফিউচার ফাউন্ডেশন স্কুলের উদ্যোগে তিন দিনের আঞ্চলিক বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৪ জুলাই ঃ খেলাধুলার প্রতি পড়ুয়াদের আগ্রহ বাড়াতে এবারে এগিয়ে এলো সিআইএসসি অনুমোদিত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বারুইপুরে। দি ফিউচার

ফাউন্ডেশন স্কুলের উদ্যোগে হয়ে গেল সিআইএসসিইর তিনদিনের আঞ্চলিক বাস্কেট বল টুর্নামেন্টে ছেলেদের বিভাগে বারুইপুর থানার উত্তরভাগের দি ফিউচার ফাউন্ডেশনে স্কুলের মাঠে। বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত হওয়া টুর্নামেন্টে বহু পড়ুয়া অংশ নেন।এই টুর্নামেন্ট থেকে ছেলেদের জাতীয় স্তরে পাঠানো হবে। অনূর্ধ্ব ১৪,১৭ ও ১৯ বছরের ছাত্ররা এই টুর্নামেন্টে অংশ নেয়।এই বিভাগের ২২ টি স্কুল অংশ নেয়।মোট ৩৫০ জন পড়ুয়া এই বাস্কেটবল টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছে। এই বাস্কেটবল শারীর শিক্ষার ওপরে অনেকখানি কাজ করে। একজন পড়ুয়ার পড়াশোনার পাশাপাশি শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে কি কি করনীয় তা এই স্কুলের পঠন পাঠনের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হয়, পাশাপাশি শরীরচর্চার যত্ন নিতে বাস্কেটবল খেলার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে আঞ্চলিক স্তরে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। যাতে অংশ নিয়ে খুশি পড়ুয়ারা।এ দিনের এই খেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সত্য প্রকাশ মিশ্র,কলকাতা পুলিশের একাধিক আধিকারিক সহ একাধিক ব্যক্তিত্বগণ। বর্তমান সময়ে পড়ুয়ারা মোবাইল নির্ভর, কম্পিউটার নির্ভর জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে।তাই তো বর্তমান সময়ে পড়ুয়াদের থেকে হারিয়ে যাচ্ছে খেলাধুলা, আর সেই খেলাধুলাকে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয়েছে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আগামী দিনে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এইভাবে খেলাধুলার মাধ্যমে শারীর শিক্ষার মধ্যে দিয়ে পঠন পাঠন দিলে পড়ুয়াদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ আরো উজ্জ্বল হবে বলে মনে করেন এদিনের প্রতিযোগিতায় আসা বহু অভিভাবকগন।আর এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে খুশি পড়ুয়ারা।

বর্ষায় জল জমার সমস্যায় জেরবার লিলুয়ার মীরপাড়ার বাসিন্দারা, রাস্তা আটকে বিক্ষোভ স্থানীয়দের, পুর আশ্বাস পেয়ে উঠলো অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ জুলাইঃ জল জমার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সকালে হাওড়ার বালি পৌরসভা এলাকার লিলুয়া মীরপাড়ার বাসিন্দারা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। ওই এলাকার ৩০ ও ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের স্থানীয় বাসিন্দারা এদিন পথে নামেন। তাঁদের অভিযোগ, বর্ষার সময় এই এলাকায় জল জমে যায়। সেই জল এলাকায় দীর্ঘ সময় জমে থাকে। অনেকদিন সময় লাগে সেই জল সরতে। বারবার বিভিন্ন মহলে অভিযোগ জানিয়েও এর সমাধান হয়নি। প্রতিবাদে স্থানীয় বাসিন্দারা এদিন বাঁশের ব্যারিকেড করে পথ অবরোধ করেন। টানা প্রায় ঘন্টা দুয়েক অবরোধ চলার পর লিলুয়া থানার আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা বিনীতা মেহেরা

বলেন, এখানে দীর্ঘদিন ধরে নর্দমার জল জমে রয়েছে। এই জলের উপর দিয়ে মানুষকে যাতায়াত করতে হচ্ছে। এই সমস্যার সমাধানের দাবিতে এদিনের অবরোধ। বাড়ির ভিতরে জল জমে আছে। এলাকাটি বালি পৌরসভা এলাকার লিলুয়া মীরপাড়ায়। আমরা একাধিকবার বিষয়টি নিয়ে পৌরসভাকে জানিয়েছি। তার পরেও কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ১৫ দিনের মধ্যে জল সাফাই হয়ে যাবে বলা হয়েছিল। কিন্তু কিছুই হয়নি। কোনও কাজই হয়নি। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা প্রবীর দে বলেন, এন এস রোড ও মীরপাড়া রোডের সংযোগস্থলে গদাধর ভট্ট রোড বালি পৌরসভার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ৩০ এবং ৩৪ এই দুটি ওয়ার্ডেই। এখানকার নর্দমার জল বেরনোর একমাত্র আউটলেট লিলুয়ার মহানালা। এটি সূর্যনগর হয়ে ভেড়িতে চলে যাচ্ছে। যখন বর্ষায় বৃষ্টি বেশি হয় তখন এলাকা প্লাবিত হয়ে যায়। প্রতিটি বাড়ির ভিতরে ওই সময় জল ঢুকে যায়। দুর্বিষহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে একাধিকবার অভিযোগ জানানো হয়েছিল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কেউ এখানে এসে দেখেও যায়নি। এখন যা পরিস্থিতি তাতে পুর কর্তৃপক্ষের কাছে সঠিক তথ্য পৌঁছছে কিনা সন্দেহ আছে। এলাকার প্রাক্তন কাউন্সিলরের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। উনি যদি কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন তাহলে আজকে এই অবস্থা হতো না।

এই সমস্যা আজকের নয়। এটা দীর্ঘ ১০ বছরের সমস্যা। এই সমস্যা আগে এতটা ছিল না। যবে থেকে এই মহানলা তৈরি করা হয়েছে তবে তার পর থেকে এই সমস্যা। এই নালা পরিষ্কার করা হয় না। এলাকাটি গলির মধ্যে বলে কেউ এখানে আসে না। এই সমস্যার সমাধান না হলে আমরা বড় ধরনের আন্দোলন করব। বালি পৌরসভা ঘেরাও করব।

সুপ্তি পাণ্ডের হয়ে প্রচার নুসরতের

কলকাতা, ৪ জুলাই ঃ ফের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে দেখা মিলল বসিরহাটের প্রাক্তন সাংসদের। বৃহস্পতিবার সকালে মানিকতলার তৃণমূল প্রার্থী সুপ্তি পাণ্ডের হয়ে ভোটের প্রচারে নামলেন নুসরত। হুড খোলা গাড়িতে চেপে সুপ্তি পাণ্ডের সমর্থনে ভোটের প্রচার করলেন অভিনেত্রী তথা তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ। লোকসভা ভোটে তৃণমূলের তারকা প্রচারকের তালিকায় নাম ছিল না নুসরতের। এবার চার বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনেও তারকা প্রচারক হিসেবে নেই তিনি। তারপরও এদিন সুপ্তি পাণ্ডের সমর্থনে মানিকতলার ভোটের প্রচারে দেখা মিলল বসিরহাটের প্রাক্তন সাংসদের।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২১৫ সংখ্যা, শুক্রবার, ২০ আষাঢ়, ১৪৩১

শেষের কবিতা

রবীন্দ্রনাথের ' শেষের কবিতা' কাব্যধর্মী উপন্যাস। দুজন তরুণ তরুণীর অসার্থক প্রেম-গাথা এ উপন্যাসের মূলীভূত বিষয়। অসার্থক প্রেম এই অর্থে লাবণ্য অমিতর প্রতি তার প্রেম 'প্রত্যহে ম্লান স্পর্শ' থেকে মুক্ত রাখার প্রয়াসে অমিতের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল। প্রেম ও বিবাহের পার্থক্য সম্বন্ধে তার সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে। উপন্যাসের লাবণ্যতর্ক অংশে। প্রতিদিনের বাসনায় সে অমিতকে বাঁধতে চায়নি। বস্তুত, লাবণ্য তার প্রেমের দ্বন্দ্বে উপলব্ধি করতে পেরেছিল, অমিত যে লাবণ্যকে ভালবাসে সে লাবণ্য তার মানস সৃষ্টি, বাস্তবের লাবণ্যের সাথে তার কোনও মিল নেই। লাবণ্যর ভাষায়; 'কথা দিয়ে উনি কেবলই আমাকে গড়ে তুলেছেন। ওঁর মন যদি ক্লান্ত হয়, কথা যদি ফুরোয় তবে সেই নিঃশব্দের ভিতরে ধরা পড়বে এই নিতান্ত সাধারণ মেয়ে যে মেয়ে ওঁর নিজের সৃষ্টি নয়।' সুতরাং, অমিত 'সে ভাবরসের পাত্র বাণীর তৃষায়' তার 'মানস ভোজের' জন্য সযত্নে সাজিয়েছে তাকে লাবণ্য তার 'ধূলির ধন' দিয়ে ধূলিলুণ্ঠিত করতে চায়নি। সে জানে বিবাহবন্ধনে যাকে পাওয়া বলে- সে আর কিছু নয়, হাতকড়া হাতকে যেমন পায় সেই আর কি। লাবণ্যর চেতনায় তখন এ কথাই সত্য হয়ে উঠবে-বাহুলতা শুধু বন্ধন পাশ, বাহুতে মেরে। রবীন্দ্রনাথের রচনায় প্রেমের বিচিত্র অনুভূতি লক্ষিত হয়। সুতরাং, শুধু লাবণ্য কেন, শোভনলাল ও অমিতের প্রেমানুভূতিও রবীন্দ্রকাব্যে বিরল নয়। শোভনলালের ভীরু প্রেমের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় লাবণ্যর মনের দুয়ারে আঘাত করার শক্তি তার ছিল না। প্রেমের উপহার নিয়ে সে লাবণ্যের দুয়ারে উপস্থিত হতে পারেনি, বোবা ব্যাথা নিয়ে বারেবারে ফিরে এসেছে। শোভনলালের ক্ষেত্রেও তাই, তবে তার ভীরু প্রেমাঞ্জলির আকর্ষণ লাবণ্য শেষ অবধি উপেক্ষা করতে পারেনি। আর লাবণ্যের প্রত্যাগমনে স্বল্পবাক, শোভনলালের বক্তব্য শেষের কবিতায় অনুক্ত রয়েছে। কল্পনায় তা ভরিয়ে নিতে হবে। অমিতের দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখা যায়, লাবণ্যর সঙ্গে তার দেখা হওয়ার মুহূর্তেই সে প্রেমের যথার্থ আলাড়েন অনুভব করেছিল। ইতিপূর্বে মেয়েদের প্রতি তার পক্ষপাতটা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিল। অমিতের বক্তব্য-সমাজের কাটা খাল বেয়ে বাঁধা ঘাটে রুটির লণ্ঠন জ্বালিয়ে যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সে পরিচয়ে দেখা শোনা হয় চেনা শোনা হয় না। শিলঙ-পাহাড়ে লাবণ্যর সাথে প্রথম সাক্ষাতে অমিতের মনে যে সুর বেজে উঠেছিল তা সে এমনভাবে ব্যক্ত করেছে তার নোটবইয়ে পথ আজ হঠাৎ একী পাগলামি করলে। দুজনকে দুজায়গায় থেকে ছিড়ে এনে আজ থেকে হয়তো একরাস্তায় চালান করে দিলে ।.. চলার বাঁধন আর ছেড়ে না। অন্যদিকে শোভনলালের প্রেম নীরব আত্মদানের সার্থকতার সন্ধান করেছে। প্রেমের জগতে শোভনলাল ও অমিতের স্থান প্রতীপ মেরুতে। লাবণ্য যে জীবনের প্রথম লগ্নে শোভনলালকে প্রত্যক্ষ করেনি তার কারণ বিশ্লেষণে লেখক বলেছেন- দ্বিধা করে নিজেকে যে পুরুষ যথেষ্ট জোরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করে না।

নারী নিয়ন্ত্রক সমাজ

প্রথমে বাঙালি এক বাঙালি কন্যার কাহিনী বলি। একজন রাসসুন্দরী দাসী, বাল্যে বিবাহিতা, চিরদিনের ভীরু মেয়ে। যা করতেন ভয়ে, লুকিয়ে। মেয়েদের তখন লেখাপড়া শেখা বারণ। ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে রাসসুন্দরী একদিন সব বাধা ভেঙে ফেললেন,২৫ বছর বয়সে নিজের চেষ্টায় বাংলা অক্ষর চিনলেন,পুঁথি পড়তে,পড়ে শোনাতে লাগলেন। কিন্তু লেখা শেখা হয় না, লেখাপড়া শিখতে চেয়েছিলেন কারণ চৈতন্য ভাগবতের পুঁথিটি পড়বেন। একদিন তিনি লিখতেও শিখলেন। সপ্তম পুত্র ছুটির পরে শহরে ফিরে যাওয়ার সময়ে মাকে প্রশ্ন করে - মা তুমি কেন আমার চিঠির জবাব দাও না! মা লজ্জা পেয়ে কি বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না, শুধু বললেন খোকা আমি শুধু পড়তে পারি লিখতে পারি না। ছেলে সাথে সাথে মায়ের জন্য দোয়াত,কালি কলম কাগজ এনে মা জননী কে লেখা শেখাতে লাগল। যাট বছর বয়সে রাসসুন্দরী তাঁর আত্মজীবনী প্রায় শেষ করে আনলেন। অষ্টাশি বছরে ভারতীয় ভাষায় লেখা প্রথম এক ভারতীয় নারীর আত্মকাহিনী 'আমার জীবন'। রাসসুন্দরীর সমবয়সী ফরাসি কন্যা জর্জ সাঁদের জীবন একটু হলেও ভিন্ন। কিশোরী বয়স থেকে নিজের মত চলতে শিখেছেন। বিয়ে করেছেন,তিনটি সন্তানের জননী হলেন তারপর স্বামী কে ছেড়ে প্যারিসের শিল্পী মহলে চলে এলেন। কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সংগীতশিল্পী সবার সাথে বন্ধুত্ব, কোথাও প্রেম। বদলে নিলেন নিজের নাম লুসিল অরোর দুপ্যাঁ নাম পাল্টে হলেন জর্জ সাঁদ। পুরুষের পোশাক পরেন,চুরুট,পাইপ,টুপি কিছু বাদ নেই। শুধু সেই পোশাক থাকত গায়ে সাঁটা যাতে কোমর দেখা যায়। নিয়মিত বদলে যেত পুরুষ সঙ্গী। কিছুদিন প্রবল প্রেম হয় প্যারিসের প্রধান নটী মারিয়া সার্ভারের সঙ্গে। তবে সাঁদের লেখায় দুজন প্রেমিক বেশি জায়গা জুড়ে আছেন। ফরাসি রোম্যান্টিক কবি আলফ্রেদ দ্য মুসে ও বিশ্ববিখ্যাত সুরকার পল শোপ্যাঁ। সাঁদ-শোপ্যাঁর মধুর প্রেমকাহিনী অমর হয়ে আছে ' মাইয়রকা দ্বীপে একটি শীত' স্মৃতিকথায়। তেমন দ্য মুসের সঙ্গে প্রেমের তিক্ত বিনষ্টিয় দুঃখকথা পাওয়া যায় ' সেই নারী এবং সেই পুরুষ' বইয়ে। দীর্ঘ জীবনের শেষ প্রান্তেও জর্জ সাঁদ লিখেছেন। প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস। শিল্পী, সাহিত্যিকদের সমাজে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। বাংলার নারী সমাজ অনেকখানি আগ্রসর হতে শুরু করে দিয়েছিল। তারা সেই সময়ে যেভাবে পুরুষদের প্রতিপক্ষ হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছিল তাতেই বোঝা গিয়েছিল একদিন এরা সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব কাজের মধ্যে দিয়ে। ভালো কাজ করতে হবে। সত্যের প্রকাশ করতে হবে।

জ্ঞান ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে। তবেই নিজের শক্তির বিকাশ পাওয়া সম্ভব। সবার মনে শক্তি রয়েছে। সেই শুভ শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। অশুভ শক্তির বিনাশ করতে হবে। মনকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি করতে হবে। মনের গভীরতা বিকাশ ঘটাতে হবে। ভগবান সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। শক্তিব দাত্রী হচ্ছেন মা। তিনি শক্তি দেওয়ার মূল সূত্র।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

সব সময়ে নিজের মুখ দিয়ে মা ভবতারিণীর বাণী প্রচার করতেন। মুখ দিয়েই সবাইকে ধর্ম কথা শোনাতেন। তিনি কোনও দিন লিখে কারোর সঙ্গে কথা বলতেন না। নিজের মনের কথাকে ঠাকুর বলতেন অন্তর দিয়ে। ভক্তি দিয়ে। তাঁর কথাকে লিখে নিতেন মহেন্দ্র গুপ্ত। তিনি সব সময়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর কাজই ছিল ঠাকুর যা বলছেন তা লিখে নেওয়া। ঠাকুরের সেই কথাগুলো পরবর্তীকালে একসঙ্গে প্রকাশিত হল বই আকারে। সেই বইয়ের নামকরণ হল 'রামকৃষ্ণকথামৃত'। এই বইটাকে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের জীবন দর্শন বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের দিব্য দর্শনের চিত্রও দেখতে পাওয়া যায়। জীবনের অতি সাধারন কথার মধ্যে দিয়ে ঠাকুর তত্ত্ব কথাকে ব্যাখ্যা করেছেন। ঠাকুরের দর্শন মেনে চললে জীবনে মোক্ষ লাভ হয়। মানব প্রেম হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ। এর মতো মহান কাজ আর নেই। এটা যিনি করতে পারেন তিনি শ্রেষ্ঠ। তিনিই পরম পুরুষ। তিনি মহামানব। স্বামী বিবেকানন্দ মানব ধর্ম পালন করতেন।

ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত মত প্রকাশের অধিকারকে খর্ব করতেই 'ভার্নাকুলার প্রেস আইন' চালু করেছিল ব্রিটিশ সরকার

রবীন্দ্র কুমার শীল

ব্রিটিশ সরকারের যখন সিদ্ধান্তগ্রহণ করলো যে অস্ত্র আইন এবং ভার্নাকুলার প্রেস আইন চালু করা হবে। ভারতে তখন অস্ত্র আইনের চাইতে বেশি জোরদার বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল ভার্নাকুলার প্রেস আইন নিয়ে। এর কারণ মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপরে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে ব্রিটিশ সরকার। ভারতবাসীর মুখকে বন্ধ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করতে শুরু করে দেওয়ার পরিকল্পনা রচিত করতে থাকে ১৮৭৮ সাল থেকেই। তবে ভারতে ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে সাওয়াল করে গিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায় এবং প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। তাঁরা ভারতের ব্রিটিশ মতামতের মতো স্বাধীনতা আরোপ করা পক্ষে ছিলেন। তারা মনে করতেন ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রতিটি ভারতবাসীর হাতে তুলে দেওয়া উচিত। ব্রিটিশরা আসার আগে ব্যক্তি স্বাধীনতা বা মতাপ্রকাশের স্বাধীনতা ছিল না সাধারণ মানুষের। তৎকালীন জমিদার, নবাব এবং সম্রাট যা বলতেন তাই সবাইকে এক বাক্যে গ্রহণ করতো হতো। না হলে কোতল করা হতো। যেমন চৈতন্যদেবকে কোতল করার জন্য বহুবার চেষ্টা করা হয়েছিল। মধ্য যুগে চৈতন্যদেব ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপরে বেশি করে জোর দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি মনে করতেন মানুষের মনের মধ্যে ঈশ্বরভাব নিহিত। ঈশ্বরকে সাধানা করতে পুজা অর্চনার খুব প্রয়োজন নেই। ধর্মের জাঁতাকলে পড়ে সেই সময়কার মানুষের অবস্থা ক্রমশ কাহিল হয়ে পড়তে শুরু করেছিল। সেই ধর্মীয় জাঁতাকলের হাত থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে নবদ্বীপে আর্বিভাব হয়েছিলেন চৈতন্যদেব। চৈতন্যদেবের মানব ধর্ম প্রচারের ফলে রক্ষণশীল ধর্মীয় ভাবাবেগে বিশ্বাসী মানুষেরা চৈতন্যদেবের বিরুদ্ধে অবস্থান করে। কিন্তু প্রবল পাণ্ডিত্য এবং শাস্ত্রীয় বিধান বিশেষজ্ঞ চৈতন্যদেবকে পরাস্ত করা সম্ভব হয়নি। তার ফলে চৈতন্যদেব সংকীর্তন অর্থাৎ জনগণ দ্বারা পরিচালিত ঈশ্বরের নামগান করতে শুরু করে দিলেন প্রকাশ্যে পথযাত্রার মধ্যে দিয়ে। ফলে আতঙ্কিত হল তৎকালীন সমাজে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। তারা বুঝতে পারলো যে চৈতন্যদেব জীবিত থাকলে তাদের সামজের প্রভাব প্রতিপত্তি কমতে থাকবে। চৈতন্যদেব বাক স্বাধীনতা হননকারী কাজিকে দমন করে দিয়েছিলেন। জগাই মাধাই উদ্ধার করেছিলেন। সারা নবদ্বীপে সেই সময়ে যে ধর্মীয় জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল পরে তা ক্রমশ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। বহু পণ্ডিত চৈতন্যদেব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন উদ্ধব ঠাকুর, রূপ, সনাতন, বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ। এনারাই চৈতন্যদেবের ধর্মীয় চিন্তাভাবনাকে বিভিন্ন রচনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেন। যদিও দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে এই সব বেশিরভাগ গ্রন্থে চৈতন্যদেবকে ঈশ্বরের প্রতিরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু চৈতন্যদেব মানব মুক্তির পথকে তৈরি করার রাস্তা করে গিয়েছিলেন। পরবর্তী পদাবলীকাররা চৈতন্যদেবকে ঈশ্বরের পর্যায়ে ফেলে দেওয়ার

ফলে বৈষ্ণব ধর্মের উদ্ভাবন ঘটল বাংলা তথা ভারতে। আসলে ভেবে দেখতে গেলে আমরা চৈতন্যদেবের অন্দোলনের মধ্যে বাক স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার স্বাদকে লাভ করে থাকি। তিনি পরিস্কার করে বলেছেন ঈশ্বর সাধনা মানুষের ব্যক্তি সাধনা। তাকে কোনও ধর্মীয় গ্রন্থ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। পরবর্তীকালে যখন ইংরেজ শাসকেরা ভারতে শাসন করতে উপস্থিত হল এবং তরুণ ভারত বাসীরা বিলাতে শিক্ষা গ্রহণ করতে উপস্থিত হল তখন থেকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রভাব ভারতের ওপরে ব্যাপকভাবে এসে পড়তে শুরু করে। ব্রিটিশ শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায় ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে গ্রহণ করে ভারতের ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে লড়াই করেছিল।

সতীদাহ প্রথা, বিধবা বিবাহ এর বিরুদ্ধে ব্যাপক যে আন্দোলন তৈরি হয়েছিল বাংলায় তার মূলে ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা। আধুনিক ভারতে ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে সাওয়াল করেছিলেন রাজা রামমোহন রায় এবং প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। এই দুই ব্যক্তিকে বাংলার নবজাগরণের অগ্রদূত বলা যেতে পারে। ইনারা না থাকলে বাংলার নবজাগরণ হতো কিনা তা বলা কঠিন হবে। বাংলার যে রেনেসাঁস দেখা দিয়েছিল তার স্রোততে বাংলা নিয়ে এসেছিলেন এই দুই মহাপুরুষ। পরবর্তীকালে পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ভারত প্রেমিক ডেভিড হেয়ার, মার্শম্যান এবং উইলিয়াম কেরির নাম অতি অবশ্যই করতে হবে। বাংলায় ভার্নাকুলার প্রেস এর উন্নতির মূলে ছিলেন শ্রীরামপুরের মিশনারীরা। তাদের হাত ধরেই বাংলা ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ লাভ করে। ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে এপ্রিল মাসে বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় সাময়িক পত্র 'দিগদর্শন' প্রকাশিত হল। তার ফলে বাংলার চারদিকে এই নিয়ে একটি আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ হতে শুরু করে। তারপরে মে মাসে প্রকাশিত হল বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ'। ভাবতবর্ষের সংবাদপত্রের সূচনা হয়েছিল ১৭৮০ সালের এবং তা প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতা থেকেই। আইরিশম্যান জেমস আগাস্টাস হিকি ইংরেজি সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট অব অ্যাডভারটাইজার' ২৯ জানুয়ারি ১৭৮০সালে প্রকাশ করলেন। এই সংবাপত্রটি মধ্যে নিরপেক্ষ সংবাদ প্রকাশ করার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সংবাদ বলতে তখন কোনও ধারনা তৈরি হয়নি ভারতবাসীর মনে। সেই সময়ে সংবাদ বস্তুটি কি সেই সম্পর্কে কোনও স্বচ্ছ ধারনা তৈরি হয়নি। ঠিক তখন হিকি প্রকাশ করলেন এই সংবাদপত্রটি। তিনি সংবাদপত্র কাকে বলে এবং সংবাদপত্রে রূপ কী রকম হওয়ার উচিত তা সবার সামনে মেলে ধরলেন। এই সংবাদপত্রটি ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। তখনকার সময়ে লোকেরা একে হিকির গেজেট বলতো। পরে এর না পরিবর্তন করে রাখা হয়েছিল 'হিকিস বেঙ্গল গেজেট'। যদিও হিকি সরকার বিরোধী কোনও সংবাদ প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করেছেন। তাঁর মূল লক্ষ্যই ছিল খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচার করা। শাসকের বিরুদ্ধে মুখ খুললে যে দমনপীড়ন দেখা দিতে পারে সেই সম্ভাবনা থেকেই হিকি সরকারের বিরুদ্ধ কোনও সংবাদ প্রকাশ করতেন না। বাংলায় যে ভার্নাকুলার প্রেস নিয়ে বিপ্লব শুরু হয়ে গিয়েছিল তার মূল কেন্দ্র ছিল শ্রীরামপুর। সেই শ্রীরামপুরে প্রথম ১৭৭৮ সালে মুদ্রণ যন্ত্র বিলাত থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু মুদ্রণ যন্ত্র এসে উপস্থিত হলে বাংলা হরফ কোথায়। তার জন্যই চার্লস উইলকিন্স বাংলা হরফ তৈরি করলেন। চার্লসের প্রধান সহায়ক হলেন পঞ্চানন কর্মকার। বাংলা হরফ নির্মাণের কারিগর হলেন পঞ্চানন কর্মকার। শ্রীরামপুর মিশনের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। এর রূপকার ছিলেন উইলকিন্স-পঞ্চানন। কলকাতায় হস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ঢালাই কারখানার পরিচালক ছিলেন পঞ্চানন কর্মকার। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরি তাঁর শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের জন্য যখন কলকাতায় হন্যে হয়ে হরফ তৈরি করার লোক খুঁজতে শুরু করে দিয়েছিলেন তখন ১৭৯৮সালে পঞ্চানন কর্মকারের সন্ধান পান। জহুরী হীরে চিনতে ভুল করেননি। ১৮০০ সালে মার্চ মাসে পঞ্চানন কর্মকার শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে আসেন। বাংলার মুদ্রণের নবদিগন্ত তৈরি হল। ক্রমে একদিন শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশিত হল। ভার্নাকুলার প্রেস আইন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে পুর্ব ইতিহাস সম্পর্কে খানিকটা জানার খুবই প্রয়োজন রয়েছে। নাহলে ভার্নাকুলার প্রেস আইন কেন চালু করলো ব্রিটিশ সরকার সেটা জানাটা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তবে বাংলা অক্ষর তৈরি করা শুরু হয়েছিল শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বাইশ বছর আগে অর্থাৎ ১৭৭৮ সালে বাংলা হরফ তৈরি হয়। হলহেডের ইংরেজিতে লেখা বাংলাভাষার ব্যাকরণ যখন ছাপা হয়েছিল তখনই অর্থাৎ ১৭৭৮ সালে বাংলা হরফ নির্মাণ করা হয়। তবে এই বইটি ইংরেজদের বাংলা শেখানোর বই ছিল। তবে এই বই নিয়ে বাংলা সমাজে উৎসাহ কম ছিল না। পঞ্চানন কর্মকারের ছেনি হাতুড়ি থেমে ছিল না। তিনি সুন্দর করে বাংলা হরফ তৈরি করা জন্য ঢালাই এর সাহায্য গ্রহণ করলে বাংলা ভাষার নবদিগন্ত তৈরি হয়ে গেল। মার্শম্যান পঞ্চানন কর্মকার সম্পর্কে লিখেছেন,"He had so fully communicated his art to a member of others that they carry forward the work of type - casting and even of cutting the matries with a degree of accuracy which would not disgrace European artists (Smith George, the life of William Carry) " বাংলা ভাষার বই লেখার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন মুন্সী রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩), পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রেভারেন্ড জেমস টমাসও বাংলা ভাষার উন্নতি পক্ষে ছিলেন। ১৭৯৩ সালে উইলিয়াম কেরি ভারতে এলেন। ১৮১৫ সালে কলকাতায় এসে বসবাস করতে শুরু করলেন রাজা রাম মোহন রায়। ফলে বাংলায় বিশেষ করে কলকাতায় একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে থাকলো। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথার সম্পকীয় ও বিপক্ষীয় মধ্যে আলোচনা নিয়ে মতামত প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছেন। মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেছেন রাজা রামমোহন রায়। ১৮১৭ সালে 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি' প্রকাশিত হল। ১৮১৬ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো 'হিন্দু স্কুল'। তখনকার মিশনারীরা হিন্দু ধর্মের কুসংস্কার দূরীকরণের ওপরে বেশি করে জোর দিতে শুরু করে দিয়েছিল। তারা চাইছিল রথের চাকায় আত্মহত্যা, গঙ্গাসাগরে শিশু সন্তান বিসর্জন, সতীদাহ প্রথা, বাল্য বিবাহ এই সবের বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন গড়ে উঠুক। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের মুদ্রণ শিল্প আন্তর্জাতিক মানের হয়ে গিয়েছে। কেরির ছেলে ফেলিক্স মুদ্রণ শিল্পে হাত পাকি য়েছেন। এদিকে পঞ্চানন কর্মকারে কাছ থেকে কাজ শিখে মনোহর (দাস) কর্মকার চমৎকার বাংলা টাইপ করতে শুরু করেছেন। পঞ্চানন এতে খুশি হয়ে মনোহরের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিলেন। প্রেসের অর্ডার আসতে শুরু করে দিয়েছে এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে। এবারে কেরি, মার্শম্যান, ওয়ার্ড সিদ্ধান্তগ্রহণ করলেন সংবাদপত্র প্রকাশ করবেন। মানুষ সংবাদ জানতে চায়। সরকারের কাজ কর্মের খবর জানতে চায়। ১৮০৮ সালে মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার 'হিতোপদেশ' বই প্রকাশ করলেন। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার 'শিক্ষাসার' বই প্রকাশ লাভ করলো। মুন্সী রামরাম বসু ১৮০১ 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' বাংলা বই প্রকাশ করেন। জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় মাসিক পত্রিকা 'দিগদর্শন' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৮ সালে। এই বছরই মার্শম্যানে সম্পাদনায় প্রকাশিত হল 'সমাচার দর্পণ'। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, ১৮১৬ সালে হিন্দু কলেজ এবং ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। বাংলার ভাষার সংবাদপত্রের জনক কে তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য এর কলকাতার বাংলা প্রেস "বেঙ্গল গেজেটে প্রেস' থেকে প্রকাশিত 'বেঙ্গল গেজেট' ঠিক কবে প্রকাশিত হয়েছিল তা জানা যায় না। তবে ১৮১৮ সালের ১৮মে এবং ১১ জুলাই গর্ভমেন্ট গেজেটে "বেঙ্গল গেজেট" প্রকাশিত হওয়ার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল। ২৩ মে ১৮১৮ সালে মার্শম্যানের সম্পাদনায় চার আনা দামে 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হলে তখন বাংলার সংবাদপত্রে নবদিগন্ত খুলে গেল। এটা ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রতি শনিবার প্রকাশিত হতো। প্রায় চারশো কপি বিক্রি হতো। এই পত্রিকায় সমাজ সংস্কারমূলক বহু প্রচারধর্মী প্রবন্ধ স্থান লাভ করেছিল। সতীদাহ প্রথার নিবারণের প্রয়োজনীয়তা , বহু বিবাহের কুফল, বৃদ্ধের বহুবিবাহের বিভ্রাট সহ ভারতের বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশ লাভ করে। প্রথম দিকে রাজা রামমোহন রায় এই পত্রিকার সমর্থক ছিলেন। পরে হিন্দু ধর্মের প্রকাশিত প্রবন্ধ সম্পর্কে রাজা রামমোহন রায় বিরূপ হন। তার ফলে তিনি 'সমাচার দর্পণ' এর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে নিজে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। 'সমাচার দর্পণ' এতো জনপ্রিয় হয় যে লর্ড হেস্টিংস ডাকযোগে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

ইতিহাস মতামত তৈরি করে না, অন্য কেউ

বিশেষ প্রতিবেদক

কথাটা সহজ কিন্তু সহজ কথাই তো সহজভাবে বলা যায় না। অর্থাৎ, ইতিহাস মতামতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজের বাঁক বদলে নেয় না কি যে-মতামত আজকে আনকোরা বলে মনে হচ্ছে সেটা আসলে কোনও এক ইতিহাসেরই দ্বন্দ্বময়তার ফসল। আমার মনে হয় ইতিহাসই রচনা করে মতামত, মানুষ কেবল সেটাকে প্রকাশ করে, কিছুটা প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতোই ইতিহাসও নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য মানুষকে বেছে নেয়। সে-কারণেই মতামতেরও একটা ইতিহাস থাকে, ইতিহাসের নিজস্ব কোনও মতামত থাকে না, ঐতিহাসিকের অবশ্য থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ দুজনেই বিশ্ববন্দিত কিংবদন্তি। দুজনেই ব্রাহ্ম, দুজনেই কিছু নিগড় ভাঙতে চেয়েছিলেন। দুজনের সম্পর্ক প্রায় চল্লিশ বছরের, সুতরাং সুগভীর। তাঁদের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কি মৌলিকভাবে সমাজের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছিল, না কি, ইতিহাসই নিজের রাস্তা তৈরির আয়ুধ হিসাবে তাঁদের নির্বাচন করেছিল, এই প্রশ্নটা নিয়েই আজকের আলোচনা। সালটা ১৯২০। রবীন্দ্রনাথকে কিছুতেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্য করা যাবে না; বঙ্গদেশ নবীন-প্রবীণের বিতর্কে তোলপাড়। গণভোট অব্দি গড়িয়েছে এর মীমাংসা। এমন সময়ে '১৫ই মার্চ্চ, ১৯২১' প্রশান্ত চন্দ্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্য হিসাবে 'কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই' লিখলেন। এই প্রচারপত্রে প্রশান্ত চন্দ্র একনিষ্ঠ যুক্তি ও তথ্য সাজিয়ে জবাব দিয়েছেন তাঁদের প্রশ্নের যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে চাইতেন না। মনে রাখা দরকার যে, ততদিনে রবীন্দ্রনাথ নোবেল সম্মানে ভূষিত। সালটা ১৯১৩, প্রশান্তচন্দ্র সেই বছরেই পড়াশুনার জন্য রওনা দিয়েছিলেন বিলাতে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হল একক-ব্যক্তি প্রশান্তচন্দ্রের রবীন্দ্রনাথকে চাওয়ার কারণ কী ছিল, তিনিই তো প্রচারপুস্তিকার শেষভাগে লিখেছেন, তথাপি বলিব না যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কোনো দোষ ত্রুটি নাই। কারণ আমাদের মাপকাঠির বিচারে তিনি নির্দ্দোষ কি না ইহাই বড় কথা নহে। তাঁহার দোষ ত্রুটি আছে স্বীকার করিয়া লইতেছি। কিন্তু তাঁহার সমস্ত দোষ ত্রুটি অপেক্ষা তিনি বড় বলিয়াই তাঁহাকে চাই। লক্ষ করুন 'তাঁহার দোষ ত্রুটি আছে' লেখা হয়েছে, 'তাঁহারও' লেখা হয়নি। 'তাঁহারও' লেখা হলে বোঝা যেত কথাটা সাধারণভাবে প্রযুক্ত হয়েছে, যেমন আমাদের অনেকেই বলে থাকি যে, মানুষমাত্রই ত্রুটিপূর্ণ, ওঁরও/তাঁরও আছে। এখানে সেই অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে না, বিশেষভাবে 'তাঁহার' লেখা হয়েছে, একবার নয়, দু-বার। তারপরেও কোন-কোন দোষত্রুটি প্রশান্তচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখেছিলেন, সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু কেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে এতটা জরুরি হলেন, যে-কারণে তাঁকে সদস্যপদ দেওয়ার জন্য প্রশান্তচন্দ্র উদগ্রীব হয়ে উঠে ছিলেন? এর উত্তর লুকিয়ে আছে ইতিহাসে, সেটাই তাঁকে এই পথে চালিত করেছিল। সালটা ১৮৩৩। ওই বছর দুটি ঘটনা ঘটেছিল। রাজা রামমোহন রায়ের প্রয়াণ ও গুরুচরণ মহলানবিশের জন্ম। গুরুচরণ ছিলেন প্রশান্তচন্দ্রের পিতামহ। বাংলার নবজাগরণে এই দুজন গভীরভাবে যুক্ত। রামমোহন এদেশে প্রথম ইউরোপীয় মানবতাবাদের চিন্তা বহন করে এনেছিলেন ঠিকই কিন্তু তিনি অধ্যাত্মবাদের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। উপরন্তু তখন ছিল খ্রিস্টধর্মের চাপ যে, বাঙালি-হিন্দুদের ইতিহাস বলে কিছুই নেই। ফলে খ্রিস্টধর্মকে প্রতিরোধ করারও একটা আবশ্যকতা এসে পড়েছিল। কিন্তু

হিন্দু ধর্মে প্রচলিত রীতি-নীতি (পড়ুন ধর্মান্ধতা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা) যা ছিল তা কিছুতেই খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত না। সুতরাং, ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা আইনত রদ করাই আগেই ১৮২৮ সালে একেশ্বরবাদকে ভিত্তি করে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন শুরু করতে হয়েছিল। কিন্তু রাম মোহনের মৃত্যু ওই আন্দোলনকে ততটা শক্তিশালী করে যেতে পারেনি। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ধর্মকে সংস্কার করার মধ্য দিয়েই বাংলার নব জাগরণের শুরু হয়েছিল। এই ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াতেই পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ -বিবেকানন্দকে আমরা পেয়েছিলাম, তাঁরা হিন্দুত্বকেই আবার খাড়া করেছিলেন। অর্থাৎ বাংলার নবজাগরণ হল ধর্ম-সংস্কারের দ্বন্দ্ব ময় ইতিহাসের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াজনিত অমৃতফল। ব্রাহ্মদের মধ্যে কে ছিলেন না, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয় দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সুকুমার রায়, অমল হোম, কালিদাস নাগ, সুশোভন চন্দ্র সরকার এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ। রামমোহনের পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই 'তত্ত্ববোধিনী সভা' গঠন করে ব্রাহ্মসমাজকে পুনরুজ্জীবন দিয়েছিলেন। সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বছর, ১৮৩৯, সেই বছরেই ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিদ্যাসাগর' উপাধি অর্জন করেছিলেন। যদিও এই দুই ধারা; ব্রাহ্ম ও হিন্দু; কোনওটাই বিদ্যা সাগরকে খুব একটা প্রভাবিত করেনি। কিন্তু উল্টোদিকে বিদ্যাসাগরের প্রভাব ব্রাহ্মরা এড়িয়ে যেতে পারেনি। অক্ষয় দত্তের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যোগাযোগ, বিদ্যাসাগরের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সংশোধন করা, পরবর্তীকালে তত্ত্ববোধিনী ত্যাগ করে অক্ষয় দত্তের বিদ্যাসাগরের স্কুলে অধ্যক্ষ হিসাবে যুক্ত হওয়া ইত্যাদি ঘটনা ছাড়া আর এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এখানে ঘটেছিল যা পরবর্তীকালে প্রশান্তচন্দ্রের রবীন্দ্রনাথকে চাওয়ার ঐতিহাসিক কারণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। ১৮৬১ সাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম। ওই বছরেই গুরুচরণ মহলানবিশকে আদি ব্রাহ্মসমাজের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন। এর ঠিক ছয় বছর আগে ১৮৫৫ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় অক্ষয় দত্ত বিধবাবিবাহ হওয়া উচিত কি না এ-বিষয়ে লেখা প্রকাশ করলেন। এই ঘটনাকে ব্রাহ্মসমাজের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ মেনে নিতে পারেননি, তাঁরা বলেছিলেন, পত্রিকার মধ্যে কতকগুলো নাস্তিক এসে জুটেছে। এরা থাকলে ব্রাহ্ম আদর্শ প্রচার কিছুতেই সম্ভব নয়। আর ঠিক তিন বছর পরে, ১৮৬৪ সালে, গুরুচরণ বিয়ে করে বসলেন রুক্মিণী দেবীকে, বিক্রমপুর-নিবাসী এক হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের অকাল বিধবা যুবতী। সম্ভবত ব্রাহ্মদের মধ্যে এটাই প্রথম বিধবা বিবাহ। শুধু ধর্ম-সংস্কার নয়, আদি ও নব্যে সংঘাত বাধল। (ক্রমশ

সম্পাদকীয় সমীপেষু

সম্পাদক ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায়

বিশেষ প্রতিবেদন

বিপ্লব হয় ঝড়ের মতো। ঝড় থেমে গেলেও যেমন রেশ রেখে যায়, বিপ্লবের রেশও তেমন রয়ে যায় অনেকদিন। উনিশ শতক ঝড় বিদ্যুতের সময়। আজকের গল্পকথা অতীতের বিপ্লব। আজ এমন এক বিপ্লবীর কথা বলি, যিনি রবীন্দ্রনাথের কাছের মানুষ ছিলেন একসময়। রবীন্দ্রনাথ Rabindranath Tagore তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'তিনি ছিলেন রোম্যান কাথলিক সন্ন্যাসী অপরপক্ষে, বৈদান্তিক,;তেজস্বী, নিজস্বী, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রভাবশালী। অধ্যাত্মবিদ্যায় তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও ধীশক্তি আমাকে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট করে।' তিনি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। শান্তিনিকেতন বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠায় ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সহায়ক। অথচ জীবনের তীব্র গতি তাঁদের গতিপথ ভিন্ন করে দেয় । কিন্তু বন্ধুত্বের স্মৃতি হয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে রয়ে যান ব্রহ্মবান্ধব। স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধবের সরাসরি যোগাযোগ ছিল। তিনিও সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করতেন। বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথের কথকতা তাঁকে দেশের জন্য বিপ্লবমুখী করে তোলে। কিন্তু এই বিপ্লব সশস্ত্র বিপ্লব। মসী নয়, অসি; এই নীতিতে বিশ্বাস করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন ব্রহ্মবান্ধব। রবীন্দ্র নাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় একটি লেখার সূত্রে। ১৯০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সাপ্তাহিক 'সোফিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ব্রহ্মবান্ধবের he World Poet of Bengal নামের প্রবন্ধটি। তিনিই রবীন্দ্রনাথকে প্রথম 'বিশ্বকবি' সম্বোধন করেন। রবীন্দ্রনাথের এক অলৌকিক অনুভূতিপ্রবণতার কথাও তিনি বলেছিলেন। 'বিশ্বনৃত্য' কবিতার সূত্রে ব্রহ্মবান্ধবের এই উপলব্ধি। তিনি বলোছিলেন, বিদেশিরা একদিন রবীন্দ্রনাথের জন্যই বাংলা শিখবে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেছিলেন, তিনি দেবদারু গাছের মতো, তার শিকড়গুলি চলে গেছে মাটির নিচে অনেক অনেক দূরে কিন্তু আশঙ্কা হয় তার শীর্ষদেশ আকাশ বিদ্ধ করবে এমনই তার সমুন্নতি।' রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের উপর একটি সমালোচনা লিখেছিলেন ব্রহ্মবান্ধব। রবীন্দ্রনাথ এই সূত্রে লিখেছিলেন, 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় Brahmabandhab Upadhyay...~Twentieth Century মাসিক পত্রের সম্পাদনায় নিযুক্ত, তখন সেই পত্রে তিনি আমার নূতন প্রকাশিত 'নৈবেদ্য' গ্রন্থের এক সমালোচনা লেখেন। তৎপূর্বে আমার কোনো কাব্যের এমন অকুণ্ঠিত প্রশংসাবাদ কোথাও দেখিনি। এই উপলক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন প্রবল হিন্দুত্ববাদী । রবীন্দ্রনাথ যখন নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদক, তখন ব্রহ্মবান্ধবের বিখ্যাত প্রবন্ধ 'হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা' প্রকাশিত হয়। একনিষ্ঠভাবে হিন্দু রীতিনীতি পালন করার কথা বারবার বলতেন ব্রহ্মবান্ধব। তিনি ছিলেন কর্মী মানুষ। তাই কাজের বলয়ের মধ্যে নিজে থাকতেন। তাঁর আদর্শ ছিল প্রাচীন গুরুগৃহে শিক্ষা। এই কারণে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় স্থাপনের যুগে ব্রহ্মবান্ধব রবীন্দ্রনাথকে সহায়তা করেছিলেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনীতির কারণে শান্তিনিকেতনে বেশিদিন থাকতে পারেননি। সশস্ত্র সংগ্রাম আবার রবীন্দ্রনাথের নীতি বিরুদ্ধ ছিল। ব্রহ্মবান্ধব তাঁর সম্পাদিত 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় লিখেছিলেন, 'প্রত্যেক গ্রামাঞ্চল, হাট, বাট, আবাস দুর্গে পরিণত করতে হবে। লাঠি, সড়কি, গুপ্তি। ছোরা, প্রভৃতি অস্ত্র প্রতি হাতের শোভা বর্ধন করবে।

তীর ধনুক এবং কালীমায়ির বোমা

দিঘা জগন্নাথ মন্দির নিয়ে কাটল জট, উদ্বোধন রথেই

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ৪ জুলাই ঃ পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আদলে দিঘায় জগন্নাথ মন্দির! দিঘায় সেই জগন্নাথের মন্দির তৈরিতে আর কোনও আইনি বাধা থাকল না। প্রসঙ্গত, হিডকো শুধু রাজারহাটে উন্নয়নের কাজ করতে পারে । এর বাইরের কোনও জায়গায় পরিকাঠামো উন্নয়ন করার ক্ষমতা হিডকোর নেই। এই আবেদনে মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। আজ সেই মামলা খারিজ করে দেন প্রধান বিচারপতি। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ স্পষ্ট জানাল, রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগ বিভিন্ন কাজ করতেই পারে। এতে ভুল কী আছে? পরিকাঠামো উন্নয়নের সিদ্ধান্ত রাজ্যের। তারা যে কোনও বিভাগকে দায়িত্ব দিতে পারে। সেক্ষেত্রে কোনও সমস্যা নেই। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির এই পর্যবেক্ষণের পরই দিঘায় জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ ও উদ্বোধন ঘিরে তৈরি হওয়া সব জট কেটে গেল। আগামী ৭ জুলাই রথেই উদ্বোধন দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের। বাঙালির অন্যতম পছন্দের সৈকত শহর দিঘা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সেই সৈকত শহরেই ২০০ কোটি টাকা খরচে ২২ একর জমির উপর তৈরি করা হয়েছে জগন্নাথ মন্দির। যা পুরোপুরি বাঙালির আরেক জনপ্রিয় তীর্থস্থান পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আদলে তৈরি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে চলতি বছরের এপ্রিল মাসে মন্দিরটির উদ্বোধন হবে। কিন্তু তার কিছুদিনের মধ্যেই লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হওয়ায় থমকে যায় উদ্বোধনের কাজ। এবার অবশেষ রথযাত্রার দিন-ই দিঘা জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন হবে বলে চূড়ান্ত হয়েছে। প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই মন্দির প্রাঙ্গণে একটি বড় আকারের রথ নির্মাণের কাজও শুরু হয়ে গেছে। নিউ দিঘা স্টেশন সংলগ্ন নন্দকুমার- দিঘা ১১৬ বি জাতীয় সড়কের পাশে তৈরি হয়েছে এই মন্দিরটি। ২০১৮ সালে এই মন্দির তৈরির কথা ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার। উচ্চতায় পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের মতোই হবে দিঘার মন্দিরটি। সেইসঙ্গে দিঘা জগন্নাথ মন্দিরের পারিপার্শ্বিক নকশাও কিছুটা এক থাকছে পুরীর মন্দিরের সঙ্গে।

নদীয়ায় সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতি সহ একাধিক অভিযোগে গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ গ্রাহকদের

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৪ জুলাই ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন দুর্নীতি দমনে কড়া পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে, এমন সময় নদীয়ায় দেখা মিললো সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে দুর্নীতি সহ একাধিক অভিযোগ, আর এই অভিযোগ তুলে সমবায় সমিতির গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখায় তারা। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার কৃষ্ণ নগরের ১নং ব্লকের রুইপুকুর পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত ব্রহ্মনগর সমবায় সমিতিতে। বিক্ষোভকারী তথা গ্রাহকদের অভিযোগ এই সমবায় ব্যাংক- এর ম্যানেজার সহ পরিচালন কমিটির একাংশের বিরুদ্ধে, অভিযোগ কোটি কোটি টাকার আর্থিক তছরুপ, স্বজনপোষন, কর্মীছাঁটাই, ধান কিনতে ও সার বিক্রিতে চলছে পাহার সমান দুর্নীতি। আর এই ব্রহ্মনগর সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে এহেন অভিযোগ এদিন নতুন নয়, উল্লেখ থাকে এই সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে অতীতে একাধিক এমন অভিযোগ সামনে এসেছে। জানা যায়, গত ২০২২ এর ৪ জুলাই এও এই অন্যায় সমিতির বিরুদ্ধে সমবায় সমিতির জমির মাটি বিক্রি সহ গ্রাহকদের লোন না দেওয়া ও অবৈধ ভাবে কর্মী নিয়োগ ও ছাঁটাই এরও অভিযোগ উঠেছিল, এই সমবায় সমিতির ম্যানেজার সহ পরিচালন সমিতির একাংশের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয় এই সমবায় সমিতির গ্রাহক মায়াপুরের বাসিন্দা, ক্ষুদ্র চা ব্যবসায়ী মমতা বিশ্বাস এর সই জাল করে কয়েক লক্ষ টাকা তুলে নেওয়ারও অভিযোগ উঠেছিল এই সমবায় সমিতির ম্যানেজার সহ বিভিন্ন আধিকারিকদের বিরুদ্ধে, এমনকি টাকা ফেরত চাইতে গেলেও ঐ গ্রাহককে হতে হয়েছিল হেনস্থা, কোথায় সুরাহা না পেয়ে পরবর্তী সময়ে চলতি বছর গত ১৮ জানুয়ারি মানবাধিকার কর্মী সঙ্গিতা চৌধুরীর সহায়তায় কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিলো এই ব্যাংকের ম্যানেজার সহ আধিকারিক দের বিরুদ্ধে। তাতেও নাকি বন্ধ হয়নি দুর্নীতি! বরং দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েই চলছে এই সমবায় সমিতির দুর্নীতির পরিমান, আর এর প্রতিবাদে ও স্বচ্ছতার সাথে সমবায় সমিতি চালনা ও সুষ্ঠু পরিষেবা প্রদানের দাবিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে সমবায় সমিতির গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখায় কয়েকশো গ্রাহক। মিন্টু শেখ জানায় এখানে টাকা জমিয়ে সময় মতো পাওয়া যায় না, যে কোন সুযোগ সুবিধা সবটাই নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে নেয় কর্তৃপক্ষ, এমনকি দুর্নীতি চলে ধান কেনা ও সার বিক্রির ক্ষেত্রেও, তিনিও জানান গত বছর চাষিদের থেকে কোন ধান কেনা হয়নি, তাদের নিজেদের লোকেদের থেকেই কিনেছিলো, এবছর ধান বিক্রি করতে গেলে সমবায় সমিতির তরফে তাদের জানায় বস্তা পিছু দিতে হবে অতিরিক্ত ১০০ টাকা কমিশন, সাথে ৫-৭ বাদ, সার কিনতে গেলেও দিতে হয় অতিরিক্ত টাকা। পল্টন ঘোষ জানান এই সমবায় সমিতির কাছে কোন সময় সাধারণ মানুষ তথা গ্রাহকেরা ঋন নিতে আসলে পায় না, অথচ ম্যানেজার সহ কর্তৃপক্ষের পরিচিত ও পরিবারের লোকেদের নামে ঋণ হয়ে যায়, চাষিদের জন্য বরাদ্দ সুযোগ সুবিধা গুলোকে নিজেদের মতো করে ভাগ করে নেয় এই কর্তৃপক্ষ। একই অভিযোগ জানায় পিন্টু ঘোষ, তিনি বলেন এই সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে ভুরি ভুরি অভিযোগ আছে, একাধিক থানায়, কলকাতা হাইকোর্টেও পর্যন্ত কেশ রয়েছে তাও তাদের দুর্নীতি কমে নি, আর এ দিন ম্যানেজার মানুষ এই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ও বাধ্য হয়েছে এই বিক্ষোভে সামিল হয়েছে, এই সমবায় সমিতি শুধু আর্থিক দুর্নীতিতেই থেমে নেই তিনি আরও জানান একাধিক কর্মীকে বেআইনি ভাবে ছাঁটাইও করেছে এরা কারন সেই সব কর্মীরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলতো। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় তৃণমূল কংগ্রেস এর কৃষ্ণ নগরের ১নং ব্লকের সভাপতি স্বপন ঘোস, তিনি বলেন আমি এখানে প্রথম আসলাম, এসে শুনলাম কয়েক কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ এই সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে। পাশাপাশি তিনি আরও জানান যতদুর আমরা জানি বামফ্রন্ট সময় থেকে এই সমবায় সমিতির সিলেকশন এর মাধ্যমে সবটা করে আসছে, বর্তমানে এত সংখ্যক গ্রাহকের সাথে এহেন দুর্নীতি সত্যি মেনে নেওয়া যায় না, তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছেন তার থেকে সমবায় সমিতিও বাদ নেই, তাই আমরাও চাই এই ঘটনায় যুক্ত দের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। শুধু তিনি নন বিক্ষোভে সামিল হওয়া সিংহভাগ মানুষ একটাই কথা বলেন দিনের পর দিন সমবায় সমিতির কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ আর সহ্য করতে না পেরে এদিন তসমবায় সমিতির গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে বাধ্য হলাম। তাদের দাবী অবিলম্বে এই ম্যানেজার সহ দুর্নীতির সাথে যুক্তদের শাস্তি দিতে হবে। এই বিষয়ে সমবায়ের ম্যানেজার দেবব্রত ঘোষকে প্রশ্ন করতে গেলে সংবাদ মাধ্যমের কাছে কিছুই বলতে চাননি তিনি, যদিও খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন।

সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে বোনকে রড দিয়ে পিটিয়ে খুন করল ভাই

দুরন্ত বার্তা, রানাঘাট, ৪ জুলাই ঃ সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে বিশেষভাবে সক্ষম বোনকে রড দিয়ে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ ভাইয়ের বিরুদ্ধে। পলাতক ভাই। তদন্তে ধানতলা থানার পুলিস। পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরেই ওই ঘটনা বলে প্রতিবেশীদের দাবি। আর ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল ধানতলা থানার কানিবাউনি এলাকায়। পুলিস সূত্রের খবর, ধানতলা থানার কানিবাউনি এলাকার বাসিন্দা আজিমা মন্ডল (৪৫) নামে এক মহিলার সঙ্গে সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে বিবাদ চলছিল তার ভাইয়েদের। অভিযোগ সেই বিবাদের জেরে বৃহস্পতিবার সকালে বোনকে মারধর করে আসাদুল মন্ডল নামে এক ভাই। অভিযোগ লোহার রড দিয়ে আজিমা মন্ডলকে মারেন ভাই আসাদুর। পরে বোনের চিৎকারে পাশের থেকে অন্যান্য ভাইয়েরা ছুটে এসে ওই মহিলাকে উদ্ধার করে প্রথমে দত্তফুলিয়া হাসপাতাল ও পরে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানেই চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয়েছে ওই মহিলার। ঘটনার পর থেকেই পলাতক ভাই। তার খোঁজে সন্ধান শুরু করেছে ধানতলা থানার পুলিস। নিহতের প্রতিবেশী সাহাবুল চৌধুরী বলেন, ঘটনাটি দু-একজন দেখেছে। খুব সকালে হয়েছে। জমি জমা নিয়ে ওদের গন্ডগোল চলছিল। তিন মাস বাংলাদেশে ছিল। কিছুদিন আগেই এসেছে। আর তার মধ্যেই ওকে মেজো ভাই পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। বিশেষভাবে সক্ষম মানুষ। চারপাশে ঘুরে বেড়াত। প্রতিবেশীরা কিছু কিছু সাহায্য করত। তাতেই ওর চলত। নিহতের ভাইঝি সেনেহার মণ্ডল বলেন, ঠাকুমা ১০ কাঠা জমি দিয়েছিল। সেই জমিটা কাকারা নিতে চায়। কিছুদিন আগে পিসি বাংলাদেশে গিয়েছিল। কয়েকদিন হল ফিরেছে। তার মধ্যেই এই ঘটনা। মেজো কাকা ওকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। ওর শাস্তি চাই।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেলগণ সৌরভ চন্দ্র, সমিত বীর ও বুদ্ধদেব শর্মা ০৬।০৩।২০২৪ ও ২৮।০৫।২০২৪ তারিখে বাঁকুড়া A.D.S.R OFFICE এ ০৯৯১/২০২৪ এবং ১৯৫৭/২০২৪ নং কোবালা দলিল মূলে চিন্না বিশ্বাস উক্ত দাতাগণের পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার ও স্বয়ং নিবেদিতা বিশ্বাস এর দ্বারা দলিল মূলে বাঁকুড়ার D.S.R OFFICE ১৯১৬ / ২০২৩ নং আমমোক্তারদ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, মসলিয়া মৌজায় ৪৭৮ ও ৪৮১ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৫ নং দাগে ৫.৬৩ শতক (সৌরভ চন্দ্র) ও ৫৪ শতক (সমিত বীর ও বুদ্ধদেব শর্মা) জমি ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L L.R.O-2 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাবেন।

ABHISHEK CHAUDHURI
Advocate
Judge Court, Bankura
Enrol. No. F/423/ 652/2017

SHORT NOTICE INVITING TENDER No. WBIW/EE/ MDMD/SNIT-04/2024-25

On behalf of governor of West Bengal, the Sealed Tender(s) invited by the undersigned against this NIT No. about for "Emergent maintenance repair draw & flap shutter including replacement of damaged shutter". Last date of application for permission to participate in tender 10.07.24 up to 3:00 pm. For details log on to: www.wbiwd.gov.in & Notice Board during office hours of the undersigned.

Sd/- Executive Engineer
Metropolitan Drainage Mechanical Division
Jalasampad Bhawan (4th Floor)
Salt Lake City, Kolkata-700091

OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 188/EO/JLD-II, Dated: 03/07/2024

Notice

Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity invites E-tender as follows: NIeT No.-17(e)/EO/JLD- II/2023-24 dt. 04/12/2023, as 3 rd Call for 4 nos. scheme (Tender ID : 2023_ZPHD_614492_43 to ID 2023_ZPHD_614492_46) within the jurisdiction of Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is 11.07.2024 up to 06-00 pm respectively. Details may be obtained from website: https:// wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Jhalda-II Panchayat Samity

Government of West Bengal
ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER
SNIT No.:- WBIW/EE/MED/SNIT-02/2024-25 [Sl. No.-1 to 2]

Short Tenders notice are hereby invited by the Executive Engineer, Mahananda Embankment Division from the eligible & resourceful Contractors having requisite similar nature credential for execution of 2 (Two) Nos. work. Last date & time of application for Tender Form on 08.07.204 upto 17.00 Hours. Details may be seen at the website : www.wbiwd.gov.in

Sd/
Executive Engineer
Mahananda Embankment Division
Green Park, Malda

E-Tender Notice

Gokarna-II G.P. under Kandi P.S. Invites e-tender vide NIeT No-(1) MSD/KAN/GOK-II/02/ 2024-25, (2) MSD/KAN/GOK-II/03/2024-25. Last date of submission 13/07/2024 up to 16.00 Hrs. Bid Opening Date: 18/07/2024 at 11:00 Hrs. For details visit https:// wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Gokarna-II Gram Panchayat
P.O.-Hazarpur, Nabagram, Dist-Murshidabad

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHAVAN, BIDHANNAGAR

An e-Tender for "Different types of electrical works in different wards under Bidhannagar Municipal Corporation" is being invited by EE, (E&M) Deptt. BMC vide **NIT No. : 67/PHE(E&M)/BMC, Dated : 03.07.2024** & Tender ID : **2024_MAD_706666_1 and 2**. Last Date of Bid Submission : **20.07.2024** up to 15:00 Hrs. Details are available with office of EE/PHE(E&M) BMC. Corrigendum, if any will be published in Office Website & Notice Board only. Please visit: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
EE, (E&M)
Bidhannagar Municipal Corporation

OFFICE OF THE PRADHAN
KESHARGARH GRAM PANCHAYAT
VILL.+ PO.: DAPANG, DIST.: PURULIA(W.B.)
UNDER HURA DEVELOPMENT BLOCK
e-TENDER NOTICE
NIT Memo No: 155(16)/KGP/2024-25, e-NIT NO:01/KGP/2024-25 dt. 03/07/2024

Encrypted electronic bids are hereby invited by Pradhan, Keshargarh Gram Panchayat through a single stage two part e-procurement system (Part I: Techno-commercial Bid, Part II: Financial Bid) using website https:// wbtenders.gov.in/. (1). Date and Time of Download/Sale: from 03/07/2024 06:00 pm to 10/07/2024 06:00 pm. (2). Date and Time of Bid Submission: from 03/07/2024 06:00 pm to 10/07/2024 06:00 pm. (3). Date and time of Bid Opening: 13/07/2024 at 12:30 pm. The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as above mentioned web site. Source of Fund:- 15th FC (Tied & Un Tied).

Sd/- Pradhan
Keshargarh Gram Panchayat, Hura Dev. Block., Purulia.

OFFICE OF THE PRADHAN
JABARRAH JHAPRA II GRAM PANCHAYAT
Vill + P.O.:- Fusrabaid : : Dist.: Purulia.: :Pin:-723126
Mail ID: jj2gppradhan@gmail.com
NOTICE INVITING e-TENDER No. WB/PUR/PARA/PRADHAN/JJ-IIGP/ NIT(e)-01/2024-25

The Prodhan, Gram Panchayat, Para Development Block, Dist: Purulia invites e-tender for 10(Ten)Nos. different works. Bid Submission closing (On line) 11.07.2024 5:00 P.M. Bid opening date for Technical Proposals (Online) 15.07.2024 01:00 P.M. For details please visit https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Jabarrah Jhapra II Gram Panchayat

গোশালায় বৈদ্যুতিক সম্পদের সামান্য মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ডিওয়াই.সিইই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ/২৪/২৪-২৫ তারিখঃ ০২-০৭-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** গোশালায়- কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয়, মালিগাওঁ সহিত এসএসই/পি/গোশালার অধীনে দুই বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে বৈদ্যুতিক সম্পদের সামান্য মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,৭৬,২১,৬৩৩/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৩৮,১০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৪-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

ডিওয়াই. সিইই/পিএস/মালিগাওঁ/এইচকিউ
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা ও অন্যান্য কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ সিনি. ডিইই/এলএমজি/১৩অব ২০২৪-২৫, তারিখঃ ০২-০৭-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং.ঃ** ইএল/এলএম/২৪-২৫/১০, **কাজের নাম ঃ** ০২ বছর (৭৩০ দিন) সময়ের জন্য আগরতলা কোচিং ডিপোতে এসি কোচের (এলএইচবি ও এসজিএসি) রুফ মাউন্টেড প্যাকেজ ইউনিট (আরএমপিইউ)-এর ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা এবং আগরতলা ভিত্তিক ট্রেনের এসকর্টিং, অপারেশন, রক্ষণাবেক্ষণ ট্রাবলশুটিং। টেন্ডার মূল্যঃ ১০,৫৪,৬৪,৬০৫.৮২/- টাকা; বায়নার ধনঃ ৬,৭৭,৩০০.০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৪-০৭-২০২৪ তারিখের ১১.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ২৪-০৭-২০২৪ তারিখের ১১.৩০ ঘন্টায়। **ক্র. নং. ২, টেন্ডার নং.ঃ** ইএল/এলএম/২৪-২৫/ওপি/১২, **কাজের নাম ঃ** ০৩ বছর (১০৯৫ দিন) সময়ের জন্য কামাখ্যায় (কেওয়াইকিউ) রানিং রুমের দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ সহ পরিষ্কার করা, বাগান করা/বাগান এলাকার সৌন্দর্যায়ন, আহার প্রস্তুত করা ও পরিবেশন করা, লিনেন ধোয়া, বিতরণ ও সংগ্রহ করা, কেয়ার টেকারের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৯৫,১৩,৬৪২.৪৮/- টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৯৭,৬০০.০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৪-০৭-২০২৪ তারিখের ১১.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ২৪-০৭-২০২৪ তারিখের ১১.৩০ ঘন্টার পরে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৪-০৭-২০২৪ তারিখের ১১.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডওপি, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Saharjora Gram Panchayat
ShitlaBarjora Bankura
e-NIT No.-02/SGP/24-25 Dated- 02/07/2024

All details of Schemes, Schedule dates and trams & condition can be obtained from www.wbtenders.gov.in and Saharjora Gram Panchayat Office.

Sd/-
Pradhan
Saharjora Gram Panchayat

মোকাম বালুরঘাট, সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন), দক্ষিণ দিনাজপুর
বিজ্ঞপ্তি

মোকদ্দমা নং-৩৭ / ২০২২ (মিস সাকশেসন)
রাম টুডু, পিতা মৃত লোথার টুডু, সাকিন- জোতগোপাল, পোষ্ট- ঠাকুরপুরা, থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর
...... দরখাস্তকারী

এতদ্বারা এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো যাইতেছে যে, মৃত ফুলমনি সরেন, স্বামী- রাম টুডু, সাকিন- জোতগোপাল, পোষ্ট- ঠাকুরপুরা, থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর এর ত্যক্ত টাকা পয়সা যাহা এল.আই.সি. অফিস বালুরঘাট শাখায় জমা আছে তাহার সাকশেসন শংসাপত্র পাইবার কামনায় উপরোক্ত দরখাস্তকারী অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ইংরাজির ২৪-০৭-২০২৪ তারিখের মধ্যে আদালতে উপস্থিত হইয়া কারণ দর্শাইবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

SCHEDULE OF PROPERTY
Schedule "A"

Name of the Policy Holder : Phulmani Saren. Name of the debtor : Life Insurance Corporation of India (L.I.C) Balurghat Branch. Policy No. 455419590 Sum Assured Rupees. 50,000/- with interest

By order
Sayantan Mukhopadhyay
Sherestadar
Civil Judge (Junior Divn.)
Balurghat, D/Dinajpur
02.07.2024

ড্রোন ভিডিওগ্রাফীর পরিচালন

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. সিওএন-বিএস-এজেডএল-২০২৪-জুলাই-০২ তারিখঃ ০২-০৭-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের হেতু অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার (গণ)/ফার্ম (সমূহ) থেকে ই-টেণ্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেণ্ডার আমন্ত্রণ করা হয়েছে: **ই-টেণ্ডার নং. ডিওয়াই.সিই-সিওএন-বিএস-ড্রোন-এজেডএল-০২।** কাজের নামঃ (১) ভৈরবী থেকে সাইরাং পর্যন্ত (মিজোরাম) নতুন ব্রডগেজ রেলপথ প্রকল্প নির্মাণের সঙ্গে সম্পর্কিত কাজের অগ্রগতি নিরীক্ষণ করার জন্যে ০.৫০ কিলোমিটার থেকে ৫১.৫০ কিলোমিটারের মধ্যের ৫১.০০ কিলোমিটারের এক দৈর্ঘ্যের জন্যে প্রস্তাবিত শ্রেণী বিন্যাস সহিত রেলওয়ে করিডরের বিভিন্ন স্থানে ১২ মাসের এক সময়সীমার জন্যে এক মাসে এক বার করে ড্রোন ভিডিওগ্রাফীর পরিচালন (ফ্যানটম ৪ কে ক্যামেরা ব্যবহার করে)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২৪,০৬,২৯২.২০/- টাকা। **ডাক সুরক্ষা জমাঃ** ৪৮,১০০/- টাকা। **টেণ্ডার প্র-পত্র জমা করার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৪-০৭-২০২৪ তারিখ থেকে ২৬-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **এবং খোলা যাবেঃ** ২৬-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্রপত্র সহিত সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ উপলব্ধ থাকবে।

উপ মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন, আইজল
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

DIMDIHA GRAM PANCHAYAT
Vill.-Dimdiha P.O.- Dimdiha ,Dist.- PURULIA(W.B), Pin.-723103
e-mail: gp.dimdiha@gmail.com
NOTICE INVITING e-TENDER No. DGP/NIT(e)-02/24-25

Pradhan Dimdiha Gram Panchayat P.S. Purulia-I, Dist: Purulia inviting e-tender for total 29 (twentynine) Nos. different works. Bid Submission closing (Online) 10.07.2024 5.00 PM. Bid opening date for Technical Proposals (Online): 13.07.2024 at 11:00 AM. For details visit website https:// wbtender.gov.in

Sd/- Prodhan
Dimdiha Gram Panchayat

রুপিক ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড

45/B, শুভম কমপ্লেক্স, ১ম A মেইন, জেপি নগর ৩য় ফেজ, বেঙ্গালুরু – 560078

স্বর্ণ নিলাম বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারন জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, নিচে উল্লেখিত ঋণের ক্ষেত্রে বন্ধক রাখা সোনা, বকেয়া পরিশোধ না করার কারণে নিলাম করা হবে। নিলামটি 16/07/2024 তারিখে বা তার পরে JBS Haldane Avenue, (11/A1D, E Topsia Rd, Mirania Gardens, Kolkata, West Bengal 700046-এ প্রস্তাবিত হয়েছে

ঋণের তালিকা (LOS ID)

3298832, 3384387

উপরে উল্লিখিত নিলামে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের আগে ইএমডি জমা করতে হবে এবং তাদের বৈধ আইডি কার্ড এবং প্যান কার্ড নিয়ে আসতে লাগবে।

আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন - 1800 419 8000

এসডি/- অনুমোদিত অফিসার
রুপিক ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড

OFFICE OF THE CHAKALTORE GRAM PANCHAYAT
P.O.- CHAKALTORE, PURULIA-I DEV. BLOCK, PURULIA

E-Tenders are hereby invited by the Pradhan Chakaltore Gram Panchayat under Purulia-I Dev. Block Dist.- Purulia (W.B) ie. **WBPUR/CGP/NIET- 1/ 24-25 Dated 01.07.2024** Memo No. 760/CGP/ 2024-25 Documents download/ Sale start date **04.7.2024 10.30 am** Bid Submission closing date **12.7.2024 upto 3.30 pm**. Date of opening of E-Tender on **15.7.2024 11.30 am**. at G.P. Office Meeting Hall. For more details contact with the Pradhan Chakaltore GP in office hours.

Sd/- Pradhan
Chakaltore Gram Panchayat

Notice Inviting Tender No. 03/ UJGP/2024-25 Dated 05/07/2024

Date of sale of Tender Form 04/07/2024 to 12/07/2024 from 11.30 AM to 3.30 pm). Last date of dropping of sealed Tender Form on or before 15/07/2024 up to 1.30pm. Date of Opening of Tender:- 15/07/2024 at 2.30 pm. For details please visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
UDAYPUR JOYNAGAR GRAM PANCHAYAT

DIMDIHA GRAM PANCHAYAT
Vill.-Dimdiha P.O.- Dimdiha ,Dist.- PURULIA(W.B), Pin.-723103
e-mail:gp.dimdiha@gmail.com
NOTICE INVITING e-TENDER No. DGP/NIT(e)-01/24-25

Pradhan Dimdiha Gram Panchayat P.S. Purulia-I, Dist: Purulia inviting e-tender for the works: Construction and upgradation of first floor of community hall at Dimdiha. Bid Submission closing (Online) 15.07.2024 5.00 PM. Bid opening date for Technical Proposals(Online): 18.07.2024 at 11:00 AM. For details visit website https://wbtender.gov.in

Sd/- Prodhan
Dimdiha Gram Panchayat

অফিসার রেস্ট হাউসের ম্যানিং, রক্ষণাবেক্ষণ ও হাউসকিপিং

টেন্ডার নং. ডিওয়াই-সিই-সি-এপিডিজে-ওআরএইচ-২৪, তারিখঃ ০২-০৭-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নামঃ** ২৪ মাস সময়ের জন্য নিউ কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার জং.-এ অফিসার রেস্টহাউসে এবং আলিপুরদুয়ার জং.-এ জিএম সুইটে ম্যানিং, রক্ষণাবেক্ষণ ও হাউসকিপিং, এসএসই/কন/ পি.ওয়ে/ আলিপুরদুয়ার জং., এসএসই/কন/ পি.ওয়ে/ নিউ বঙাইগাঁও-এর অফিস ও স্টোরে, ডিওয়াই. সিই/সি/আলিপুরদুয়ার জং.-এর অফিস সহ এক্সইএন/কন/নিউ বঙাইগাঁও, এএক্সইএন/সি/ নিউ কোচবিহার এবং এএক্সইএন/কন/বরপেটা রোড অফিসে রেলওয়ে সম্পত্তি দেখাশোনা করা ও পাহারা দেওয়ার জন্য ওয়াচম্যান প্রদানের পাশাপাশি অফিস পরিষ্কার করা ও ঝাড়ু দেওয়ার জন্য সার্ভিস বয় ও সাফাইওয়ালা প্রদানের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ ও হাউসকিপিং সহ অন্যান্য সমস্ত ধরনের সংযুক্ত আনুষঙ্গিক কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ২,৮৭,৪১,০৫৫.৮১/ টাকা। **বায়নার মূল্যঃ** ২,৯৩,৭০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৫-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টা। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

ডিওয়াই. সিই (কন)/আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

NOTICE INVITING e-TENDER

Tender Ref: i) WB/HZP/ULUBERIA-I/ HAT-II/e- NIT-01/2024-25, ii) WB/ HZP/ULUBERIA-I/ HAT-II/e-NIT-02/2024-25, iii) WB/HZP/ULUBERIA-I/HAT-II/e-NIT-03/2024-25, iv) WB/HZP/ULUBERIA-I/HAT-II/e-NIT-04/ 2024-25

Electronic Tenders are hereby invited by the Pradhan, Hatgachha-II Gram Panchayat, Uluberia -I Block for implementation of Four (04) no. work within Hatgachha-II Gram Panchayat, Howrah.

Details are available in https://wbtenders.gov.in & https:// etender.wb.nic.in and Office Notice Board.

Sd/-
Pradhan
Hatgachha-II Gram Panchyat

Office of the
Sherpur Gram Panchayat
Under Magrahat-I Development Block
Vill+P.O- Sherpur, P.S- Usthi Dist.: South 24 Parganas,Pin-743513
NOTICE INVITING e-TENDER No. WBS24PGS/MAG-I/SGP/165/NIT-4/2024-2025

The PRADHAN, Office of the Sherpur Gram Panchayat UNDER Magrahat-I Development Block invites e-tender for the work of Sinking of new deep TW with soakpit and platform (1) near Siddik Purkait house, ID-2024_ZPHD_706381_1, (2) near Jarina Laskar house, ID-2024_ZPHD_706382_1, (3) infront of Bakhrabad Madina Masjid, ID-2024_ZPHD_706387_1, (4) near Sankar Sardar house, ID-2024_ZPHD_706391_1, (5) INFRONT OF SEKH PARA MASJIDTALA and INSTSinking of new deep TW with soakpit and platform INFRONT OF SEKH PARA MASJIDTALA, ID-2024_ZPHD_706392_1, (6) near Kayalpara kishalay Sangha, ID-2024_ZPHD_706396_1, Period of Completion (for all): 30 Days. Last date of submission of bid(online) 12/ 07/2024 at 04.00 p.m. Bid opening date for Technical Proposals (Online) 15/07/2024 at 12.00 P.M. For details please visit website https:// wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Sherpur Gram Panchayat

OFFICE OF THE KANDUAH GRAM PANCHAYAT
VILL-KANDUAH, P.O.-KANDUAH, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH
(1) NIeT No. KGP/26/eNIT/24-25, Dated: 03/07/2024

For and on behalf of the Kanduah Gram Panchayat, Pradhan invites tenders through E-tendering for the work of: Construction of Drain and submersible pump at 9 (Nine) different places. Document download/sale date from 05.07.2024 10:00 am to 12.07.2024 10:00 am. Bid submission end date up to 12.07.2024 10:00 am or as per tender portal. Bid Opening Date: 15.07.2024 at 10.00 AM or as per tender portal. For details please visit office of the undersigned or website https://wbtenders.gov.in.

Sd/- Pradhan
Kanduah Gram Panchayat

দুধোরিয়া কনস্ট্রাকশন কোং লিমিটেড
CIN: L45201WB1981PLCO33825
নিবন্ধিত অফিস ঃ ৫৩সি, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬
ফোন নম্বর ০৩৩-৪০০৪-২১৯১ ইমেলঃ progressiveservicesindia@gmail.com

৪৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, বুক ক্লোজার এবং ই-ভোটিং

(ক) বার্ষিক সাধারণ সভা ঃ
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে দুধোরিয়া কনস্ট্রাকশন কোং লিমিটেডের-এর ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা বৃহস্পতিবার, ৮ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে সকাল ১১.০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। এর নিবন্ধিত অফিসে, ৫৩সি, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬।

(খ) বুক ক্লোজারঃ
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ অনুসারে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪, এবং SEBI-এর প্রবিধান ৪২ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর সদস্যদের ২০১৫-এর বিধিমালার সাথে পঠিত ধারা ৯১ অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। এবং কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার বই শুক্রবার, আগস্ট, ২০২৪ এর ২য় দিন থেকে বৃহস্পতিবার, ৮ আগস্ট, ২০২৪ (উভয়দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

(গ) ই-ভোটিংঃ
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০-এর সাথে পঠিত, সংশোধিত হিসাবে, সদস্যদের ই-ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তি। ই-ভোটিং সময়কাল সোমবার, ৫ আগস্ট, ২০২৪ এ সকাল ৯.০০ টা থেকে শুরু হয় এবং ৭ আগস্ট, ২০২৪ বুধবার বিকেল ৫.০০ টায় শেষ হয়। ই-ভোটিংয়ের ফলাফল কোম্পানির এজিএমের পরে ঘোষণা করা হবে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ০৪.০৭.২০২৪

দুধোরিয়া কনস্ট্রাকশন কোং লিমিটেডের জন্য
পুনিতা শর্মা
(কোম্পানি সচিব)

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-XVI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/009/24-25

Name of the work: **Desilting of surface drain at Rong Para, Ghoroi Para, Ramchandrapur, Anandapally etc. near Premises No.-90/14/1 in Ward No.-142.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,48,258.98.** Earnest money: ₹ **9,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **15.07.2024 - 12 noon.** The tender will be opened on: **18.07.2024 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **06.07.2024 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-I, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EEC/I/004/53/2023-2024/BUSTEE

Name of the work: **Repairing of damaged paver block passages at 13/H/23, 13/H/13, 13/H/2 etc. Raja Manindra Road Bustee, 26A/41, 26/15, 26/18 etc. Dum Dum Road Noongola Bustee and other places in Ward No.-004.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,53,349.00.** Earnest money: ₹ **9,500.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/I/007/31/2023-2024

Name of the work: **Repairing and renovation of S.U.H. at Gallif Street in Ward No.-7, under BR-I.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,96,079.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **15.07.2024 (up to 9 am) (For Sl. No. 1 & 2).** Tender will be opened on: **18.07.2024 (9 am) (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **05.07.2024 at 6 pm** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil), BR-V, KMC invites tender online percentage/item rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/040/OB/2024-2025

Name of the work: **Repair and maintenance of a portion of borough office building in Ward No.-040.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **4,61,107.74.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **12.07.2024 - 11 am.** Date and time of opening of tender: **15.07.2024 - 11 am.**

(2) NIT No. : V/036/07/PUMP/2024-2025

Name of the work: **Deployment of portable pump of dia 3" on an emergency basis at Beliaghata Road due to defunct sewer line in Ward No.-036.** Estimated cost: ₹ **2,50,000.00.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **180 days.** Last date and time of submission of bid: **16.07.2024 - 11 am.** Date and time of opening of tender: **18.07.2024 - 11 am.** The bid forms and other details are available on and from **05.07.2024 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XII, KMC invites tender online percentage/item rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/01/24-25

Name of the work: **Urgent repairing of paver block footpath near 225 Nabapally along R. B. connector & different places etc. in Ward No.-107, BR-XII.** Estimated cost: ₹ **2,97,885.35.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **75 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/106/008/24-25

Name of the work: **Maintenance of road with laying of hot mix & ancillary works near Premises No. 47 Prasanna Das Road in Ward No.-106.** Estimated cost: ₹ **3,38,606.09.** Earnest money: ₹ **7,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/106/010/24-25

Name of the work: **Urgent restoration of roads damaged by CESC from PAS connector to Prasanna Das Road through Purbachal Main Road in Ward No.-106.** Estimated cost: ₹ **4,87,447.82.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **35 days.** Last date and time of submission of bid: **16.07.2024 - 12 noon (For Sl. No. 1 to 3).** Date and time of opening of bid: **18.07.2024 - 1 pm (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **05.07.2024 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XIII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/XIII/116/04/24-25 (1st Call)

Name of the work: **Maintenance of sewer adjuncts at P. B. Road, C. M. Road & C. B. Road bye lanes area in Ward No.-116.** Work value: ₹ **2,88,958.50.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days.** Last date of submission of bid: **15.07.2024 (up to 11 am).** Tender will be opened on: **18.07.2024 (11 am).** The bid forms and other details are available on and from **05.07.2024 (from 5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-XV, KMC invites tender online percentage rate two bid systems for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/138/006/2024-2025/R

Name of the work: **Repairing & maintenance surface drain & passage allied works at S. A. Farooque Road, Panchpara Lane, Jugi Para Road Bara Bagan, Daiket Bagan etc. in Ward No.-138, BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **4,95,529.44.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/013/2024-2025/R

Name of the work: **Improvement of water tap platform with allied works at Kasaipara, Iron Gate Road etc. N/H/No. I-80, I-127, I-97/1, I-100, B-59, P-125 etc. in Ward No.-135, BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,96,925.74.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/138/001/2024-2025/R

Name of the work: **Removal of silt from Panchpara Lane nikashi covered drain in Ward No.-138, BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,98,449.63.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **120 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/138/002/2024-2025/R

Name of the work: **Removal of silt from surface drain N/H/No. T-170/A, T-193 Mitha Talab Bye Lane and T-246 Bara Bagan Lane to T-293 Jhinuk Shah Lane etc. in Ward No.-138, BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,94,802.42.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **120 days.**

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/135/019/2024-2025/R

Name of the work: **Repairing of surface drain and allied works N/H/No. P-214/B to P-212 & N/H/No. I-78 etc. in Ward No.-135, BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,25,450.42.** Earnest money: ₹ **6,600.00.** Period of completion: **90 days.**

(6) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/011/2024-2025/R

Name of the work: **Repairing and maintenance works of the main office building for Phase-I (2024-25) of BR-XV, in Ward No.-134.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,89,171.49.** Earnest money: ₹ **5,800.00.** Period of completion: **180 days.**

(7) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/136/004/2024-2025/D

Name of the work: **Restoration of bituminous road at Mudialy Road, D. B. Lane, S. P. Road, Fathepur 1st Lane N/H/No. Q-138, Q-236, Q-476, O-117, O-23 etc. in Ward No.-136, BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,95,995.30.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **120 days.** Last date and time of submission of bid: **18.07.2024 - 11 am (For Sl. No. 1 to 7).** Date of opening of tender: **20.07.2024 - 11 am (For Sl. No. 1 to 7).** The bid forms and other details are available on and from **09.07.2024 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 7).**

(177/24-25)

জো বাইডেনের বিকল্প হিসেবে পছন্দের শীর্ষে আছেন বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস

ওয়াশিংটন, ৪ জুলাইঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যদি আসন্ন নির্বাচন থেকে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেন, তবে তাঁর বিকল্প হিসেবে পছন্দের শীর্ষে আছেন বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। বাইডেনের প্রচারণা শিবির, হোয়াইট হাউস এবং ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কমিটির সাত সূত্রের বরাতে এ কথা জানা গেছে। আগামী ৮ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনকে সামনে রেখে সম্প্রতি জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের আটলান্টায় সিএনএনের স্টুডিওতে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ডেমোক্রেটিক প্রার্থী বাইডেনের মধ্যে প্রথম মুখোমুখি বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এই বিতর্কে মার্কিন ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি বয়সী (৮১ বছর) প্রেসিডেন্ট বাইডেন ছিলেন ধরাশায়ী। ট্রাম্পের বাক্যবাণে প্রথম দিকে অনেকটাই কোণঠাসা হয়ে পড়েন তিনি।

বিতর্কের পর অনেকে এখন আর বাইডেনের ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে যেতে তার ওপর চাপ ক্রমেই বাড়ছে। যদিও বাইডেন বলেছেন, তিনিই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। বাইডেন নির্বাচনী দৌড় থেকে সরে গেলে তাঁর বিকল্প কে হতে পারেন, তা নিয়েও গুঞ্জন চলছে। ডেমোক্র্যাট দলীয় সূত্র বলছে, এ তালিকায় শীর্ষে আছেন কমলা হ্যারিস। ৫৯ বছর বয়সী কমলা ছাড়াও বাইডেনের সম্ভাব্য বিকল্প হিসেবে আরও কয়েকজন প্রভাবশালী ডেমোক্র্যাট নেতার নাম শোনা যাচ্ছে। তাঁদের মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়ার গ্যাভিন নিউসাম, মিশিগানের গ্রেচেন হুইটমার এবং পেনসিলভানিয়ার জোশ শাপিরোর মতো গভর্নরদের নাম আছে। তবে সূত্র বলছে, কমলা হ্যারিসের এখন অবস্থান যেমন, তাতে তাঁকে কেউ টপকাতে পারার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সেসব সূত্র আরও বলেছে, যদি প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে দলের মনোনয়ন পেয়ে যান, তবে বাইডেনের প্রচার শিবিরের সংগ্রহ করা তহবিল কমলা হ্যারিসের কাছেই জমা হবে। প্রচার শিবিরের নিয়ন্ত্রণও তাঁর কাছে থাকবে।

তবে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে লড়ার ব্যাপারে কোনো ধরনের আলাপ-আলোচনার কথা নাকচ করেছেন কমলার সহযোগীরা। কমলার কার্যালয় থেকে দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়, দ্বিতীয় মেয়াদে বাইডেন প্রশাসনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবেই লড়তে চান এ নারী। ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকানউভয়ে পার্টি অঙ্গরাজ্যভিত্তিক প্রাথমিক বাছাইপর্বের (প্রাইমারি) মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর মনোনয়ন দেয়, যা ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। বাছাইপর্বে বাইডেন ৩ হাজার ৮৯৪ ডেলিগেটের সমর্থন নিশ্চিত করেছেন। আরও কয়েকজন ডেলিগেট আছেন, যাঁরা এখনো বাইডেনকে সমর্থন দেওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রতিশ্রুতি দেননি। চলতি মাসের শেষের দিকে একটি ভার্চুয়াল বৈঠকে ডেলিগেটরা প্রার্থীকে আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়ন দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। আগস্টে ডেমোক্র্যাট দলীয় ন্যাশনাল কনভেনশনে প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর মনোনয়ন চূড়ান্ত হবে। ক্যালিফোর্নিয়ায় ডেমোক্রেটিক দলীয় কৌশলবিদ মাইকেল ট্রুজিলো মনে করেন, এ ক্ষেত্রে কমলা হ্যারিসের প্রার্থিতা পেতে কোনো সমস্যা হবে না।

ট্রুজিলো বলেন, ডেলিগেটরা শুধু বাইডেনের ডেলিগেট নন, তাঁরা কমলা হ্যারিসেরও ডেলিগেট। প্রথম দিন থেকেই তিনি ৫০ অঙ্গরাজ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ডেলিগেটের সমর্থন পাবেন। ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কমিটির সাবেক অন্তর্বর্তী প্রধান ডনা ব্রাজিলে বলেন, বাইডেন যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সিদ্ধান্ত নেন, তবে কমলাই হবেন এ মুহূর্তে বিকল্প প্রার্থী।

লেবাননে ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত হলেন হিজবুল্লাহ কমান্ডার

জেরুজালেম, ৪ জুলাইঃ হিজবুল্লাহ জানিয়েছে, লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে ইসরায়েলের বিমান হামলায় তাদের এক প্রবীণ কমান্ডার নিহত হয়েছেন। জবাবে ইরান-সমর্থিত এই সশস্ত্র গোষ্ঠী ইসরায়েলের সামরিক ঘাঁটি লক্ষ করে রকেট হামলা চালিয়েছে। ইসরায়েলের হামলায় নিহত ওই কমান্ডারের নাম মোহাম্মদ নামেহ নাসের। প্রায় ৯ মাস ধরে ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে সীমান্তে সংঘর্ষ চলছে। এর ফলে অঞ্চলটিতে সর্বাত্মক যুদ্ধ বেধে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে মোহাম্মদ নামেহ নাসের সর্বশেষ প্রবীণ কোনো সদস্য, যিনি ইসরায়েলি হামলার শিকার হলেন। হিজবুল্লাহ জানায়, নামেহ নাসেরের হত্যার প্রতিশোধ নিতে তারা ইসরায়েলের সামরিক ঘাঁটিগুলোয় ১০০ রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। তবে এ হামলায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি বলে দাবি করেছে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী। তারা বলেন, রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্রগুলো উন্মুক্ত স্থানে বিস্ফোরিত হয়েছে। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়, হিজবুল্লাহর আজিজ ইউনিটের নেতৃত্বে ছিলেন নাসের। ইউনিটটি দক্ষিণ-পশ্চিম লেবানন থেকে রকেট হামলা চালানোর জন্য দায়ী। নাসের বিপুলসংখ্যক সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছেন বলেও দাবি করেছে ইসরায়েল। তালেব সামি আবদুল্লাহকে হত্যার পর নাসের ছিলেন ইসরায়েলি হামলার শিকার হিজবুল্লাহর সবচেয়ে প্রবীণ নেতা। গত মাসে সামি আবদুল্লাহ নিহত হন। এর জবাবে এক দিনেই উত্তর ইসরায়েলে ২০০টির বেশি রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে হিজবুল্লাহ। এর পর থেকেই দুই পক্ষের মধ্যে বাড়তে থাকা উত্তেজনা প্রশমনে কূটনৈতিক প্রয়াস চলছে।

সর্বাত্মক যুদ্ধ বেধে গেলে সেটির সম্ভাব্য ফলাফল অত্যন্ত ভয়াবহ হবে বলে সতর্ক করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘ। যুদ্ধে ইরান ও অন্যান্য গোষ্ঠীও জড়িয়ে পড়তে পারে। গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। এর পর থেকে প্রায় প্রতিদিন ইসরায়েল-লেবানন সীমান্তে পাল্টাপাল্টি গোলা নিক্ষেপের ঘটনা ঘটছে। চলমান সংঘাতে এ পর্যন্ত লেবাননের ৪০০ জনের বেশি নিহত হয়েছেন। এঁদের বেশির ভাগই হিজবুল্লাহ যোদ্ধা। এ ছাড়া নিহত হয়েছেন ২৫ ইসরায়েলি। এদের প্রায় সবাই সেনাসদস্য।

ধারালো অস্ত্রের কোপ

ধর্মনগর, ৪ জুলাই ঃ উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের রাধাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা নিমাই দেবনাথের ওপর বর্বরোচিত হামলা করা হয়েছে বুধবার গভীর রাতে। তাপস নমঃ, রঞ্জিত দেবনাথ, পঙ্কজ দেবনাথ ও প্রবীর দেবনাথ নামে আততায়ীরা নিমাই দেবনাথকে আক্রমণ করে বলে অভিযোগ। নিমাই দেবনাথের মাথায় ও গলায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ফায়ার ব্রিগেড এবং থানাকে খবর দিলে ফায়ার ব্রিগেড কর্মীরা নিমাই দেবনাথকে ধর্মনগরের উত্তর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার রক্তাক্ত অবস্থা সত্ত্বেও ডাক্তাররা নিমাই দেবনাথের ঘাড় এবং মাথায় ৪৫টি সেলাই সহ তাৎক্ষণিক চিকিৎসা দেন।

গাজায় শিশুদের মধ্যে ছড়াচ্ছে মারাত্মক চর্মরোগ

গাজা, ৪ জুলাইঃ যুদ্ধবিধ্বস্ত ফিলিস্তিনের গাজার একটি আশ্রয়শিবিরে সাত সন্তান নিয়ে থাকেন ওয়াফা এলওয়ান। শিবিরের তাঁবুতে তাঁর পাঁচ বছর বয়সী ছেলে ঘুমাতে পারে না। গোলাগুলির শব্দের কারণে ছেলেটি ঘুমাতে পারে না, ব্যাপারটি এমন নয়। তারা ঘুমাতে না পারার পেছনে অন্য একটি কারণ আছে।কী সেই কারণ? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ওয়াফা বলেন, 'গায়ে চুলকানির কারণে আমার ছেলে সারা রাত ঘুমাতে পারে না।' শিশুটির পা-জুড়ে দেখা গেল সাদা-লাল ফুসকুড়ি। গায়ে থাকা টিশার্টের নিচে এমন ফুসকুড়ি আছে আরও বেশি। ওয়াফার ছেলের মতো গাজার আশ্রয়শিবিরে থাকা অনেকে নানান চর্মরোগে ভুগছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) তথ্যমতে, গত ৭ অক্টোবর গাজায় ইসরায়েলের হামলা শুরুর পর থেকে উপত্যকাটিতে ১ লাখ ৫০ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি চর্মরোগে আক্রান্ত হয়েছে। ওয়াফা বলেন, 'আমরা মাটিতে ঘুমাই, বালুতে ঘুমাই। নিচ থেকে পোকামাকড় উঠে আসে।' গাজার দেইর আল-বালাহ শহরের নিকটবর্তী সাগরের কাছের একটি আশ্রয়শিবিরে ওয়াফার পরিবার থাকে। সেখানে হাজারো ফিলিস্তিনি রয়েছে। ওয়াফা মনে করেন, যে ধরনের পরিবেশ-পরিস্থিতিতে তাঁদের থাকতে হয়, তাতে সংক্রমণ অপরিহার্য। ওয়াফা বলেন, 'আমরা আগের মতো করে সন্তানদের স্নান করাতে পারি না। এখানে কোনো স্বাস্থ্যবিধি নেই। ধোয়া, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার মতো কোনো স্যানিটারি পণ্যও আমাদের কাছে নেই। এখানে কিছুই নেই।'

বাবামায়েরা প্রায়ই তাঁদের সন্তানদের ভূমধ্যসাগরে স্নান করতে বলেন। তবে যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সেখানেও দূষণ ছড়িয়েছে। সেখানে ময়লা-আবর্জনাসহ শিশুদের ন্যাপকিন পর্যন্ত ফেলা হচ্ছে।

ডব্লিউএইচওর হিসাব বলছে, গাজা যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ৯৬ হাজার ৪১৭টি খোসপাঁচড়া (স্ক্যাবিস) ও পরজীবী সংক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। জলবসন্তে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ৯ হাজার ২৭৪টি। ত্বকে ফুসকুড়ি হওয়ার ঘটনা ৬০ হাজার ১৩০টি। ত্বকে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণজনিত রোগের ঘটনা ১০ হাজার ৩৮টি।

দেইর আল-বালাহ আশ্রয়শিবিরে অস্থায়ীভাবে একটি ক্লিনিক চালাচ্ছেন ফার্মাসিস্ট সামি হামিদ। তিনি বলেন, গাজায় বিশেষ করে খোসপাঁচড়া ও জলবসন্তের বিস্তার ব্যাপক।

চর্মরোগ চিকিৎসায় গাজায় ওষুধের ঘাটতি আছে। ৪৩ বছর বয়সী হামিদ তাই আক্রান্ত শিশুদের ত্বকে ক্যালামাইন লোশন মাখিয়ে দিয়ে অস্বস্তি কমানোর চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, গরম আবহাওয়া ও বিশুদ্ধ জলের অভাবে শিশুদের ত্বকে সমস্যা হচ্ছে।

গাজায় ডক্টরস উইদাউট বর্ডারসের (এমএসএফ) চিকিৎসাবিষয়ক সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আবু মুগাইসিব বলেন, শিশুদের ঝুঁকি বেশি। কারণ, তারা শিশু। তারা বাইরে খেলাধুলা করে। বিভিন্ন জিনিস স্পর্শ করে। কোনো কিছু না ধুয়ে খেয়ে ফেলে।

মুগাইসিবের মতে, গরমে ঘাম বেশি হচ্ছে। শরীরে ময়লা জমছে। এতে ফুসকুড়ি ও অ্যালার্জি হচ্ছে। এগুলো চুলকাতে চুলকাতে সংক্রমণ হয়ে যায়। এমএসএফের চিকিৎসকদের আশঙ্কা, গাজার আশ্রয়শিবিরে লেশম্যানিয়াসিসের মতো অন্য চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। এ ধরনের চর্মরোগ মারাত্মক আকার ধারণ করলে তা প্রাণঘাতীও হতে পারে।

মুগাইসিব বলেন, গাজার শিশুরা রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার উচ্চ ঝুঁকিতে আছে। কারণ, অপুষ্টিতে তাদের রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে।

ফার্মাসিস্ট হামিদ বলেন, সম্প্রতি তাঁর দল একটি অস্থায়ী স্কুলে গিয়েছিল। সেখানে দেখা গেছে, ১৫০ শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৪ জনেরই খোসপাঁচড়া হয়েছে। স্কুলটির শিক্ষক ওলা আল-কুলা বলেন, শিক্ষার্থীদের কারও কারও ত্বকে সংক্রমণ দেখা দিয়েছে। তাদের কাছ থেকে সংক্রমণ শিক্ষকদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে।

ডব্লিউএইচও বলছে, স্বাস্থ্যবিধির অভাবে গাজার আশ্রয়শিবিরগুলোয় অন্য রোগও ছড়াচ্ছে।

হামিদ বলেন, এখানকার শৌচাগারগুলো সেকেলে ধাঁচের। তাঁবুর মধ্য দিয়েই পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা চলে গেছে। আর তা এখানে ব্যাপকভাবে রোগব্যাধি ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে।

ডব্লিউএইচও বলেছে, গাজায় ৪ লাখ ৮৫ হাজার ডায়রিয়া রোগী শনাক্ত হয়েছে।

মঙ্গলবার জাতিসংঘ বলেছে, গাজার ২৪ লাখ অধিবাসীর মধ্যে এখন বাস্তুচ্যুতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৯ লাখ।

গত ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাস ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে হামলা চালায়। ইসরায়েল সরকারের তথ্যের ভিত্তিতে এএফপির করা হিসাব অনুযায়ী, এই হামলায় ১ হাজার ১৯৫ জন নিহত হন।

হামাসের হামলার জবাবে সেদিন থেকেই গাজায় নির্বিচার হামলা শুরু করে ইসরায়েল। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুসারে, উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত ৩৭ হাজার ৯২৫ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।

রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর হাতে গত পাক্ষিকে ধৃত ৪৪ জন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী, উদ্ধার ২৯ জন নাবালক ও ১ জন মহিলা

মালিগাঁও, ৪ জুলাই ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ)র দ্বারা ১৬ থেকে ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত চালানো বিভিন্ন অভিযানে আগরতলা ও নিউ আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে স্টেশন থেকে ৪৪ জন বাংলাদেশী নাগরিক এবং একজন ভারতীয় এজেন্টকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাছাড়া, আরপিএফ এই সময়ের মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন স্টেশন থেকে ২৯ জন নাবালক এবং একজন মহিলাকে উদ্ধার করেছে। আরপিএফ এক মানব পাচারকারীকেও গ্রেপ্তার করেছে। ৩০ জুন, ২০২৪-এর সাম্প্রতিক একটি ঘটনায়, আগরতলার আরপিএফ ও জিআরপি এবং এসআইবি বদরপুর টীম যৌথভাবে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে একটি নিয়মিত তল্লাশি চালায়। তল্লাশির সময় তারা ষোলজন বাংলাদেশী নাগরিককে শনাক্ত করে। জিজ্ঞাসাবাদে তারা কোনো বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি এবং পরে স্বীকার করে যে তারা অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছে। পরে, সমস্ত ষোল জনকে আটক করা হয় এবং আরপিএফপোস্টআগরতলাতে নিয়ে আসা হয় এবং পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অফিসার ইনচার্জসরকারি রেলওয়ে পুলিশআগরতলার কাছে তুলে দেওয়া হয়।

অন্য একটি ঘটনায় ১৮ জুন, ২০২৪-এ ডিমাপুরের আরপিএফ দল ডিমাপুর রেলওয়ে স্টেশনে তল্লাশি অভিযান চালায়। তল্লাশির সময় তারা ডিমাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে সন্দেহভাজন এক মানব পাচারকারীসহ একটি পলাতক অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে উদ্ধার করে।

পরে অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েটির ঠিকানা নিশ্চিত করে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মেয়েসহ গ্রেপ্তারকৃত পাচারকারীকে ওসিপুলিশ স্টেশনঢেকিয়াজুলীর কাছে তুলে দেওয়া হয়। স্টেশন ও ট্রেনগুলিতে নিয়োজিত আরপিএফ কর্মীরা সবসময় সতর্ক থাকেন এবং সীমান্ত অঞ্চল থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধেও সর্বদা সতর্ক নজরদারি রাখেন। অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রতিরোধের জন্য রেলওয়ে স্টেশন ও ট্রেনগুলিতে আরপিএফ নিয়মিত তল্লাশি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।আরপিএফ যাত্রীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে অপরাধীদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে লড়াই চালিয়ে যাওয়া, মানব পাচারের সাথে জড়িত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের উপর কড়া নজরদারি রাখার পাশাপাশি উপযুক্ত অভিভাবক ছাড়া শিশুর সন্দেহজনক চলাচল, একা ভ্রমণ করা ইত্যাদি বিষয়ে উপরেও সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে।

Name Change

I, Rajesh Kumar Dutta (old name) son of Anil Kumar Dutta presently residing at Vill: Vidyanagar, PO- Charashyamdas, Bishnupur, South 24 Parganas, Pin: 743503, West Bengal, shall henceforth be known as Rajesh Dutta (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 04/07/2024. That Rajesh Kumar Dutta (old name) and Rajesh Dutta (new name) both are same and identical person.

Name Change

I MD AKIBUL HASAN KHAN, S/O JAFARULLA KHAN, R/O JHIKURKHALI, PO BHUNIARAY CHAK, EAST MEDINIPUR, PIN-721635, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AKIBUL HASAN KHAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/07/2024, THAT MD AKIBUL HASAN KHAN AND AKIBUL HASAN KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOHAMMAD ISMAIL, S/O IDRISH SK, R/O VILL BHAGA, PO DHUBINAGADI, PS KALIGANJ, DIST NADIA, PIN-741137, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD ISMAIL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/07/2024, THAT MOHAMMAD ISMAIL AND MD ISMAIL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন

আমি, Anita Nandy (পুরাতন নাম) স্বামী Abhiram Nandy , ঠিকানা- 15, Girish Avenue, Bagbazar, Kolkata- 700003, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 04.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Anita Nundy (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Anita Nundy (নতুন নাম) এবং Anita Nandy (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I ABDUL HAKIM MALLIK, S/O JAKIR HOSSEN MALLICK, R/O BORHAL DIGHIRPAR, PO KULAKASH, PS JANGIPARA, DIST HOOGHLY, PIN-712404, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUL HAKIM MALLICK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/07/2024, THAT ABDUL HAKIM MALLIK AND ABDUL HAKIM MALLICK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOHAMMAD MOHOSIN SHAIKH, S/O MD ISMAIL, R/O VILL BHAGA, PO DHUBINAGADI, PS KALIGANJ, DIST NADIA, PIN-741137, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD MOHOSIN SK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/07/2024, THAT MOHAMMAD MOHOSIN SHAIKH AND MD MOHOSIN SK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন

আমি, Shaikh Jhumu (পুরাতন নাম) পিতা Mohammad Badre Alam Shaikh , ঠিকানা- Jolpara Atghara Rajarhat, Gopalpur(m), Dist- North 24 Pgs, Pin- 700136, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 04.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Jhumu Mohammad Badre Alam Shaikh (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Jhumu Mohammad Badre Alam Shaikh (নতুন নাম) এবং Shaikh Jhumu (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I REHANA MISTRY, W/O MOSARAF MISTRI, R/O VILL-ENAYETNAGAR, PO-CHAK ENAYETNAGAR, PS BISHNUPUR, DIST SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743503, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS REHENA BIBI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD JUDICIAL MAGISTRATE 1ST CLASS AT ALIPORE ON 02/07/2024, THAT REHANA MISTRY AND REHENA BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Monish Agrahari, S/o Ram Karan Shaw, residing at 32B Ganesh Chandra Avenue, Kolkata - 700013 declare that the name of my minor daughter has been changed from Yashassvi Gupta & Yeshasvi Agrahari (Old Name) to Yashasavi Agrahari (Newname) and henceforth she will be known as Yashasavi Agrahari vide affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 28.06.2024. Yashassvi Gupta , Yeshasvi Agrahari and Yashasavi Agrahari all are the same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, Mamta & Mamta Shaikh (পুরাতন নাম) স্বামী Mohammad Badre Alam Shaikh , ঠিকানা- Jolpara Atghara Rajarhat, Gopalpur(m), Dist- North 24 Pgs, Pin- 700136, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 04.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mamta Mohammad Badre Alam Shaikh (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mamta Mohammad Badre Alam Shaikh (নতুন নাম) এবং Mamta & Mamta Shaikh (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I MANJUR ALAM MISTRY, S/O MOSARAF MISTRI, R/O VILL-ENAYETNAGAR, PO CHAK ENAYETNAGAR, PS BISHNUPUR, DIST SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743503, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MONJUR ALAM MISTRY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD JUDICIAL MAGISTRATE 1ST CLASS AT ALIPORE ON 02/07/2024, THAT MANJUR ALAM MISTRY AND MONJUR ALAM MISTRY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I DIPTI RANI SEAL SHARMA, W/O SANTOSH SHIL SHARMA, R/O 36, SARADA PALLY RAMESWAR ROY ROAD, PS HARIDEBPUR, KOLKATA - 700063, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DIPTI SHIL SHARMA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/07/2024, THAT DIPTI RANI SEAL SHARMA AND DIPTI SHIL SHARMA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন

আমি, Saumitra Jana (পুরাতন নাম) পিতা Brajendra Nath Jana , ঠিকানা-Vill.- Gholamdan, P.O.- Amdan, P.S.- Panskura, East Medinipur, 721131, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 04.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Soumitra Jana (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Soumitra Jana (নতুন নাম) এবং Saumitra Jana (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I MOSARAF HOSSAIN MISTRY, S/O MANSOOR ALI MISTRI, R/O VILL+PO CHAK ENAYETNAGAR, PS BISHNUPUR, DIST SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743503, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOSARAF MISTRI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD JUDICIAL MAGISTRATE 1ST CLASS AT ALIPORE ON 02/07/2024, THAT MOSARAF HOSSAIN MISTRY AND MOSARAF MISTRI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SANTOSH SEAL SHARMA, S/O MANMOHAN SHIL SHARMA, R/O 36, SARADA PALLY, RAMESWAR ROY ROAD, PS HARIDEBPUR, KOLKATA - 700063, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANTOSH SHIL SHARMA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/07/2024, THAT SANTOSH SEAL SHARMA AND SANTOSH SHIL SHARMA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন

আমি, Rinki Dutta (পুরাতন নাম) স্বামী Niloy Nath , ঠিকানা- 15A/1, Kalitara Bose Lane, Beliaghata , Kolkata 700010, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 04.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rinki Dutta Nath (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rinki Dutta Nath (নতুন নাম) এবং Rinki Dutta (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Mohammed Azam (পুরাতন নাম) পিতা Subhan Ahmed ঠিকানা 266/Y, Ali Haider Road, Iqra Masjid, Naya Basti, P.S.- Titagarh, Barrackpore-700119 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 04-07-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mohammad Azam Subhani (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mohammad Azam Subhani (নতুন নাম) ও Mohammed Azam (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I AMRIT AHLUWALIA, D/O SURJIT SINGH WALIA, R/O 61, RISHI AUROBINDO SARANI, PO NAOPARA, PS BARANAGAR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700090, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMRIT KAUR AHLUWALIA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/07/2024, THAT AMRIT AHLUWALIA AND AMRIT KAUR AHLUWALIA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন

আমি, Md Afsar Ali (পুরাতন নাম) পিতা Md Fazar Ali Gazi ঠিকানা- Vill.- Astana Road Basirhat, , P.O.- Basirhat, P.S.- Basirhat, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743411, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 04.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Md Afsar Ali Gazi (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Md Afsar Ali Gazi (নতুন নাম) এবং Md Afsar Ali (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I RINA DEY(OLD NAME), WIFE OF NARAYAN CHANDRA DEY, RESIDING AT SHALBAGAN FEEDER ROAD, PO- NOAPARA, BARASAT, NORTH 24 PARGANAS -700125, WEST BENGAL HAVE CHANGED HER NAME AND SHE SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RINA DEY SAHA(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA COURT, VIDE AFFIDAVIT NO 45 DATED 04/07/2024 RINA DEY AND RINA DEY SAHA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,MEHAR RAMA VENKANTA SUBRAHMANYA KUCHIMANCHI & K.R.V.S. MEHAR, S/O PRAHLADARAO KUCHIMANCHI, DOB - 11/08/1972, RESIDING AT74/1, UDAY SHANKAR SARANI, GOLF CLUB ROAD, POST- TOLLYGUNGE, PS- JADAVPUR, KOLKATA, PIN - 700033 WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MEHAR KUCHIMANCHI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 04/07/2024. THAT MEHAR RAMA VENKANTA SUBRAHMANYA KUCHIMANCHI & K.R.V.S. MEHAR ALSO MEHAR KUCHIMANCHI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন

আমি, Anwarie Khanum (পুরাতন নাম) পিতা Mustaque Ali Khan , ঠিকানা- 66B, G. J. Khan Road, P.O. & P.S.- Tiljala, Kolkata- 700039, West Bengal, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 04.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Anwari Khanum (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Anwari Khanum (নতুন নাম) এবং Anwarie Khanum (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I UMA MAJI, D/O MADAN MOHAN MAJI, W/O SUDHAMOY PATRA, R/O DISHERGARH NABARUN COLONY, KULTI, BARDHAMAN -713333, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS UMA PATRA MAJI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/06/2024, THAT UMA MAJHI AND UMA PATRA MAJHI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, ANNAPOORNA KUCHIMANCHI & ANNAPOORNA MEHAR & ANNAPURNA KUCHIMANCHI,W/O MEHAR KUCHIMANCHIDOB - 11/06/1975, RESIDING AT 74/1, UDAY SHANKAR SARANI, GOLF CLUB ROAD, POST- TOLLYGUNGE, PS- JADAVPUR, KOLKATA, PIN- 700033, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANNAPURNA KUCHIMANCHI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 04/07/2024.THAT ANNAPOORNA KUCHIMANCHI & ANNAPOORNA MEHAR & ANNAPURNA KUCHIMANCHI ALSO ANNAPURNA KUCHIMANCHI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন

আমি, Benoy Kumar Das (পুরাতন নাম) পিতা Rajkumar Das , ঠিকানা- 31, Kalinath Ghosal Road, Kamarhati, P.O.- Ariadaha, P.S.- Dakshineswar, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 700057, West Bengal, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 04.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Benoy Das (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Benoy Das (নতুন নাম) এবং Benoy Kumar Das (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I AHAMAD MONDAL AND MD AHAMMAD MONDAL, S/O JAMATALI MONDAL, R/O N0069, PARULIA DAKSHIN PARA, PARULIA, KALYANI, NADIA, 741257, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AHAMMAD MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/07/2024,THAT AHAMAD MONDAL AND MD AHAMMAD MONDAL ALSO AHAMMAD MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ABDULLA GAJI, S/O ABULKASIM GAZI, R/O 2NO MOUKHALI HALDER PARA, PO JAGACHA, PS SANTRAGACHI, HOWRAH -711111, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDULLA GAZI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/07/2024, THAT ABDULLA GAJI AND ABDULLA GAZI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন

আমি, BASUDEB PAL (পুরাতন নাম) পিতা LATE NAPAL CHANDRA PAUL @ NEPAL CHANDRA PAUL , ঠিকানা- 6, SHIB KRISHNA DAW LANE, PS- GIRISH PARK, KOLKATA -700007, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 03.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে BASUDEV PAUL (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। BASUDEV PAUL (নতুন নাম) এবং BASUDEB PAL (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I MD ATAUR RAHAMAN, SON OF MUCHHA MONDAL, RESIDING AT VILL & PO - GOTRA, BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS - 743422, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD ATAUR RAHAMAN MONDAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/07/2024.THAT MD ATAUR RAHAMAN AND MD ATAUR RAHAMAN MONDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I NASRIN BEGUM, W/O ABDULLA GAZI, R/O 2NO MOUKHALI HALDER PARA, PO JAGACHA, PS SANTRAGACHI, HOWRAH - 711111, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NASRIN KHATUN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/07/2024, THAT NASRIN BEGUM AND NASRIN KHATUN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন

আমি, SAHANARA BIBI (পুরাতন নাম) স্বামী SAIDUL SEKH, ঠিকানা-VILL- RAJARAMPUR, PS-FALTA, SOUTH 24 PARGANAS - 743504, WEST BENGAL, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 03.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে SAHAMARA SEKH (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল। SAHAMARA SEKH (নতুন নাম) এবং SAHANARA BIBI (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I , Pankaj Monoj Mohan Nandi S/O- Manoj Nandi @ Monojmohan Abani Nandi resident of Rayan Paschim Para, Rayan, Bardhaman, West Bengal, PIN -713101, have changed my name and shall henceforth be known as 'PANKAJ NANDI' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 04/07/2024. That Pankaj Monoj Mohan Nandi and Pankaj Nandi both are same and one identical person.

Name Change

I PRAKASH GIRIA, S/O DULI CHAND GIRIA, R/O 30, AMARNATH ROAD, UTTARPARA, HOOGHLY-712258, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRAKASH KUMAR GIRIA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/07/2024,THAT PRAKASH GIRIA AND PRAKASH KUMAR GIRIA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL

নাম পরিবর্তন

আমি, Abhiram Nandi (পুরাতন নাম) পিতা Madhusudan Nandi , ঠিকানা- 15, Girish Avenue, Bagbazar, Kolkata- 700003, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 04.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Abhiram Nandy (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Abhiram Nandy (নতুন নাম) এবং Abhiram Nandi (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I , Shyamal Kumar Das S/O- Bhabanicharan Das resident of 004/154 Bandel Station Road, Chinsurah, Hooghly, West Bengal, PIN - 712103, have changed my name and shall henceforth be known as 'SHYAMAL DAS' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 04/07/2024. That Shyamal Kumar Das and Shyamal Das both are same and one identical person.

Name Change

I DEEPAK KR KHAITAN, S/O RAJ KUMAR KHAITAN, R/O ELGIN,BL-2,2ND FLOOR, FL-B10,1,NEW BATANAGAR ROAD, MAHESHTALA, KOLKATA-700140, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEEPAK KHAITAN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/07/2024,THAT DEEPAK KR KHAITAN AND DEEPAK KHAITAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

অফিসেই বিডিও কে আইবুড়ো ভাত খাইয়ে বর্ধমানে বিতর্কে তৃণমূল নেতৃত্ব

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৪ জুলাই ঃ আর কয়েকদিনের মধ্যেই সাত পাকে বাঁধা পরতে চলেছেন বর্ধমান ১ ব্লকের বিডিও। অগত্যা তরুণ বিডিও সাহেবকে অফিসেই আইবুড়ো ভাত খাওয়ানোর এলাহী আয়োজন সেরে ফেললেন পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূলের জাঁদরেল নেত্রী তথা বর্ধমান ১ ব্লক তৃণমূলের নেত্রী তথা বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারপার্সন কাকলি তা গুপ্তা। সঙ্গে ছিলেন বর্ধমান ১ ব্লক তৃণমূলের দাপুটে যুব সভাপতি মানস ভট্টাচার্য্য। আর সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে রাজনৈতিক মহলে। ওই ভাইরাল ভিডিও তে দেখা যাচ্ছে, বিডিও সাহেব কে আইবুড়ো ভাত খাওয়াচ্ছেন তৃণমূল নেত্রী কাকলী তা গুপ্তা। গদগদ হয়ে বিডিও সাহেবও নেত্রীর পা ছুঁয়ে আশীর্বাদও নিচ্ছেন। নেত্রীর সঙ্গে ছিলেন আরেক বিতর্কিত তরুণ তুর্কী নেতা। সোশ্যাল মিডিয়ায় আইবুড়ো ভাতের ছবি ভাইরাল। আর ছবি ভাইরাল হতেই এই ঘটনা কতদূর নীতিসম্মত এবং কতটা রুচিসম্মত তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান ১ নম্বর ব্লকের বিডিও রজনীশ কুমার যাদব। তরুণ এই আধিকারিক শিগগির-ই বাঁধা পড়বেন সাতপাকের বন্ধনে। তাই তড়িঘড়ি অফিস শেষে তার জন্য আয়োজন করা হয় এলাহী ভোজের। প্রথমে ফুল মালা চন্দনে তাকে বরণ করা হয়। সঙ্গে ছিল শঙ্খধ্বনিও। গোটা কর্মকাণ্ড হয়েছে ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদ (বিডিএ) চেয়ারম্যান কাকলি তা গুপ্তের স্নেহের ছায়ায়। উপস্থিত ছিলেন এলাকার দাপুটে নেতা যুব সভাপতি মানস ভট্টাচার্য। এই আইবুড়ো ভাতের অনুষ্ঠান ঘিরে বিডিও সাহেবের কোনও সংকোচ ছিল না। জড়তাও ছিল না। কাকলি তা বিডিও রজনীশ কুমার যাদবকে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে ও দূর্বা ঘাস মাথায় ছুঁয়ে আর্শীবাদ করতেই তরুণ বিডিও সাহেবকে রীতিমত কাকলি তা-র পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেও দেখা যায়। প্রসঙ্গত, বছর তিনেক আগে কোভিড কালে, ২০২১ সালের ১৭ জুন পূর্ব বর্ধমানের গুসকরায় কৃষি মাণ্ডিতে একটি অনুষ্ঠানে আউশগ্রামের তৎকালীন বিডিও অরিন্দম মুখোপাধ্যায়কে দেখা গিয়েছিল দোর্দণ্ডপ্রতাপ বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে। সেই নিয়ে তখন কম জলঘোলা হয়নি। ব্যাপক বিতর্ক ছড়িয়েছিল। আবার জামালপুর ১ পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সাহাবুদ্দিন মন্ডলের পঞ্চায়েত অফিসে আইবুড়ো ভাত খাওয়ানো নিয়েও বিতর্ক ছড়িয়ে পরেছিল বছর দুয়েক আগে। এখানে যদিও বিডিও রজনীশ কুমার যাদবের কিছুতেই কিছু যায় আসে না মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। আর পাঁচ টা আইবুড়োভাত মতোই এটাকে নিছক একটি ভালবাসা ও স্নেহের প্রকাশ বলেই মনে করছেন তিনি। অতি উৎসাহী হয়ে তিনি মেনুর বিবরণও দিয়েছেন। ভাত, মাছের মাথা দিয়ে ডালের সঙ্গেই বাঙালি থালিতে ছিল নানা ব্যঞ্জন। তিনি জানান, তার অফিসে নয়, সমিতির পাশের ঘরে এই সেলিব্রশন হয়। আর কাকলীদেবী 'মায়ের বয়সী' বলেই পায়ে হাত দিয়েছেন। যদিও এই নিয়ে জোর বিতর্ক শুরু হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে এক তৃণমূল কর্মী আইবুড়ো ভাতের ছবি পোস্ট করেছেন। সেখানে আবার বিডিওকে 'ভিডিও সাহেব' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যা নিয়ে নেটপাড়ায় হাসির রোল পড়ে গিয়েছে। পাশাপাশি, ছবিতে ধরা পড়েছে আইবুড়ো ভাত ঘিরে আনন্দ উচ্ছ্বাস। বিরোধীরা একে 'নজিরবিহীন' বলে আখ্যা দিয়ে কড়া সমালোচনা করেছেন। সরকারি অফিসের মধ্যে এই কাজ করা যায় কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। যদিও বিপরীত পক্ষ স্বাভাবিকভাবেই 'সেফ' খেলেছেন। তারা সামাজিক প্রথার দোহাই দিয়ে সাফাই গেয়েছেন। প্রশ্ন উঠেছে বিডিও কে মাতৃসম তৃণমূল নেত্রী আইবুড়ো ভাত খাওয়াতেই পারেন, তাতে কোন অন্যায় নেই। সেই অনুষ্ঠানে অন্যান্য তৃণমূল নেতা নেতৃত্বও উপস্থিত থাকতে পারেন। কিন্তু সেটা ব্যাক্তিগত পরিসরে হতে পারে। অবশ্যই সরকারি কোন অফিসের মধ্যে নয়। এই ঘটনা সামনে আসতেই ট্যুইট করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও।

শূকরের কামড়ে মৃত্যু বৃদ্ধার, ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৪ জুলাই ঃ এবার আর হাতি নয়, এবার শূকর। শূকরের কামড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক সহায়সম্বলহীন বৃদ্ধার। মৃতার নাম করুণা কর্মকার (৮৪)। বাঁকুড়া পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের লালবাজার এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে খবর, বাড়িতে একাই থাকতেন 'অসুস্থ' বৃদ্ধা করুণা কর্মকার। মূলতঃ পাড়ার লোকেরাই তাঁকে দেখাশোনা করেন। তবে তাঁর ছেলে ও মেয়ে এসে মাঝে- মধ্যে দেখে যেতেন তাঁকে। কিন্তু 'অসুস্থ' ওই বৃদ্ধার 'শূকরের কামড়েই মৃত্যু হয়েছে' বলে দাবি করা হয়েছে স্থানীয়দের তরফে। স্থানীয় কাউন্সিলর অভিজিত দত্ত-ও বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, এই এলাকা 'শূকরের আখড়ায় পরিণত হয়েছে, লালবাজারের প্রতিটি গলিতেই শূকরের অবাধ বিচরণ'। যে ঘটনা আগে কখনও হয়নি সেটাই হল, শূকরের কামড়ে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হল! অভিজিত দত্ত জানান, বেআইনি ভাবে শূকর চাষের জন্যই সমস্যা বাড়ছে। পুরসভার তরফে একাধিকবার এই বিষয়ে মাইকিং করা হয়েছে, তবে পরিকাঠামোর অভাবে ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। বোর্ড মিটিংয়ে এই বিষয়ে আলোচনা হবে। এ ছাড়াও এক্ষেত্রে 'পুরসভার যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে' বলেও তিনি জানান। এলাকাবাসী বলেন, পাশের বস্তিতে শুয়োর চাষ করা হচ্ছে, সেই শুয়োর যখন-তখন বাড়িতে ঢুকে পড়ছে। পুর-এলাকা শুয়োরের জ্বালায় অতিষ্ট। ওই বৃদ্ধার শুয়োরোর আক্রমণেই মৃত্যু হয়েছে দাবি করে তাঁরা আরও বলেন, বাড়ির বাইরে শিশুদের একা ছাড়া যায় না। বিষয়টি পুরসভাকে জানালেও কোনও কাজ হয়নি বলে তাঁদের অভিযোগ। স্থানীয় এক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী বলেন, সেন্টারের দরজা বন্ধ রেখে কাজকর্ম করতে হয়, যখন-তখন শুয়োর ঢুকে পড়ে। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন তাঁরা।

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার নোটিস নংঃ ২২-এসডিএসটিই-এএসএন-২০২৪-২৫ তারিখ ০৩.০৭.২০২৪ সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ- **স্থান সহ কাজের নাম/স্থানঃ** "আসানসোল ডিভিসন- নিম্নলিখিতগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এস অ্যান্ড টি-র কাজ (১) সীতারামপুর-ঝাঝা শাখায় শঙ্করপুর-মথুরাপুরের মধ্যে এলসিগেট নং ২৪/সি/ ই-র অনুষঙ্গে এলএইচএস নির্মাণের কাজ; (২) সীতারামপুর-ঝাঝা শাখায় তুতিকোরিন-লাহাবন -এর মধ্যে এলসিগেট নং ৩৩এ/ই-র অনুষঙ্গে এলএইচএস নির্মাণের কাজ; (৩) সীতারামপুর-ঝাঝা শাখায় নরগঞ্জ - ঝাঝার মধ্যে এলসিগেট নং ৩৭এসপিএল/ই-র অনুষঙ্গে এলএইচএস নির্মাণ।" **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ₹ ৭০,৩১,৫১৭.৭৭/-; বায়না অর্থঃ **বায়না অর্থ ঃ** ₹ ১,৪০,৬০০/-; **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১৮০ দিন; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৭.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টায়। ওয়েবসাইট বিবরণ ঃ **http://www.ireps.gov.in/** এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতে হাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতে হাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। টেন্ডারদাতা/ দরপ্রস্তাবদাতাদের অবশ্যই ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং অবশ্যই আইআরইপিএস পোর্টালে নিবন্ধীকৃত হতে হবে। কেবলমাত্র নিবন্ধীকৃত টেন্ডারদাতা/ দরপ্রস্তাবদাতা ই-টেন্ডারিং-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ASN-105/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EastrnRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. ২২২-এস/১/ডব্লু-II তারিখঃ ০৩.০৭.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/I, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ- **(১) টেন্ডার নং. টিএন-১০৫-২৪-২৫; কাজের নামঃ** নৈহাটিতে আরপিএফ ব্যারাকের [৩০ শয্যাবিশিষ্ট] ব্যবস্থা করার কাজ; **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹১,৩৫,০২,১৮৮.৫৫; **প্রদেয় বায়না অর্থঃ** ₹২,১৭,৫০০.০০; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টেয়; **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ১২ (বারো) মাস; **(২) টেন্ডার নং. টিএন-১০৬-২৪-২৫; কাজের নামঃ** ব্যারাকপুরে আরপিএফ ব্যারাকের [৩০ শয্যাবিশিষ্ট] ব্যবস্থা করার কাজ; **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹১,৩৫,০১,৭২৯.৯৫; **প্রদেয় বায়না অর্থঃ** ₹২,১৭,৫০০.০০; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টেয়; **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ১২ (বারো) মাস; **(৩) টেন্ডার নং. টিএন-১০৭-২৪-২৫; কাজের নামঃ** বালিগঞ্জে আরপিএফ ব্যারাকের [৩০ শয্যাবিশিষ্ট] ব্যবস্থা করার কাজ; **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹১,৩৫,০২,০০৬.৪৬; **প্রদেয় বায়না অর্থঃ** ₹২,১৭,৫০০.০০; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টেয়; **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ১২ (বারো) মাস; **(৪) টেন্ডার নং. টিএন-১০৮-২৪-২৫; কাজের নামঃ** শিয়ালদহতে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ শিয়ালদহ-র অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ পি.ওয়ে/শিয়ালদহ-র শাখায় অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সমেত শিয়ালদহ স্টেশনে ব্যালাস্ট বিহীন ট্র্যাক মেরামতির কাজ; **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹১,৪০,২১,৭০১.৭০; **প্রদেয় বায়না অর্থঃ** ₹২,২০,১০০.০০; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টেয়; **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ০৯ (নয়) মাস; **(৫) টেন্ডার নং. টিএন-১০৯-২৪-২৫; কাজের নামঃ** অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক কাজ সহ আরডিএসও অনুসারে এলসিগেটগুলিতে স্ট্যান্ডার্ড হাইট গেজ-এর ব্যবস্থা করার কাজ-১/এ/ই, ২/এ/ই [শিয়ালদহ - বালিগঞ্জ জংশন], ৫/এস/টি [বালিগঞ্জ জংশন -সোনারপুর জংশন], ৭/বি/টি, ৯/বি/টি, ১০/বি/টি, ১১/সি/ই, ১২/বি/টি, ১৩/বি/টি, ১৪/বি/টি [বালিগঞ্জ জংশন - বজবজ], ১৩০ [নৈহাটি জংশন - ব্যান্ডেল জংশন], ১ এবং ১এ, [কল্যাণী - কল্যাণী সীমান্ত] = ১৩টি; **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹২,০৭,৪০,৮৮৬.৯৫; **প্রদেয় বায়না অর্থঃ** ₹২,৫৩,৭০০.০০; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টেয়; **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ১৮ (আঠারো) মাস। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে অনলাইনে টেন্ডার দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব সরাসরি বাতিল করা হবে। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ২৬.০৭.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। SDAH-114/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

e-tenders are invited by Prodhan, Lowa-Ramgopalpur Gram Panchayat under Galsi-1 Dev. Block Dist. – Purba Bardhaman, from resourceful/ bonafide contractors with experience and requisite credential from 15th CFC fund vide TENDER ID-2024_ZPHD_706280_1 and 2024_ZPHD_706284_1. Date of closing of Submission of Technical bid & Financial Bid on 10/07/2024 up to 12.00 IST. For details visit the website: http://wbtenders.gov.in

চার্জ হচ্ছিল টোটো, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গৃহবধূর মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৪ জুলাই ঃ কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা-১ ব্লকের হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাঙামোড় এলাকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। তাঁর মৃত্যুকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতার নাম সুমিত্রা শীলশর্মা (৪২)। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ির উঠোন ঝাড় দিচ্ছিলন সুমিত্রাদেবী। সেই সময়ে কোনওভাবে টোটো চার্জারের তারের সংস্পর্শে আসায় তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। বাড়ির লোকজনরা তড়িঘড়ি তাঁকে মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিবারের লোকজনের দাবি, চার্জারের তার কোনও জায়গায় কাটা থাকার ফলেই তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছেন। পুলিশ ইতিমধ্যেই মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

ভূমিধস অব্যাহত, ধসে গেল ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের একাংশ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই ঃ প্রবল বৃষ্টিতে বিভিন্ন জায়গায় ধস নামা যথারীতি অব্যাহত। এবার মেল্লিবাজারে ধস নামে। দু'দিন আগে ভূমিধসের জেরে বিড়কিধারায় জাতীয় স।কের একটি অংশ ভেঙে তিস্তায় মিশেছিল। বৃহস্পতিবার সকালে একই ঘটনা ঘটল মেল্লিবাজারে। রাস্তার একটা অংশ ভেঙে তিস্তায় মিশেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই এলাকার একাধিক বাড়িতে এদিন জল ঢুকেছে। এদিনও তিস্তার জল আছড়ে পড়ে তিস্তাবাজারে। মঙ্গলবার বিকেলে চালু হলেও এদিন ফের বন্ধ হয়ে যায় পেশক রোড। ফলে দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের মধ্যে চলাচলকারী গাড়িগুলিকে এখন ঘুরপথে যাতায়াত করতে হচ্ছে। পূর্ত দপ্তরের ন্যাশনাল হাইওয়ে ডিভিশন ধসের জেরে রাস্তায় পড়ে থাকা বালি-পাথর সরানোর পাশাপাশি কয়েকটি এলাকায় গার্ডওয়াল দেওয়ার কাজ শুরু করেছে বটে, তবে রাস্তাটি কবে চালু হবে তা একেবারেই স্পষ্ট নয়। এই ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কিছু জানাতে পারছে না প্রশাসন। কালিম্পংয়ের জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি মঙ্গলবার বলেছিলেন, 'ভারী বৃষ্টির জন্য বেশ কয়েকটি জায়গায় ধস নামায় এবং মেরামতির কাজ চলায় জাতীয় সড়কটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে।' এদিনও তাঁর একই বক্তব্য।

চোপড়ায় পৌঁছালেন ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিটির প্রতিনিধিরা

দুরন্ত বার্তা, চোপড়া, ৪ জুলাই ঃ বৃহস্পতিবার সকালেই চোপড়ার লক্ষ্মীপুরে এসে পৌঁছাল ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিটির প্রতিনিধি দল। এদিন গ্রামে পৌঁছাতেই প্রতিনিধি দলটি নির্যাতিতা যুবক যুবতীর সঙ্গে কথা বলতে তাঁদের বাড়িতে চলে যান। ঘটনার ব্যাপারে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন তাঁরা। অন্যদিকে, বুধবার রাতে এলাকা থেকে আরও দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের নাম তাহেরুল ইসলাম ও আবদুল রাউফ। তাদের বাড়ি লক্ষ্মীপুর এলাকাতেই। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি চোপড়ার এক ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছিল, এক তৃণমূল নেতা এক যুবক - যুবতীকে মারধর করছে। কখনও চুলের মুঠি ধরে, কখনও লাথি আবার কখনও বেত দিয়ে মারতে দেখা যায়। জানা যায়, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরে যুবক যুবতীর বিরুদ্ধে সালিশি সভা বসিয়ে এই তালিবানি অত্যাচার চলে। এমনকি সেখানে উপস্থিত প্রত্যেকেই নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিল। ইতিমধ্যেই মূল অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা তজমুল সহ চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

চারদিন পর বর্ধমানের হোটেলে মহিলা খুনে গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৪ জুলাই ঃ অবশেষে চারদিনের মাথায় বর্ধমানের হোটেলে মহিলা খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্ত। ধৃতের নাম মহঃ নজরুল খান(৩৬), সে শহরের খাগড়াগড় এলাকার বাসিন্দা। খুনের ঘটনার পর থেকেই বেপাত্তা অভিযুক্ত। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বর্ধমান থানার পুলিশ ঝাড়খন্ডের লোহার-ডাগা জেলার কুরু বাজার এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে মহঃ নজরুল খান কে। পুলিশ ধৃত কে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পেরেছে, মৃত মহিলার সাথে অনেকের বিবাহ বর্হিভূত সম্পর্ক ছিল। সেই সম্পর্ক মেনে নিতে পারেনি মৃত মহিলার স্বামী ধৃত মহঃ নজরুল। এর জেরেই খুন কি না তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে খুনের ধারায় মামলা রুজু করে বর্ধমান জেলা আদালতে পাঠায় পুলিশ। ধৃতের ৫ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। তদন্তে স্বার্থে ধৃতের সাত দিনের পুলিশী হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে। জানাগেছে, গত রবিবার স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিয়ে বর্ধমানের অশোক হোটেলে ওঠে ধৃত মহঃ নজরুল ও পায়েল বেগম। হোটেলে ওঠার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মহিলার অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধার হয়। নিখোঁজ হয়ে যায় তাঁর পুরুষসঙ্গী। ঘটনাটি পরই তদন্তে নেমেছিল বর্ধমান থানার পুলিশ। রবিবার দুপুরে ঘড়ির কাঁটায় তখন ১২টা ৫০ মিনিট হবে। স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিয়ে ওই হোটেলে ওঠেন বছর ছত্রিশের পায়েল বেগম এবং মহম্মদ নজরুল খান। হোটেলে জমা দেওয়া পরিচয়পত্র অনুযায়ী, তাঁরা দুজনেই বর্ধমানের খাগড়াগড়ের বাসিন্দা। বেলা ১টা ৪৫ মিনিট নাগাদ হোটেল থেকে বেরতে দেখা যায় নজরুলকে। হোটেল কর্মীরা মহিলার খোঁজ নেন। তার কিছুক্ষনের মধ্যেই উদ্ধার হয় মহিলার অর্ধনগ্ন দেহ।

স্কুলের বাইরে বিকোচ্ছে আইসক্রিম-আচার, হঠাৎ হানা মহকুমা শাসকের আর তাতেই ধরা পড়লেন হাতেনাতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ জুলাই ঃ আইসক্রিমও বাসি! শুনেছেন? স্কুলের বাইরে বিক্রি হচ্ছিল সেই আইসক্রিম। অভিযোগ পেয়ে অভিযানে প্রশাসন। ফুড সেফটি সংক্রান্ত বিষয়ে স্কুলে স্কুলে অভিযান জলপাইগুড়ি সদর মহকুমাশাসকের। বেশ কিছু দিন ধরেই জলপাইগুড়ির একাধিক জায়গা থেকে খবর হচ্ছিল, স্কুলের বাইরে অস্বাস্থ্যকর খাবার বিক্রি হচ্ছে। সেই খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছে খুদে পড়ুয়ারা। বমি-পেটখারাপ হতে থাকে বাচ্চাদের। এই অভিযোগ পেয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে স্বাস্থ্য দফতরের ফুড সেফটি অফিসার ও পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালান জলপাইগুড়ি সদর মহকুমাশাসক তমজিত চক্রবর্তী। এদিন টিফিন টাইমে প্রথমে তিনি জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে যান। আধিকারিকরা দেখতে পান, আইসক্রিম বিক্রি হচ্ছে। তাঁকে চেপে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই আইসক্রিম বিক্রেতা স্বীকার করে নেন 'আইসক্রিম আজকের নয়। আইসক্রিম ও শরবত সবই অনেক দিনের আগের। এরপর সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করে আধিকারিকরা। বিক্রেতাকে সতর্ক করা হয়। তাঁকে আইনি নোটিস দেওয়া হবে বলে জানান মহকুমাশাসক। তিনি বলেন, আমরা চাই সকলেই ব্যবসা করুন। আমাদের স্কুলের বাচ্চাগুলো তো স্কুল থেকে বেরিয়ে কিছু না কিছু খায়। সেগুলো খেয়ে পেটের সমস্যা হচ্ছে। সেই কারণেই এই অভিযান।

পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা নিম্নমানের, অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ জুলাই ঃ পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা তৈরিতে ব্যয় হচ্ছে ৫৩ লক্ষ টাকা। প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা তৈরিও হয়ে গিয়েছে। তবে অভিযোগ উঠছে পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তার কাজ হয়েছে নিম্নমানের। মাত্র তিন দিনের মধ্যেই ভেঙে পড়ল রাস্তার গার্ডওয়াল। ঘটনাটি ধূপগুড়ি ব্লকের অন্তর্গত বারঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেনটিয়াপাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ধূপগুড়ি ব্লকের অন্তর্গত বারঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেনটিয়া এলাকায় এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮ এ সামনে থেকে এলাকার বাসিন্দা মনসুর আলির বাড়ি পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে। প্রায় ৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করে তৈরি করা হচ্ছে। আর সেই কাজের রাস্তার গার্ডওয়াল ঢালাইয়ের তিন দিনের মধ্যেই এক বৃষ্টিতে ধসে পড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা অভিযোগ, বরাত প্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থা নিম্নমানের কাজ করেছে। যার ফলে এই ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি গোটা ঘটনা যেন প্রশাসন নজর দেয়। সঠিক নিয়মে সরকারি প্রকল্পের এই রাস্তা যেন তৈরি হয় না হলে এক বর্ষায় নষ্ট হয়ে যাবে রাস্তা। এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান রাহুল আলম বলেন, অভিযোগ উঠছিল। সেই শুনেই দেখতে এসেছি। সারাক্ষণ কি আর এই নিয়ে পড়ে থাকতে পারি। ঠিকাদারি সংস্থাকে বলব এই কাজ থাকলে মানব না। স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, নিম্নমানের কাজ করছে। পুরোটাই উল্টে পড়ে গেছে। ফেটে গেছে পুরো।

দেবাশীষ প্রামাণিককে ফের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ জুলাই ঃ জমি কান্ডে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গ্রেফতার হয়েছেন তৃণমূলের ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি সাংগঠনিক ব্লকের সভাপতি দেবাশীষ প্রামাণিক। ইতিমধ্যে তাঁকে ৫ দিনের জন্য হেফাজতে নিয়েছিলো পুলিশ। হেফাজতের দিন শেষ হওয়ায় আজ তাঁকে আবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তুলে ৭ দিনের জন্য ফের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে পুলিশ। পাশাপাশি ভোরের আলো এলাকার আরও একটি মামলা তার বিরুদ্ধে করার অনুমতি চেয়েছে পুলিশ। ইতিমধ্যে গত পরশু দেবাশীষকে দল বহিষ্কার করে। এদিন আজ দেবাশীষ কে আদালতে আনা হলে কোনো ইস্যুতেই স্পিকটি নট ছিলেন দেবাশীষ প্রামাণিক।

গাছের পরিপূর্ণতা করতে সপ্তাহ ব্যাপি বৃক্ষরোপন কর্মসূচির আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই ঃ শহর বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নগরায়নের জেড়ে কাঁটা পরছে রাস্তার ধারে থাকা গাছ। এই গাছের

পরিপূর্ণতা করতে সপ্তাহ ব্যাপি বৃক্ষরোপন কর্মসূচির গ্রহণ করেছেন স্নেপ ফাউন্ডেশন। শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবের উপস্থিতিতে স্নেপ ফাউন্ডেশন সপ্তাহ ব্যাপি প্রধান সড়কের ধার দিয়ে নানান বড়জাতের গাছ লাগাবার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। সংস্থার সম্পাদক কৌস্তব চৌধুরী ও অন্যান্য সদস্য ও সদস্যাদের উপস্থিতিতে স্টেশন ফিডা রোডে শিলিগুড়ি দমকল দপ্তরের সামনে থেকে এই বৃক্ষরোপন কর্মসূচি শুরু করা হয়। প্রায় ২০০ টি বড় জাতের গাছ প্রধান সড়ক গুলোর ধার দিয়ে রোপন করা হবে বলে জানান, উদ্দ্যোক্তারা। মেয়র গৌতম দেব এর সূচনা করেন- শহর বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নগরায়নের জেরে কাঁটা পরছে রাস্তার ধারে থাকা গাছ। এই গাছের পরিপূর্ণতা করতে সপ্তাহ ব্যাপি বৃক্ষরোপন কর্মসূচির গ্রহণ করেছেন স্নেপ ফাউন্ডেশন। শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবের উপস্থিতিতে স্নেপ ফাউন্ডেশন সপ্তাহ ব্যাপি প্রধান সড়কের ধার দিয়ে নানান বড় জাতের গাছ লাগাবার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। সংস্থার সম্পাদক কৌস্তব চৌধুরী ও অন্যান্য সদস্য ও সদস্যাদের উপস্থিতিতে স্টেশন ফিডা রোডে শিলিগুড়ি দমকল দপ্তরের সামনে থেকে এই বৃক্ষরোপন কর্মসূচি শুরু করা হয়। প্রায় ২০০ টি বড় জাতের গাছ প্রধান সড়ক গুলোর ধার দিয়ে রোপন করা হবে বলে জানান উদ্দ্যোক্তারা। মেয়র গৌতম দেব এর সূচনা করেন।

উঠে যাবে সোনাঝুরির হাট? এখন থেকেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন ব্যবসায়ীরা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৪ জুলাই ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পর থেকে শুরু হয়েছে বেআইনি জবরদখল উচ্ছেদের কাজ। বাদ যায়নি বোলপুরও। এবার শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি হাটের ছ'টি বাড়ি ও দু'টি রিসর্টকে নোটিস দিল বনদফতর। ইতিমধ্যে ওই বাড়ি ও রিসর্ট মালিকদের কাছ থেকে নির্দৃষ্ট নথি চেয়ে পাঠানো হয়েছে। যদি কাগজপত্র না থাকে তাহলেও বৃহত্তর পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, বনদফতরের রেঞ্জার জ্যোতিষ বর্মণ জানান যে, সোনাঝুরি হাট কর্তৃপক্ষকেও নোটিস করা হতে পারে। প্রয়োজনে হাট তুলে নেওয়া হতে পারে বলেও ইঙ্গিত। কারণ বনদফতরের জায়গাতেই হাট বসে। তাই যদি ব্যবসায়ীদের যাতে তুলে দেওয়া হলে তারা পুনর্বাসন চাইছেন। হাটের দায়িত্বে থাকা তন্ময় মিত্র বলেন, আমরা নোটিস যদিও পাইনি। কয়েকটি হোটেল ও রিসর্টকে দিয়েছে। নথি দিতে বলা হয়েছে। আমাদের কাছে যদি নোটিস আসে বলব পুনর্বাসন যাতে দেওয়া হয়। এছাড়াও বনদফতর সোনাঝুরি শান্তিনিকেতন এলাকায় বেশ কিছু বাড়ি এবং রিসর্টকেও নোটিস করেছে বোলপুর পৌরসভা। বনদফতরের আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করার পর বাড়ির মালিক ও রিসোর্টের মালিকরা জানান, আইন আইনের কাজ করবে। যদি জমি বনদফতরের হয় তাহলে আমরা ছেড়ে দেব। পাশাপাশি বনদফতরের এক আধিকারিক জ্যোতিষ বর্মন জানান, যাদেরকে নোটিশ করা হযেছিল তারা বাড়ির এবং রিসর্টের কাগজপত্র জমা দিয়ে গিয়েছে। আমরা বিষযট়া খতিয়ে দেখছি কাগজপত্র বৈধ না অবৈধ। তিনি আরও বলেন, আমরা সার্ভে করেছি। দেখতে পেয়েছি কয়েকটি রিসর্ট ও বাড়ি আমাদের জমির মধ্যে রয়েছে। সেই কারণে বাড়ির মালিক ও রিসর্টের মালিককে নোটিস পাঠানো হয়েছে। তাদের সাপেক্ষে যদি নোটিস থাকে সেগুলি আমরা চেক করব। তবে হাট নিয়ে এখনও নির্দেশ আসেনি। অনেকদিন ধরে হাট বসছে। তবে ভার্চুয়ালি জানানো হয়েছে সরে যেতে। অর্ডার এলে নোটিস আসবে।

নোটিশ

আমার ক্লায়েন্ট স্বপন সর্দার, প্রয়াত মোহন চন্দ্র সর্দারের ছেলে, BE ১২ / ৩, দেশবন্ধু নগর, বাগুইআটি, রাজারহাট গোপালপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৫৯, ২০১৯ সালের জন্য দলিল নং ১৫০৪০১৪৫২ হারিয়েছেন, নং ২০১৯। ২০০১ সালের জন্য ০১৯৯৩, নং হচ্ছে। ২০০১ সালের জন্য ০৫৯৮৬ এবং ১৪-০৫-২০২৪ তারিখে জিডি এন্ট্রি নং ১১২২-এর মাধ্যমে বাগুইআটি থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও দায়ের করেছে। যে কোন ব্যক্তির কোন দাবি, শেয়ার, অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, বিষয় বা কোন আপত্তি যাহাই হোক না কেন সমর্থনকারী দলিল প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবশ্যই এই তারিখ থেকে পাক্ষিকের মধ্যে অবহিত করতে হবে যেখানে দাবির পরে যদি কোনটি মওকুফ করা হবে বলে গণ্য করা হবে এবং আর কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
অ্যাডভোকেটস
ফোন নং. ৯০০৭৮২৪৯৫৭

Notice Regarding Power of Attorney as per West Bengal Govt Order No. 1000-15/22/2024 dated 27.02.2024

This is to notify that Smt Amita Chowdhury W/o Mritunjay Chowdhury and Sri Sujit Pashi S/o Chandi Pashi address Damra Hattala PS – Asansol (S) Dist – Paschim Bardhaman have purchased the below mentioned land schedule by virtue of deeds no. 1617 & 1614 dated 29.02.24 (ADSR) with held of Power of Attorney deed no. 7868 dated 05.09..23 (A.D.S.R Asansol) executed by Smt Arati Nag and Others W/D of Kartick Nag Address Damra Hattala PS- Asansol Dist – Paschim Bardhaman and the said applicant have applied with the same land schedule for mutation vide mutation Case No. 3060 & 3061 Dist Paschim Bardhaman at the office of the S.D.L. & L.R.O (EP1) Dist – Paschim Bardhhaman. If there is any objection for mutation in this respect, any concerned principle are requested to submit objection along with relevant documents to the concerned Revenue Officer at the office at the office of S.D.L & L.R.O (E.P.1) within one month from the date from the date publication of this notice, otherwise law will take its own course.

Land Schedule

Block – Asansol : Sub-Division Land and Land Reform Office (EP-1)Mouza : Kotaldihi
J.L No. 37
Plot No. : 347
Name of the Recorded Owner : Arati Nag, Kakuli Devi, Saraswati Nag Diyali Nag, Aditya Nag, Sindhu Nag
Khatian : 1929, 1932, 1933, 1935, 1947 to 1944, 1959

Notice Regarding Power of Attorney as per West Bengal Govt Order No. 1000-15/22/2024 dated 27.02.2024

This is to notify that Mohammad Aslam S/o M . Mohammad Usman address Alimuddin Lane Budha PS – Asansol (S) Dist – Paschim Bardhaman has purchased the below mentioned land schedule by virtue of deeds no688 dated 04.02.2020 (ADSR) with held of Power of Attorney deed no. 8020 dated 27.11.2017 (A.D.S.R Asansol) executed by Manki Devi @ Manki Shaw W/D of Baiju Shaw Address Domhani Railway Colony PS- Asansol Dist – Paschim Bardhaman and the said applicant have applied with the same land schedule for mutation vide mutation Case No. 3275/2024 Dist Paschim Bardhaman at the office of the S.D.L. & L.R.O (EP1) Dist – Paschim Bardhhaman. If there is any objection for mutation in this respect, any concerned principle are requested to submit objection along with relevant documents to the concerned Revenue Officer at the office at the office of S.D.L & L.R.O (E.P.1) within one month from the date from the date publication of this notice, otherwise law will take its own course.

Land Schedule

Block – Asansol : Sub-Division Land and Land Reform Office (EP-1)
Mouza : Asansol Municipality
J.L No. 20
Plot No. : RS. 19186, LR Plot : 25685
Name of the Recorded Owner : Jagdish Prasad Jalan
LR. Khatian : 1852
Area : 2 Katha 8 Chatak

NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/ NIT(e)-04/2024-25 of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 05 (Five) nos. works/Schemes under 15 th CFC Fund in the portal: www.wbtenders.gov.in. Tender ID: 2024_DM_706974_1 to 2024_DM_706974_5. Document download/ sell starting from 04.07.2024 up to 10.07.2024 16.00 PM. Bid submission starting from 04.07.2024 up to 10.07.2024 at 16:00 PM. And Opening on 12.07.2024 at 16:05 A.M. For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

DEHIBATPUR GRAM PANCHAYET

VILL- DEHIBATPUR,P.O.- ALATI
P.S.-PURSURAH, HOOGHLY
Notice Inviting e-Tender

e-NIT vide NIT No: 001/DGP/2024-25. Sl No.1 to 8; Fund: 15 FC Dated 04/07/2024 are invited by the Prodhan Dehibatpur Gram Panchayat, from reliable and bonafied Tenderer for work. Tender fees & EMD by bank draft/NEFT/RTGS from any working day on and from 04/07/2024 to 12/07/2024 upto 4:00 PM, Bid submission closing online on 12/07/2024 upto 04:00 PM. Date of Opening 15/07/2024 at 12.00 Noon. For details contact the above office or visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
Pradhan
Dehibatpur Gram Panchay

ABRIDGED TENDER NOTICE

NIT NO.-WBPMID/GHT/DEW-2/NIT-02/15TH CFC Fund/2024-25
WBPMID/GHT/DEW-2/NIT-03/15TH CFC Fund/2024-25
WBPMID/GHT/DEW-2/NIT -04/15TH CFC Fund/2024-25

The Pradhan, Dewanchak II Gram Panchayat invites e- Tender for the 08 Nos. work under 15th CFC fund. Intending bidders may access detailed information and respond from e-procurement portal of Govt. of West Bengal at **https://www.wbtenders.gov.in**. on and from **04/07/2024 (11.00 A.M.) to 11/07/2024 (06.00 P.M.)**

Sd/- Pradhan,
Dewanchak-II Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং. এমসি/ইএনএইচএম-এইচডব্লুএইচ/৩০আর/২৪-২৬/বিডিসি ক্লিনিং, বিড নং ঃ জিইএম/২০২৪/বি/৫১১৩৮৬৮, তারিখ ঃ ০২.০৭.২০২৪। সিনি. ডিভিসনাল এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হাউস কিপিং ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দরপ্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **দরপ্রস্তাবের বিশদ (দফা বিভাগ)ঃ** সাফাই, জঞ্জাল পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা - ফলাফলের ভিত্তিতে গণ পরিবহণের স্থানগুলিতে; সাধারণ পরিষ্কারের কাজ (ঝাঁটা দেওয়া, মোছা, ঝাড়পোঁছ করা); বাইরে, সাফাই, জঞ্জাল পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-ফলাফলের ভিত্তিতে-গণপরিবহণের স্থানগুলিতে; ঘষামাজা; বাইরে, সাফাই, জঞ্জাল পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-ফলাফলের ভিত্তিতে-গণ পরিবহণের স্থানগুলিতে; সকল প্ল্যাটফর্ম পোর্টিকো বুকিং অফিস পিআরএস প্রথম শ্রেণির ওয়েটিং হল করিডোর স্টেশনের সকল অফিস সিঁড়ি আরআরআই বিল্ডিং তথা অফিস এবং ক্রু লবি প্রত্যহ ধোয়া; বাইরে, সাফাই, জঞ্জাল পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্তকরণ-ফলাফলের ভিত্তিতে-গণপরিবহণের স্থানগুলিতে; শুকনো ঝাঁট এবং জল দিয়ে প্রস্রাবাগার ও শৌচাগারগুলি পরিষ্কার করা; এছাড়াও স্টেশনে যেখানে সুলভ শৌচালয় রয়েছে প্রত্যেক সোমবার স্টেই... দিয়ে সেগুলি বিশেষ পরিষ্কারের কাজ করতে হবে, সাফাই, জঞ্জাল পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-ফলাফলের ভিত্তিতে-গণপরিবহণের স্থানগুলিতে; পিএফ ৫ ৭ -এর পোল নং ৩৯২৪ থেকে ৩৯৩১এ পর্যন্ত বর্ধমান প্রান্তে এবং হাওড়া প্রান্তের দিকে পিএফ ৫ ৭ -এর পোল নং ৩৯৪এ থেকে ৩৮৩০এ পর্যন্ত প্রায় ৭টি ট্র্যাকের থেকে আবর্জনা কুড়িয়ে নেওয়ার কাজ; সাফাই, জঞ্জাল পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-ফলাফলের ভিত্তিতে গণপরিবহণের স্থানগুলিতে; বিডিসি স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম এলাকায় ভূগর্ভস্থ নর্দমা বিশেষত সকল ঢাকা নর্দমার জঞ্জাল পরিষ্কার ও অপসারণ করে নির্দিষ্ট ..., সাফাই, জঞ্জাল পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্তকরণ-ফলাফলের ভিত্তিতে -গণপরিবহণের স্থলগুলিতে; থামের নীচ সহ ঢাকা দেওয়াল ইত্যাদি সমেত স্টেশন এলাকা বুকিং অফিস ছয় ফুট উচ্চতা পর্যন্ত সমেত সকল জলের বুথগুলি সাধারণ রিএজেন্ট যেমন সাবান সোডা ইত্যাদি দিয়ে ধোয়ার..., সাফাই, জঞ্জাল পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ-ফলাফলের ভিত্তিতে-স্বাস্থ্য সুরক্ষা, ঘষামাজা; ঘরের ভেতরে, সাফাই, জঞ্জাল পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্তকরণ-ফলাফলের ভিত্তিতে গণপরিবহণের স্থানগুলিতে; স্টেশন চত্বরের সকল ডাস্টবিন পরিষ্কার করা এবং পরিষ্কারের পর ডাস্টবিনগুলিতে নতুন নীল সবুজ দুই রঙের প্লাস্টিক ব্যাগের ব্যবস্থা করা যা আবর্জনা অপসারণের..., বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিষেবাতে সংগ্রহ ও অপসারণের কাজ - সরঞ্জাম সমেত সম্পূর্ণ উপযুক্ত গাড়ি তার সঙ্গে চালক ক্লিনার শ্রমিক তৎসহ জ্বালানী ইত্যাদি যা প্রতিদিন স্টেশন কলোনি এলাকার ভ্যাটগুলি থেকে ১৮ কিউবিক মিটার জঞ্জাল বোঝাই করবে, অপসারণ করবে এবং পৃথকভাবে ফেলবে... **দরপ্রস্তাবের ধরন ঃ** দুই প্যাকেট দরপ্রস্তাব। **অনুমিত দর প্রস্তাব মূল্য ঃ** ₹১,২৬,২২,৭২৩.১৮; **দরপ্রস্তাব প্রদানের শেষের তারিখ/সময় ঃ** ১৬.০৭.২০২৪ তারিখ সন্ধ্যা ৬টা। **দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ/সময় ঃ** ১৬.০৭.২০২৪ তারিখ সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে; **দরপ্রস্তাব বৈধতা শেষ তারিখ থেকে ঃ** ৯০ (দিন); **কার্যালয়ের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিসন। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ২ বছর। **প্রস্তাবদাতার ন্যূনতম বার্ষিক গড় টার্নওভার (৩ বছরের জন্য)ঃ** ৬৩ লাখ। **একই/সমতুল পরিষেবাতে প্রয়োজনীয় অতীত অভিজ্ঞতার বছর সংখ্যা ঃ** ০৩ বছর; **সমতুল কাজে অতীত অভিজ্ঞতা প্রয়োজন ঃ** হ্যাঁ। **অভিজ্ঞতার বছর ও টার্নওভারের ক্ষেত্রে এমএসই ছাড় ঃ** নেই। **অভিজ্ঞতার বছর এবং টার্নওভারের ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগ (স্টার্ট আপ) -এর ক্ষেত্রে ছাড় ঃ** নেই। **বিক্রেতার কাছে থেকে যেসকল নথি পেতে হবে ঃ** অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত বিষয়; দরপ্রস্তাবদাতার টার্নওভার, সার্টিফিকেট (এটিসিতে অনুরোধকৃত), অতিরিক্ত নথি -১ (এটিসিতে অনুরোধকৃত) অতিরিক্ত নথি২ (এটিসিতে অনুরোধকৃত), অতিরিক্ত নথি ৩(এটিসিতে অনুরোধকৃত) অতিরিক্ত নথি ৪ (এটিসিতে অনুরোধকৃত)। *কোনো দরপ্রস্তাবদাতা অভিজ্ঞতা/টার্নওভারের বিষয়ে ছাড় পেতে চাইলে, এই বিষয়ে প্রামাণ্য নথি যা ছাড় পাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর যোগ্যতা প্রমাণ করবে ক্রেতার মূল্যায়নের জন্য তা অবশ্যই আপলোড করতে হবে। **প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন চলাকালীন প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য অনুমোদিত সময় ঃ** ২দিন। **আর্থিক নথি যেখানে দরের বিভিন্ন অংশ ভেঙে দেখানো হয়েছে তার প্রয়োজনীয়তা ঃ** হ্যাঁ আছে। **প্রদেয় বায়না অর্থ সংক্রান্ত ব্যাখ্যা ঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **প্রদেয় বায়না অর্থরাশি ঃ** ₹২,১৩,১১৪। **ইপিবিজি বিশদ ঃ পরামর্শদাতার ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ইপিবিজি শতকরা হার (%) ঃ** ৫.০০। **ই-পিবিজির জন্য প্রয়োজনীয় সময়কাল (মাসে) ঃ** ২৬। HWH-148/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/এম/ব্লু লাইন, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা** নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** টিএসএমএইচ-এ অগ্নি সংক্রান্ত কাজের জন্য সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষণ ও চালুকরণ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ১৬,২৮,৫৮৫.৪৪ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩১.০৭.২০২৪-এ দুপুর ৩টা (প্র.ভা.স.)। **নোটিস বোর্ডের ঠিকানা ঃ** প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের অফিস, মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে.এল.নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ** **https://www.ireps.gov.in**

টেন্ডার নং ঃ ইএলএম_১১১_এফআইআরইটিএসএমএইচ_ডিটি৯-২-২৪

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

মানব সমুদ্রে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা

যা হওয়ার কথা ছিল, সেটাই হল মুম্বইয়ে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দলকে স্বাগত জানাতে মুম্বই বিমানবন্দর থেকে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম পর্যন্ত শুধুই কালো মাথার সারি। মানব সমুদ্র বলাই যেতে পারে। আগে থেকেই ঠিক ছিল, মুম্বইয়ে বিশ্বসেরার ট্রফি নিয়ে প্যারেড করবেন রোহিত, কোহলিরা। সেই মতোই বৃহস্পতিবার বিকাল চারটার পরে রোহিতরা নিজেদের শহরে পা রাখার পরেই মানুষের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতোই। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভারতের ম্যাচ চললে যেমন উন্মাদনা থাকে, তেমনি দেখা গিয়েছে। কাতারে কাতারে মানুষ স্টেডিয়াম প্রবেশের জন্য যেভাবে হুড়োহুড়ি করেছেন, আশঙ্কা ছিল খুবই। শেষমেশ দেখা গিয়েছে, স্টেডিয়াম উপচে পড়েছিল মানুষের স্রোতে।

খেলার সঙ্গে চাই এবার শৃঙ্খলাও

আচরণবিধি প্রকাশ করে কঠোর পদক্ষেপ ভারতীয় ফুটবল সংস্থার

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাইঃ অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন স্বচ্ছ এবং শৃঙ্খলা পরায়নভাবে খেলা পরিচালনা করতে কঠোর পদক্ষেপ নিল। সাম্প্রতিক ফিফা সার্কুলার অনুসরণ করে এআইএফএফ র রেফারি বিভাগ আসন্ন মরশুমে সমস্ত বড় টুর্নামেন্ট জন্য একটি কঠোর আচরণবিধি-অংশগ্রহণকারী দলগুলির জন্য চালু করল। বৃহস্পতিবার এআইএফএফ র পক্ষ থেকে সরকারিভাবে এই নির্দেশিকা ঘোষণা করা হয়েছে। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য খেলোয়াড়, কোচ, কর্মকর্তা এবং সমর্থকদের জন্য একটি পেশাদার, সম্মানজনক এবং ন্যায্য ক্রীড়া পরিবেশ নিশ্চিত করা। মাঠে এবং মাঠের বাইরে প্রত্যাশিত আচরণের রূপরেখা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। খেলোয়াড়দের শৃঙ্খলা বজায় রাখা, রেফারির সিদ্ধান্তকে সম্মান করা এবং ভিন্নমত এড়ানোর বিষয়ে এই নির্দেশিকা চালু করা হয়েছে। এই আচরণবিধিটি ডুরান্ড কাপ, আই-লিগ, আই-লিগ ২, সুপার কাপ এবং ইন্ডিয়ান সুপার লিগের (আইএসএল) মতো প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কঠোর প্রয়োগের লক্ষ্য হল অবাধ্য আচরণ রোধ করা এবং পুরো মরশুমজুড়ে খেলোয়াড় ও রেফারিদের জন্য আরও সুশৃঙ্খল পরিবেশ

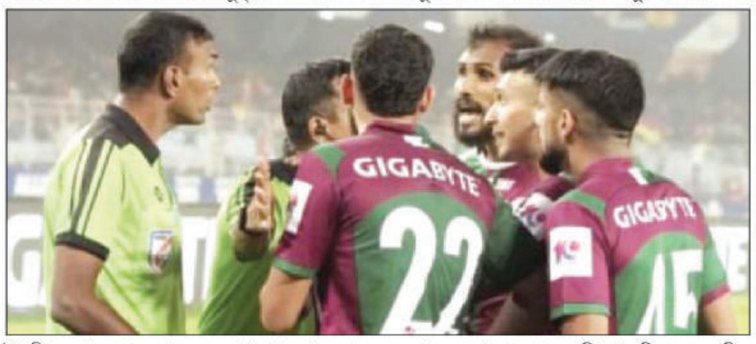

তৈরি করা। খেলোয়াড়দের খারাপ আচরণ, মাঠের মধ্যে ঝগড়া এবং অনুরাগীদের অবাধ্য আচরণ নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের মধ্যেই এআইএফএফ-এর কঠোর আচরণবিধি কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিল। এসব ঘটনা শুধু খেলাধুলার ভাবমূর্তিই ক্ষুণ্ণ করে না, এর সাথে জড়িত সবার জন্য একটি প্রতিকূল পরিবেশ তৈরি করে। নয়া আচরণবিধি অনুসারে, অধিনায়ক দল এবং রেফারির মধ্যে সেতু হিসেবে কাজ করে। শুধুমাত্র ক্যাপ্টেন সম্মানের সাথে কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে রেফারির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, যখন অন্য যে কোন খেলোয়াড় তা করে ভিন্নমতের জন্য সতর্কতার ঝুঁকি রাখে। অনেক ফুটবলার একসঙ্গে রেফারিকে ঘিরে ধরলে তাঁর উপর চাপের সৃষ্টি হয়। মনোনীত প্রযুক্তিগত এলাকার মধ্যে শুধুমাত্র অনুমোদিত সিনিয়র সদস্যরা দায়িত্বশীল সিদ্ধান্তের বিষয়ে চতুর্থ রেফারি কাছ থেকে সম্মানের সঙ্গে কথা বলতে বা কোনও কিছু অনুরোধ করতে পারবেন। যে কোনো খেলোয়াড় রেফারি বা চতুর্থ কর্মকর্তার কাছ থেকে ব্যাখ্যা চাইতে পারবেন না। সাইডলাইনগুলিতে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং খেলা চলাকালীন বিভ্রান্তি রোধ করতে, কোচ বা সাপোর্ট স্টাফদের মধ্যে কেবল একজন সদস্য দাঁড়িয়ে এবং সক্রিয়ভাবে খেলোয়াড়দের নির্দেশ পারেন। অন্যান্য প্রযুক্তিগত স্টাফ সদস্যরা, যেমন ডাক্তার বা ফিজিওথেরাপিস্ট, খেলোয়াড়ের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং সুস্থতার সাথে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় দায়িত্বগুলিতে অংশ নেওয়ার সময়ই দাঁড়াতে পারবেন। একটি ন্যায্য এবং সম্মানজনক খেলার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে, ম্যাচ অফিসিয়ালের সিদ্ধান্তের প্রতি ক্রমাগত চ্যালেঞ্জ, মৌখিক বা শারীরিক উপায়েই হোক না কেন, এটা বার বার করলে মাঠ থেকে বরখাস্ত করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী যেন স্নেহশীল দাদু

বুমরার ছেলেকে দেখেই কোলে তুলে নিলেন মোদি

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাইঃ সদ্য টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। ২০০৭ সালের পর ফের একবার টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারত। দুর্দান্ত টিম গেমেই বিশ্বজয়। রোহিত শর্মার ক্যাপ্টেন্সি, সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক, অক্ষরদের পারফরম্যান্স। ব্যাট হাতেও ভরসা দিয়েছেন ক্যাপ্টেন রোহিত। পুরো টুর্নামেন্টে রান না পেলেও ফাইনালে সেরা ইনিংস খেলেছেন বিরাট কোহলি। তবে সব কিছুর মাঝে আলাদা করে বলতে হয় বোলিং আক্রমণের কথা। টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বেশি উইকেট অর্শদীপের (১৭)। কিন্তু বোলিং আক্রমণকে যে নেতৃত্ব এবং ভরসা দিয়েছেন তিনি জসপ্রীত বুমরা। চোটের কারণে ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে

পারেননি জসপ্রীত বুমরা। তাঁকে নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছিল। কেরিয়ার শেষ, এমন কথাও বলা হচ্ছিল। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানো সহজ ছিল না। ঘরের মাঠে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ ফাইনালে ওঠার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এ বারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তাঁর উইকেট সংখ্যা ১৫। ইকোনমি ৪-এর সামান্য বেশি। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে যা কার্যত অসম্ভব। অসাধারণ দক্ষতা না থাকলে এমন ইকোনমি হয় না। বুমরা তেমনই অসাধারণ একজন। টুর্নামেন্টের সেরা প্লেয়ারের পুরস্কারও জিতেছেন বুমরা। আজই দেশে ফিরেছে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে তাঁর বাসভবনে গিয়েছিল ভারতীয় দল। ছিলেন বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম নায়ক জসপ্রীত বুমরাও। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথাও হয়। সব শেষে এল বিশেষ মুহূর্ত। বুমরার সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী তথা ক্রীড়া সঞ্চালক সঞ্জনা গণেশন এবং পুত্রও। বিশ্বজয়ী টিমের সঙ্গে ছবি তুলেছেন নরেন্দ্র মোদি। তেমনই জসপ্রীত বুমরার পরিবারকে দেখে আপ্লুত। বুমরার ছোট্ট ছেলেকে কোলে তুলে দিলেন স্নেহশীল দাদুর মতোই। একসঙ্গে ছবি তুললেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি পোস্ট করেছেন জসপ্রীত বুমরা। তাঁর জীবনের অন্যতম স্মরণীয় মুহূর্ত বলেও বর্ণনা করেছেন তিন ফরম্যাটেই বর্তমানে বিশ্বের সেরা পেসার। এ বার মুম্বইতে টিমের সঙ্গে সেলিব্রেশনের পালা।

জাত চেনালেন সেই জবি জাস্টিন, ডায়মন্ডের ত্রাতা লাল-হলুদের প্রাক্তন নক্ষত্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জুলাইঃ যতই জুন-জুলাই জুড়ে ফুটবলপাগল বাঙালিদের চোখ কোপা আমেরিকা ও ইউরো কাপে থাকুক না কেন, শহরের তিন প্রধানও কিন্তু এই সময়ে কলকাতা ময়দানে। ফলে বাংলার ফুটবলেও নজর রাখতেই হচ্ছে। কারণ শুরু হয়ে গিয়েছে কলকাতা ফুটবল লিগ। বৃহস্পতিবার সিএফএলে একাধিক ম্যাচ থাকলেও, চোখ ছিল কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল ডায়মন্ড হারবার এফসি ও বেহালা সাংস্কৃতিক সম্মিলনীর দিকে। কিবু ভিকুনার প্রশিক্ষণাধীন এদিন বিকালে বিধাননগর মিউনিসিপাল স্পোর্টস কমপ্লেক্সের মাঠে ১-১ ড্র করল। এদিন বিধাননগরে ম্যাচের ১১ মিনিটে সুকরাম সর্দারের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল বিএসএস। দেখতে গেলে পুরো ম্যাচ জুড়েই বেহালার খেলা চোখে লেগেছিল। ৮৫ মিনিট পর্যন্ত আকাশ মুখোপাধ্যায়ের শিষ্যরা আটকে রেখেছিল কিবুর শিষ্যদের। কিন্তু ৮৫ মিনিটে জবি গোল করে সমতা ফেরান। তিনি আবারও বুঝিয়ে দেন যে, তিনি ফুরিয়ে যাননি। গত ম্যাচে দুই অর্ধে দুই গোল ছিল জবির। এদিন লিগের তিন নম্বর গোল চলে এল তাঁর পা থেকে। বহুদিন পর কলকাতা ময়দানে জ্বলে উঠেছেন ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন নক্ষত্র জবি। আলেয়ান্দ্রো মেনেন্দেজের সময়ে ইস্টবেঙ্গলের জার্সিতে, বহু ম্যাচের নায়ক হয়ে জবি সমর্থকদের হৃদয় কেড়ে নিয়েছিলেন। সেই জবি যেন কোথাও হারিয়েই গিয়েছিলেন। জবি মনে করাচ্ছেন যে, তাঁর আগুন এখনও জ্বলছে।

কোপা আমেরিকা

ফাইনাল ছাড়া কোনো ম্যাচেই থাকছে না অতিরিক্ত সময়

নিউ ইয়র্ক, ৪ জুলাইঃ গ্রুপ পর্ব পেরিয়ে কোপা আমেরিকা এখন রোমাঞ্চকর কোয়ার্টার ফাইনাল উপহার দেওয়ার অপেক্ষায়। ভারতীয় সময় আগামীকাল সকালে শুরু হচ্ছে শেষ আটের লড়াই। প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার মুখোমুখি ইকুয়েডর। সেমিফাইনালে ওঠার পরের দুটি লড়াই ভেনেজুয়েলা-কানাডা ও কলম্বিয়া-পানামার মধ্যে। আর যে কোয়ার্টার ফাইনালকে এখন পর্যন্ত এবারের আসরের সবচেয়ে বড় ম্যাচ মনে করা হচ্ছে, সেটিতে মুখোমুখি ব্রাজিল-উরুগুয়ে। সাধারণত বড় টুর্নামেন্টগুলোর নকআউট পর্বের ম্যাচ নির্ধারিত সময় শেষে সমতায় থাকলে অতিরিক্ত সময়ে গড়ায়। তবে কোপা আমেরিকা তার পুরোনো নিয়ম এবারও ধরে রাখছে। ১৫ জুলাইয়ের ফাইনাল ছাড়া নকআউট পর্বের কোনো ম্যাচেই অতিরিক্ত সময় থাকছে না। কোপা আমেরিকা ২০২৪-এর রেগুলেশনসে বলা হয়েছে, ফাইনালে ৯০ মিনিট শেষে যদি স্কোর সমান থাকে, তাহলে ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে গড়াবে। অতিরিক্ত সময় হবে ৩০ মিনিট এবং দুই অর্ধে ১৫ মিনিট করে খেলা হবে। এরপরও সমতা থাকলে পেনাল্টি শুটআউটে বিজয়ী নির্ধারণ করা হবে। তবে নকআউট পর্বের অন্য ম্যাচগুলোতে (কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল ও তৃতীয় স্থান নির্ধারণী) কোনো অতিরিক্ত সময় থাকবে না। ৯০ মিনিট শেষে সমতা থাকলেই ম্যাচ পেনাল্টি শুটআউটে চলে যাবে।

ভিনিসিয়ুসের সেই পেনাল্টি না দেওয়ার ভুল স্বীকার করল কনমেবল

ক্যালিফোর্নিয়া, ৪ জুলাইঃ দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা কনমেবল জানিয়েছে, কোপা আমেরিকায় গতকাল ব্রাজিল-কলম্বিয়া ম্যাচে ব্রাজিলকে একটি পেনাল্টি না দেওয়ার ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রেফারি ও ভিএআর। ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা ক্লারার লেভি'স স্টেডিয়ামে ম্যাচের ৪২ মিনিটে নিজেদের বক্সে ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার ভিনিসিয়ুসকে ফেলে দেন কলম্বিয়ান ডিফেন্ডার দানিয়েল মুনোজ। পেনাল্টি দাবি করে ম্যাচের সেই মুহূর্তে ১-০ গোলে এগিয়ে থাকা ব্রাজিল। কিন্তু ভেনেজুয়েলান রেফারি হেসুস ভালেনজুয়েলা ফাউলের বাঁশি বাজাননি। মুনোজ বল

স্পর্শ করেছিলেন, এটা ভেবে ভিএআর রেফারি আর্জেন্টিনার মাউরো ভিজলিয়ানো মাঠের রেফারির সিদ্ধান্ত কার্যকর রাখেন। গতকাল কনমেবলের ভিডিও বার্তায় বলা হয়, 'পেনাল্টি বক্সে বল দখলের লড়াইয়ে ডিফেন্ডার বল স্পর্শ করেননি। এর ফলে সংঘর্ষ হয়েছে এবং যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সেটার ক্ষেত্রে এটা যৌক্তিক ছিল না। রেফারি এটি দেখতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলা চালিয়ে গেছেন। ভিএআরও এটা দেখতে ব্যর্থ হয়েছে যে ডিফেন্ডার বল স্পর্শ করেননি, তিনি ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকারের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়েছেন। এরপর ভিএআর মাঠের সিদ্ধান্ত বহাল রাখার ভুল রায় দিয়েছে।' ব্রাজিলের জন্য পেনাল্টি পাওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ, কলম্বিয়ার সঙ্গে ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র করায় গ্রুপ রানার্সআপ হয়েছে ব্রাজিল। এর ফলে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলতে হবে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী দল উরুগুয়ের বিপক্ষে। ম্যাচটি জিততে পারলে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে কোয়ার্টার ফাইনালে তুলনামূলক সহজ প্রতিপক্ষ পানামাকে পেত ব্রাজিল। তাই কলম্বিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটি জেতার ক্ষেত্রে ওই পেনাল্টি পাওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ড্রয়ের পর রেফারির সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছিলেন ব্রাজিল কোচ দরিভাল জুনিয়র, 'সেই (ভিনির ফাউল) মুহূর্তে ব্যবধান ২-০ হতে পারত। এরপরই আমরা গোল হজম করেছি। আমার মতে, এটাই পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। স্টেডিয়ামে শুধু সে (রেফারি হেসুস ভালেনজুয়েলা) এবং ভিএআরের দলই টের পায়নি যে ওটা পেনাল্টি ছিল। এতে ব্রাজিলের ক্ষতি হয়েছে।'

পরিবারের সঙ্গে দেখা, ভাবনায় ভেসে গেলেন বিরাট কোহলি

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাইঃ বিশ্বজয় করে দেশে ফিরেছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। অনেক আগেই আসার কথা ছিল। যদিও বেরিল ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বার্বাডোজে আটকে পড়েছিলেন বিরাট কোহলিরা। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হতেই বিশেষ বিমানের ব্যবস্থা করে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। আজ সকালেই দেশে ফিরেছে চ্যাম্পিয়ন টিম। বিমানবন্দর থেকে সোজা হোটেলে। সেখানে কেক কাটা হয় ভারতীয় দলের জয়ের সেলিব্রেশনে। বিরাট কোহলি থাকেন মুম্বইতে। তবে তিনি দিল্লিরই ছেলে। ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেছেন দিল্লির হয়ে। পরিবারও এই শহরেই থাকেন। বিশ্বজয়ের পর

দিল্লিতেই পৌঁছয় টিম। হোটেলে বিরাটের পরিবার। এর চেয়ে ভালো মুহূর্ত আর কী হতে পারে? টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি রান বিরাট কোহলির ঝুলিতে। শুধু তাই নয়, সবচেয়ে বেশি হাফসেঞ্চুরি, ম্যাচ ও টুর্নামেন্ট সেরার পুরস্কারও। কিন্তু এতদিন অধরা ছিল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ট্রফিটাই। এ বারের বিশ্বকাপে সেই আক্ষেপ পূরণ হয়েছে। টুর্নামেন্টের শুরু থেকে রান পাচ্ছিলেন না। ফাইনালে বিরাট ইনিংস। এরপর বোলারদের দাপটে রুদ্ধশ্বাস জয়। ফাইনালে সেরার পুরস্কারও জেতেন বিরাট। পুরস্কার হাতেই ঘোষণা করেন টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে দেশের হয়ে বিদায় নিচ্ছেন। দিল্লি ফিরেই টিম হোটেলে পরিবারের সঙ্গে দেখা। দিল্লির টিম হোটেলে বিরাট কোহলির সঙ্গে সেই আবেগের ছবি প্রকাশ করেছেন বিরাটের বোন ভাবনা কোহলি ঢিংরা। ইনস্টায় তিনি লিখেছেন, 'জয়ের সেলিব্রেশন করছি। সুপারপ্রাউড'। বোন এবং পরিবারের সঙ্গে বিরাটের সেই ছবিতে একের পর এক রিয়্যাকশন পড়তে থাকে। বিরাট পত্নী অনুস্কাও তাতে রিয়্যাক্ট দিয়েছেন।

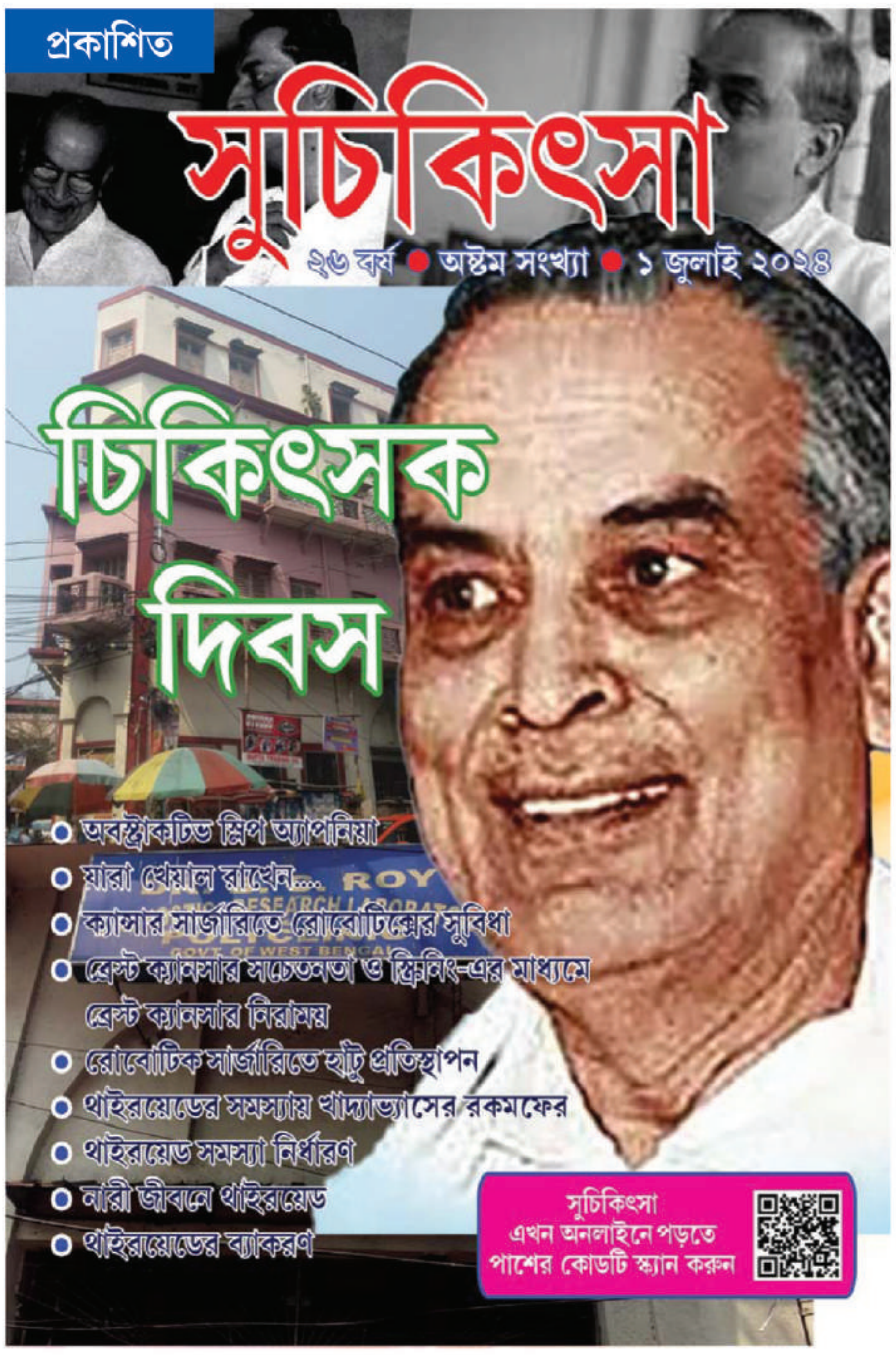

রোনাল্ডোদের ম্যাচে সমর্থককে ঘুষি ও লাথি নিরাপত্তাকর্মীদের, তদন্তে নেমেছে পুলিশ

ফ্রাঙ্কফুর্ট, ৪ জুলাইঃ ইউরোয় গত মঙ্গলবার রাতে শেষ ষোলোর ম্যাচে স্লোভেনিয়াকে টাইব্রেকারে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে পর্তুগাল। এ ম্যাচে মাঠের বাইরের একটি ভিডিও আলোচনার জন্ম দিয়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, এক সমর্থককে ঘুষি ও লাথি মারছেন নিরাপত্তাকর্মীরা। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফ জানিয়েছে, পুলিশ ওই ঘটনার তদন্তে নেমেছে। ফ্রাঙ্কফুর্টের ভাল্ডস্টাডিয়নে অনুষ্ঠিত সেই ম্যাচে স্টেডিয়ামের ভেতরের একটি ফুটেজ মঙ্গলবার পর্তুগিজ সংবাদমাধ্যমে দেখানো হয়। ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, হলুদ ও কমলা রঙের ভেস্ট পরা কিছু স্টাফ দুজন ব্যক্তিকে টানেলে আটকে রেখেছেন। এই টানেল দিয়েই মাঠে ঢুকতে হয়। সেসব ব্যক্তির ভেস্টের পেছনে লেখা 'স্টুয়ার্ড'-অর্থাৎ ইউরো আয়োজনে ম্যাচ ও স্টেডিয়াম-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের দায়িত্বে থাকা কর্মী তাঁরা। তবে টেলিগ্রাফ তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্টুয়ার্ডরা নিরাপত্তাকর্মী। ভিডিওতে দেখা গেছে, স্টুয়ার্ডরা এক ব্যক্তিকে টানেলের মেঝেতে উপুড় করে শুইয়ে দিয়েছেন। মেঝের সঙ্গে সেঁটে ছিল সেই ব্যক্তির মুখ। অন্য ব্যক্তিকে দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন দুজন স্টুয়ার্ড। আরেকজন স্টুয়ার্ড সেই ব্যক্তির মাথায় তিনটি ঘুষি মারেন। লোকটিকে মারতে মারতে মেঝেতে ফেলা হয়। এরপর উপর্যপুরি লাথি মারেন কয়েকজন স্টুয়ার্ড। ঘটনা কী নিয়ে-এ বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ এক ব্যক্তি জানতে চাওয়ার পর ফ্রাঙ্কফুর্ট পুলিশ এক পোস্টে জানিয়েছে, 'এটি আমাদের নজরে এসেছে এবং তদন্ত করা হচ্ছে।' উয়েফার বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'পর্তুগাল-স্লোভেনিয়া ম্যাচে এক

ভক্তের সঙ্গে স্টুয়ার্ডদের ঘটনাটা আমাদের নজরে পড়েছে। যেকোনো সহিংসতামূলক আচরণের নিন্দা জানাই আমরা। পুলিশ এখন এ ঘটনার তদন্ত করছে। তদন্ত শেষ হওয়ার আগে এ নিয়ে মন্তব্য করার মতো অবস্থানে নেই উয়েফা।' ইউরোপের বিভিন্ন সমর্থক গোষ্ঠীকে একসূত্রে গাঁথা 'ফুটবল সাপোর্টার্স ইউরোপ' গোষ্ঠী উয়েফার সঙ্গে সমন্বয় রেখেই কাজ করে। এই গোষ্ঠীর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'দোষী ব্যক্তি যে-ই হোক, স্টেডিয়ামে তার ঠাঁই নেই এবং কৃতকর্মের শাস্তি পেতে হবে।' ইংলিশ ফুটবল পুলিশিং ইউনিটের মতো পর্তুগালেও রয়েছে পাবলিক সিকিউরিটি পুলিশ। এই সংস্থা বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ এবং দেশ ও দেশের বাইরের সমর্থকদের সঙ্গে কাজ করে। তাদের বিবৃতিতে দাবি করা হয়, প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, স্টুয়ার্ডরা যে দুজন ব্যক্তিকে স্টেডিয়াম থেকে বের করে দিয়েছেন, তারা পর্তুগিজ নাগরিক কি না, সে ব্যাপারে এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। পাবলিক সিকিউরিটি পুলিশের (পিএসপি) বিবৃতিতে বলা হয়, 'একদল স্টুয়ার্ড ও দুজন সমর্থকের মধ্যে একটি ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, তারা (দুই ব্যক্তি) পর্তুগালের সমর্থক। ব্যাপারটি জনসমক্ষে আসার আগেই জাতীয় ডেলিগেশন কর্তৃপক্ষ জেনেছে এবং কয়েকটি পদক্ষেপও নিয়েছে। জার্মান কর্তৃপক্ষ, আন্তর্জাতিক পুলিশ করপোরেশন সেন্টার ও উয়েফাকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করা হচ্ছে...প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এটা নিশ্চিত হওয়া যায়নি যে হামলার শিকার হওয়া ব্যক্তিরা পর্তুগিজ নাগরিক।' এবার ইউরোয় নিরাপত্তাব্যবস্থা বেশ সমালোচিত হচ্ছে। গ্রুপ পর্বে ডর্টমুন্ডে পর্তুগাল-তুরস্ক ম্যাচে ছয়বার দর্শকের মাঠে ঢোকার ঘটনা ঘটেছে। পর্তুগিজ কিংবদন্তি ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গে সেলফি তুলতে মাঠে ঢুকেছিলেন সেসব দর্শক। উয়েফা এ ঘটনার পর নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও জোরদার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু গেলসেনকির্চেনে নিজেদের পরের ম্যাচে পর্তুগাল জর্জিয়ার কাছে হেরে যাওয়ার পর এক সমর্থক নিরাপত্তাবেষ্টনী ডিঙিয়ে রোনাল্ডোর গায়ের ওপর পড়ার চেষ্টা করেন। শুধু তা-ই নয়, এক জার্মান ইউটিউবার দাবি করেছেন, অনলাইন থেকে কেনা কস্টিউম পরে এবার ইউরোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছদ্মবেশে মাঠে ঢুকেছিলেন তিনি। কিন্তু কেউ তাঁকে ধরতে পারেননি। এ ছাড়া গত রবিবার শেষ ষোলোয় জার্মানি-ডেনমার্ক ম্যাচে ডর্টমুন্ডের সিগনাল ইদুনা পার্কের ছাদে উঠেছিলেন এক দর্শক। তাঁর পিঠে ছিল বিশাল ব্যাগ। পুলিশ সেই ব্যক্তিকে আটক করে জানিয়েছে, তিনি ফটোগ্রাফার হতে চান এবং সেই ভাবনা থেকেই নাকি ছাদে উঠেছিলেন। কোনো ক্ষতি করার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com